Contents

৪র্থ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
মে ২০০১

ত্রৈমাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

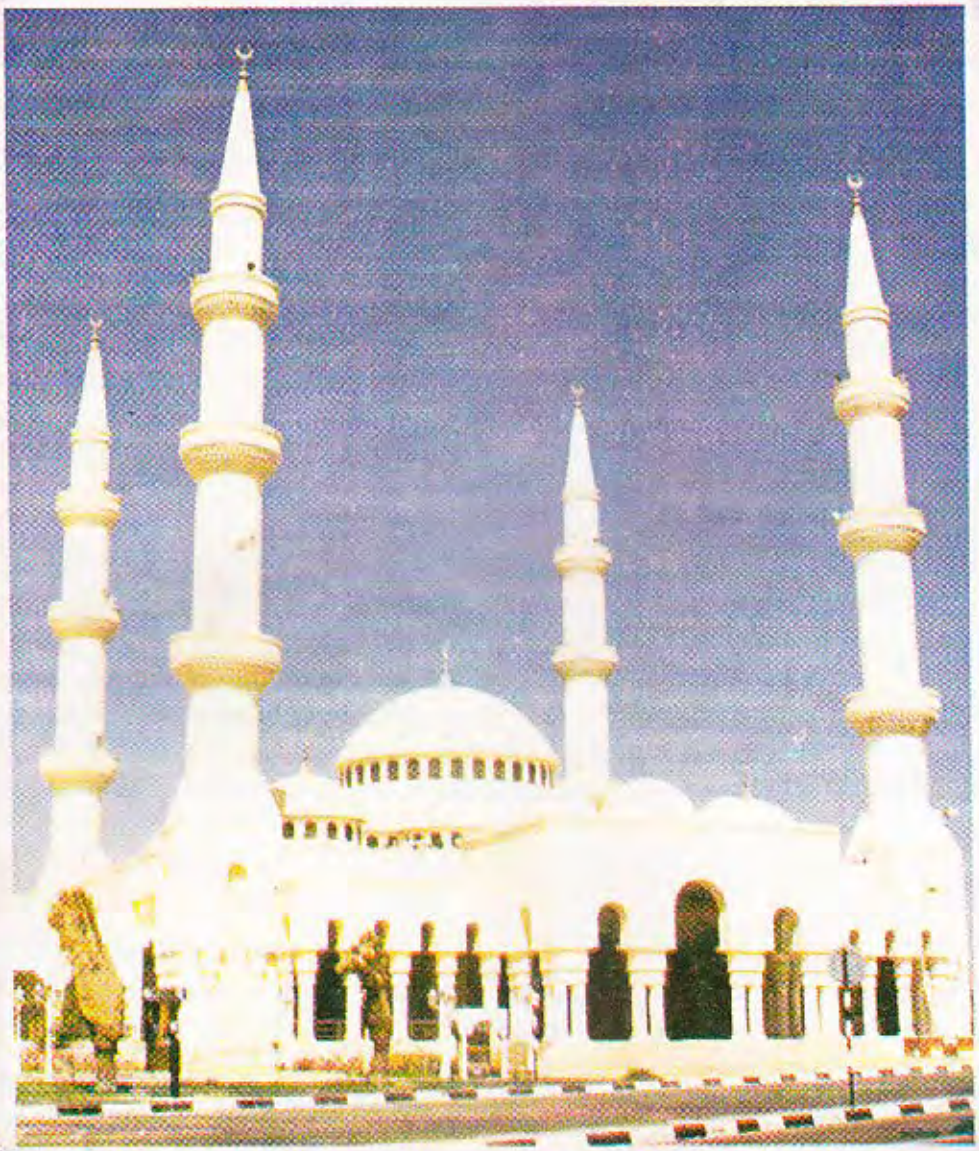

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষনা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	৮ম সংখ্যা
ছফর ও রবীঃ আউয়াল	১৪২২ হিঃ
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ	১৪০৮ বাং
মে	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
E-mail: tahreek@rajbd.com

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - আল-কুরআনে মুত্তাক্বীর পরিচয় ০৩
    - ডঃ আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীকী
  - মৌলবাদঃ টার্গেট ইসলাম ০৫
    - এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ
  - মুক্তির সনদ আল-কুরআন ০৭
    - ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী
  - মানব মনে প্রভাব বিস্তারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান ১০
    - নূরুল ইসলাম
  - বিশ্ব শান্তির জন্যই ইসলামের নবজাগরণ যরূরী ১৩
    - অনুবাদঃ শাহাদাৎ হোসেন খান
- **অর্থনীতির পাতাঃ**
  - ইসলামী বিমাঃ বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি ১৭
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **মনীষী চরিতঃ**
  - মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী ২১
    -মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **হাদীছের গল্পঃ** ২৬
  - জ্ঞানীদের শিক্ষা *-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ**
  - গণ্য-মান্য-নগণ্য-জঘন্য ২৮
    -মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী
- **চিকিৎসা জগত**
  - বন্ধ্যাত্ব ও তার প্রতিকার ২৯
    - ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
- **কবিতা** ৩২
  - এ'লান *-আতাউর রহমান*
  - মহানবীর জন্মদিন - মাশরেকুল আনোয়ার বাবুল
  - আত-তাহরীক -আব্দুল হাকীম
  - শান্তির দূত - আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
  - বাংলার মাতৃত্ব - আব্দুল মোনায়েম
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৪
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬
- **মুসলিম জাহান** ৪১
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **পাঠকের মতামত** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা রক্ষায় শপথ নিনঃ

দেশের স্বাধীনতার উপরে হামলা হয়েছে। এ হামলা চালিয়েছে বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত। এযাবতকালের এই ভয়াবহ সংঘর্ষে হানাদার পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই চরম মার খেয়েছে। ১৬টি লাশ ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেছে। ১১ জন বিডিআর-এর কাছে ব্লাকক্যাট সহ ৩০০ জন বিএসএফ-এর হেরে যাওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার লজ্জায় তারা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই চরম প্রতিশোধ ও সর্বাত্মক হামলা আসন্ন, একথা ধরে নেওয়া যায়।

গত ৩০ বছর ধরেই ভারত নিয়মিতভাবে টুকটাক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে সবসময় মরেছে ও মার খেয়েছে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ ও সীমান্তে বসবাসকারী জনগণ। দখল করে রেখেছে তারা সিলেটের পাদুয়া-প্রতাপপুর গ্রাম ও মুহুরীর চর সহ ১০ হাযার একরের উর্ধ্বে বাংলাদেশী ভূমি। ৫১টি ছিট মহলের চার লক্ষাধিক বাংলাদেশী তাদের হাতে কার্যতঃ বন্দী জীবন যাপন করছে। '৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি মোতাবেক বেরুবাড়ী তারা ঠিকই নিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা পুরোপুরি আজও আমাদের দেয়নি। আমাদের সাগর সীমানার মধ্যে জেগে ওঠা দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ তারা জবরদখল করে রেখেছে। গত সোয়া চার বছরে ৩০০০ বার সীমান্ত লংঘন করেছে। ৩০০ বার গুলী বর্ষণ করেছে। হত্যা করেছে ৪৭ জন বিডিআর সহ ১৪৭ জন গ্রামবাসীকে। আহত করেছে কতজনকে তার হিসাব নেই। কত গ্রাম ও বাড়ী-ঘর জ্বালিয়েছে, গরু-বাছুর ও সহায়-সম্পদ লুট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ ছাড়াও ফারাক্কা সহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে তারা বাংলাদেশকে শুকিয়ে মারতে চেয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মওসুমে তাদের সঞ্চিত পানি বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে ডুবিয়ে মেরেছে। চোরাচালানীর মাধ্যমে ও অসম রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের সম্পদ ও শিল্প-বাণিজ্য নিঃশেষ করে দিচ্ছে। দেশের অর্থকরী ফসল পাট, মাছ ও বস্ত্র খাত তাদের দখলে নিয়েছে। দেশের মাটির নীচের লুক্কায়িত বিপুল সম্ভাবনার উৎস তৈল ও গ্যাস সম্পদ সহ দেশের সম্ভাবনাময় সকল সেক্টরে তাদের পরোক্ষ দখলদারিত্ব স্পষ্ট। ইলেকশন মৌসুমে দেদারসে অস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে দেশের রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন করার অপতৎপরতা অপ্রকাশ্য নয়। তারা জানে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা অধিকাংশ মানুষ ও সশস্ত্র বাহিনী এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের অধীনতা মেনে নেবে না। তাই বিকল্প পথ হিসাবে এদেশে সব সময় তাদের বশংবদ একটি পুতুল সরকারকে তারা দেখতে চায়। যাদের হাত দিয়েই তাদের আগ্রাসী থাবা বিস্তারের কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। অতঃপর সুযোগ-সুবিধামত সিকিমের ন্যায় একদিন পুরা দেশটিকেই হজম করা সম্ভব হবে। সেই টার্গেট নিয়েই তারা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে এবার সীমান্তে হামলা চালিয়েছে বলে পর্যবেক্ষক মহল ধারণা করেছেন। এর মাধ্যমে তারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মোটেই ভারতপন্থী নয়। বরং নিঃসন্দেহে ভারত বিরোধী। তা না হ'লে এই বন্ধু সরকারের আমলে ভারত কেন সীমান্তে হামলা চালাতে যাবে? এজন্য অজুহাত হিসাবে তারা বিডিআর কর্তৃক সিলেটের বাংলাদেশী গ্রাম পাদুয়া ভারতীয় দখলমুক্ত করার ১৫ই এপ্রিলের অভিযানকে সামনে এনেছে। বাংলাদেশী ভূখণ্ডে রাস্তা বানিয়ে তারা বিডিআরকে অভিযান পরিচালনায় বাধ্য করেছে। অতএব হে ভারত বিরোধী জনগণ! তোমরা আগামী ইলেকশনে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি (?) এই ভারত বিরোধী দলটিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাও। তাদের হিসাব ঠিকই ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র হিসাব ছিল আলাদা। তাই মারটা একটু বেশীই হয়ে গেল। ফলে ভারতের এখন মুখরক্ষার পালা।

আমাদের সরকারের পক্ষ হ'তে এই ভারতীয় হামলার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ জানানো হ'ল না। এমনকি জাতীয় সংসদের যরূরী বৈঠক ডেকে এর বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাবও নেওয়া হ'ল না। যেখানে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ভারতেরই ক্ষমা চাওয়ার কথা। সেখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরে প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ মিনিট ধরে টেলিফোনে 'দুঃখ প্রকাশ' করতে হ'ল, তদন্তের আশ্বাস দিতে হ'ল। বিডিআরগণ কেন পাল্টা হামলা চালালো এজন্য তাদের কোর্ট মার্শালে বিচার করার দাবীও নাকি উঠানো হয়েছে। সরকার নাকি কিছুই জানেন না। এটা নাকি বিডিআরের নিজস্ব হঠকারিতা..। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর 'দুঃখ প্রকাশে'র ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে শাসক বিজেপির মিত্র দলগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। সেদেশের পার্লামেন্টে গত ২৩শে এপ্রিল সোমবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' এবং ঢাকায় বিডিআর-এর হেড কোয়ার্টার বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া, নিহত ১৬ জন বিএসএফ-এর বদলে ৩২ জন বিডিআর সদস্য হত্যার সুফারিশ করা হয়েছে। ভারতীয় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত সিং রৌমারীর ঘটনাকে বিডিআরের 'ক্রিমিনাল এডভেঞ্চারিজম' বা দুর্বৃত্তসূলভ হঠকারিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সিলেট সীমান্তের বিএসএফ সদস্যগণ তাদের নিহত প্রতি একজন বিএসএফ-এর বদলে ৪০ হাযার বাংলাদেশী হত্যার হুমকি দিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। আমাদের সীমান্তের প্রায় ৫০০ মিটার ভিতরে ঢুকে তারা অতর্কিত হামলা করল। আমাদের মাটিতেই তাদের লাশ পাওয়া গেল। দুদিনে তারা আমাদের তিনজন বিডিআর হত্যা করল। ৪০টি গ্রামে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করল। এরপরেও তারা নির্দোষ..।

আমাদের বিডিআর নির্ভীকচিত্তে তার উপরে অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। তারা তাদের দেশ রক্ষার শপথ দৃঢ়ভাবে পালন করেছে। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং আল্লাহ্‌র নিকটে তাদের ঈমানী চেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু হায়! দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাদেরকে জাতীয় বীরের সম্মানে ভূষিত করা উচিত ছিল, তারাই এখন জাতীয় 'দুর্বৃত্তে' পরিণত হ'ল। ৩০ বছর পরে পুনর্দখলকৃত পাদুয়া গ্রামের ২৩৭ একর ভূমি থেকে ১৯শে এপ্রিল তারিখে সরকারী হুকুমে তাদেরকে নীরবে মাথা নীচু করে চলে আসতে হ'ল।

এমতাবস্থায় দেশবাসীর করণীয় কি হবে? যখন আমাদের কেউ থাকবে না, তখন দেশের প্রত্যেক নাগরিককে হ'তে হবে সশস্ত্র মুজাহিদ। আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান এমনকি চীনের সাথেও ভারতের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আল্লাহ ছাড়া আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেউ নেই। আর আল্লাহ্‌র সাহায্য পেতে গেলে চাই দৃঢ় ঈমান। ইবরাহীমী ঈমানের তেজে নমরূদী হুতাশন যেমন ফুলবাগে পরিণত হয়েছিল, আমাদের ঈমানী শক্তির সম্মুখে তেমনি হানাদারদের গুলী ও বোমার আগুন নিভে যেতে পারে। বদরের ময়দানে যদি ফেরেশতা নামতে পারে, তাহ'লে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের মাটিতে পুনরায় ফেরেশতা নেমে আসতে পারে, আল্লাহ্‌র হুকুম হ'লে। তাই আসুন! নতুন করে স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নিন। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হৌন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স)

قُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ -

'এগিয়ে চল তোমরা জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনে পরিব্যাপ্ত' (মুসলিম)। *[বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ]*

http://islaminonesite.wordpress.com

আল-কুরআনে মুত্তাক্বীর পরিচয়

-ডঃ আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী*

শরীয়তের পরিভাষায় যে কাজ করলে পাপ হবে, এমন কাজ হ'তে বিরত থাকার নাম 'তাক্বওয়া'। আর যিনি এ কাজ করেন তাকেই 'মুত্তাক্বী' বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়ে সকল পাপাচার, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার এবং এ জাতীয় সকল কাজ হ'তে নিজেকে বিরত রেখে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসারে নিজ জীবন পরিচালনার নাম 'তাক্বওয়া'। আর যিনি এসব কাজ পরিহার করে ইসলামী শরী'আ অনুযায়ী চলেন তাকে 'মুত্তাক্বী' বলা হয়।

আল-কুরআনে মুত্তাক্বীদেরকে বিভিন্নভাবে পরিচিত করা হয়েছে, গুণান্বিত করা হয়েছে বিভিন্ন গুণে। নিম্নে বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত মুত্তাক্বীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ হ'ল।-

১. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসঃ আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারু থেকে জন্মলাভ করেননি। তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং পালনকর্তা হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে নিষ্ঠার সাথে যারা তাঁর ইবাদত করে, তারাই মুত্তাক্বী। এরশাদ হচ্ছে- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ 'তারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে' *(আলে ইমরান ১১৪)*।

২. পরকালে বিশ্বাসঃ পরকালের প্রতি বিশ্বাস মুত্তাক্বীর অন্যতম পরিচয়। মানুষের জীবন ইহলোকেই শেষ হয় না, যেমন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মনে করে থাকে। পরলোকের প্রতি বিশ্বাসের কারণে ইহলোকে সে সকল মন্দ কর্ম পরিহার করে। পরলোকের চিরস্থায়ী সুখ লাভের জন্যই ইহলোকে সে এত কষ্ট করে তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে। এরশাদ হচ্ছে- وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ 'তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে' *(বাক্বারাহ ৪)*। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে- يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 'তারা আল্লাহ্র প্রতি এবং পরলোকের প্রতি ঈমান রাখে' *(আলে ইমরান ১১৪)*।

৩. গায়েবের প্রতি বিশ্বাসঃ মানুষ যাঁকে সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও পালনকর্তা বলে মানে কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না। আর না দেখতে পায় তাদের জন্য সৃষ্ট জান্নাত, জাহান্নাম এবং নির্ধারিত পুরস্কার বা শাস্তি। এর পরেও তারা এসবের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে, আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার হ'তে নিজেকে দূরে রাখে। এরাই হ'ল মুত্তাক্বী। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ 'তারা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখে' *(বাক্বারাহ ৩)*।

৪. ছালাত কায়েমঃ ইসলামী শরীয়তে ঈমানের পরেই ছালাতের স্থান। ছালাত কায়েম করতে বারবার তাকীদ দেয়া হয়েছে আল-কুরআনে। এ ছালাত মানুষকে অশ্লীল কাজ হ'তে বিরত রাখে। এরশাদ হচ্ছে- إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত সকল অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*।

৫. আল-কুরআনের প্রতি বিশ্বাসঃ আল-কুরআন মুত্তাক্বীদের হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'কুরআন মুত্তাক্বীদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২২)*। মুমিন-মুত্তাক্বী ছাড়া আল-কুরআন আর কাউকেও সৎ পথ প্রদর্শন করে না। এরশাদ হচ্ছে-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا-

'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের নিরাময়কারী এবং মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ। আর গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়' *(বণী ইসরাঈল ৮২)*।

তাই মুত্তাক্বীদের অন্যতম পরিচয় হ'ল, তারা আল-কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হবে। এরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ 'যারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস রাখে' *(বাক্বারাহ ৪)*।

৬. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাসঃ মুত্তাক্বীগণ শুধু আল-কুরআনেই বিশ্বাসী নয়, তারা পূর্ববর্তী সকল নবীদের উপর নাযিলকৃত ছহীফা ও গ্রন্থের প্রতিও বিশ্বাসী। এরশাদ হচ্ছে- وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (হে নবী) 'তারা বিশ্বাস রাখে আপনার পূর্ববর্তী নবীদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতিও' *(বাক্বারাহ ৪)*।

৭. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাসঃ মুত্তাক্বীরা আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ তা'আলা অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে প্রস্তুত থাকে। আল-কুরআনের বহু স্থানে

* সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফেরেশতাগণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতাকুল তাঁর নবীর উপর রহমত প্রেরণ করে' *(আহযাব ৫৬)*। আরো এরশাদ হচ্ছে- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ، يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ 'দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা তোমাদের সকল কাজের খবর রাখে' *(ইনফিতার ১১-১২)*।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির অধিকাংশই নিম্নের আয়াতে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ–

রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর সমস্ত রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না' *(বাক্বারাহ ২৮৫)*।

৮. যাকাত আদায়ঃ আল-কুরআনের বহু স্থানে ছালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে-

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ–

'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ কর' *(বাক্বারাহ ৪৩)*। আরো এরশাদ হচ্ছে- فَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكٰوةَ وَأَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ 'অতঃপর তোমরা ছালাত কায়েম কর যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ কর' *(মুজাদালাহ ১৩)*।

তাই মুত্তাক্বীগণ ছালাত কায়েমের সাথে সাথে যাকাতও আদায় করে থাকে। এরশাদ হচ্ছে- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ– 'এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ৩)*।

৯. সৎ কাজের আদেশ মন্দ কাজের নিষেধঃ সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ –

'তারা আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং ভাল কাজে দ্রুত দৌড়ে যায়' *(আলে ইমরান ১১৪)*।

১০. আল্লাহ্র প্রতি ভরসাঃ সকল কাজে আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা বা ভরসা রাখা মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা বিপদে-আপদে এবং বিপদ সংকুল অবস্থায় ভীত হয় না; বরং সকল কাজের ফলাফল আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত করে। এরশাদ হচ্ছে- وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ 'আর তারা তাদের প্রভুর প্রতি অবিচল আস্থা রাখে' *(শূরা ৩৬)*।

১১. ধৈর্যধারণ করাঃ ছবর বা ধৈর্য মুত্তাক্বীদের অন্যতম গুণ। মুত্তাক্বীরা কখনো বিপদে অধৈর্য হয়ে পড়েনা। সহিষ্ণুতা তাদের ভূষণ। তারা সংকট অবস্থায় ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। এরশাদ হচ্ছে- وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে ধৈর্য এবং ছালাতের মাধ্যম সাহায্য কামনা কর' *(বাক্বারাহ ৪৫)*।

১২. গুরুতর পাপ হ'তে বিরত থাকাঃ মুত্তাক্বীগণ সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করে চল। ফলে তাদের দ্বারা গুরুতর পাপ সংঘটিত হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ 'তারা গুরুতর পাপ হ'তে বেঁচে থাকে এবং অশ্লীল কাজ হ'তেও' *(শূরা ৩৭)*।

১৩. সত্যবাদী হওয়াঃ মিথ্যা সকল পাপের উৎস, যা মানুষকে কুপথে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। আর সত্য হ'ল মুক্তিদাতা অন্ধকারের পাঞ্জেরী। মিথ্যা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে, আর সত্য জান্নাতের দিকে। তাই মুত্তাক্বীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সত্য বলা। এরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ–

'যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাক্বী' *(যুমার ৩৩)*।

এ ছাড়াও বহু বৈশিষ্ট্য আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, যদ্বারা মুত্তাক্বীদেরকে সহজেই চেনা যায়। একই আয়াতে মুত্তাক্বীর বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন একটি আয়াত

http://islaminonesite.wordpress.com

হ'লঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ –

'বরং বড় সৎ কাজ হ'ল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, পরলোকে বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস এবং সকল নবী-রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন। আর তাঁরই মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্যে। আর যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে তারাই হ'ল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার-মুত্তাক্বী' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*।

উপসংহারঃ এতদ আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুত্তাক্বীরা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও তাঁর প্রদর্শিত পথের একমাত্র যাত্রী। যাদের মধ্যে প্রতিভাত হবে সকল সদগুণাবলী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্কে এক বলে জানবে, তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না, তাঁর রাসূল , কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, গায়েব ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখবে। এরপর তারা নিয়মিত ছালাত কায়েম করবে, আদায় করবে যাকাত, গরীব, মিসকীন, ইয়াতীম এবং মুসাফিরদের করবে সাহায্য, বিপদে হবে ধৈর্যশীল-সহিষ্ণু। আল্লাহ্র প্রতি থাকবে অবিচল আস্থা ও ভরসা। তারা সৎ কাজের করবে আদেশ এবং বিরত থাকতে নির্দেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে। তারা পরস্পর সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দেবে। এসব গুণে যারা গুণান্বিত হবে তারা নিঃসন্দেহে হবে বেহেশতের অধিবাসী। আল্লাহ আমাদের সকলকে মুত্তাক্বী হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

মৌলবাদঃ টার্গেট ইসলাম

*-এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ**

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। বর্তমান বিশ্বে যতগুলি ধর্ম আছে তার মধ্যে এমন কোন ধর্ম নেই, যা ইসলামের সাথে তুলনীয়। ইসলাম হ'ল সর্বকালের সকল মানুষের জন্য একটা বৈজ্ঞানিক, সর্বাধুনিক, সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানবজাতির সার্বিক মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টিও ইসলাম। আর এটা এমন একটা ধর্ম, যা গ্রহণের জন্য কোন প্রকার জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই। যার খুশী ইসলাম কবুল করে শান্তি, কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি লাভে ধন্য হ'তে পারে, অথবা ইসলামকে ইনকার (অস্বীকার) করে ইহকালীন জীবনে চরম অশান্তি, অকল্যাণ এবং পরকালে চরম লাঞ্ছনা-গঞ্জনাময় নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নাম বেছে নিতে পারে। আল্লাহ বলেন- لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। অথচ এই সুন্দর দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদী-খ্রীষ্টান সহ পাশ্চাত্য অশুভ শক্তিগুলি আদাজল খেয়ে লেগে আছে এবং থাকবে। কিন্তু আল্লাহ চাইলে তারা ইসলামের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ 'তারা চায় নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র নূরকে (ইসলাম) নির্বাপিত করতে অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে প্রজ্বলিত করবেনই, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৮)*। শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও যখন ইসলাম তথা মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করতে পারল না, তখন তারা মুসলমানদেরকে অত্যাচারী, সন্ত্রাসী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ইত্যাদি মিথ্যা বিশেষণে বিশেষিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা চালাতে থাকে। তেমনি একটা আধুনিক বিশেষণ হ'ল **'মৌলবাদ'**।

মৌলবাদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল Fundamentalism। এ শব্দটি ১৯২০ সালে আমেরিকার খ্রীষ্টান সমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়।[১] আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মতপার্থক্য হওয়ার কারণে খ্রীষ্টান ধর্মের চরম বিভক্তির মুখে একদল গোড়াপন্থি নিজেদেরকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এই শব্দটির সাথে মুসলমান তথা ইসলামের কোনরূপ সংশ্রব কোন কালে ছিল না, আজও

** এম,এ, বাংলা, বালিয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।*

১. দৈনিক ইনকিলাব ১৯শে অক্টোবর '৯৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

নেই। কাজেই ইহুদী-খ্রীষ্টান চক্র তাদের একটা বহুল প্রচলিত (Fundamental) পরিভাষাকে অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ চাপানোর পেছনে আছে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাহ'ল একদিকে বিশ্বের দরবারে মুসলিম জাতিকে ঘৃণিত জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা, অন্যদিকে ইসলামের প্রকৃত ও নিঃশর্ত অনুসারীদেরকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়ে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে মুনাফিক্ব তৈরী করার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানো এবং প্রতারণা, ভণ্ডামী ও আত্মহননের পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা।

মৌলবাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্পন্ন মনীষীদের দেওয়া সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মৌলবাদের সাথে ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। Webster's Dictionary-তে মৌলবাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে- "A belief that the Bible is to be accepted literally as an inherent and infallide spiritual and historical document; an early 20th century US protestant movement stressin this belief". অর্থাৎ 'মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বাস, যার দৃষ্টিতে বাহির থেকে আক্ষরিক অর্থে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এই বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদানকারী বিশ শতকের প্রথম দিককার যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলন'।[২] Oxford Dictionary of Current English (A.S.Hornby)-এ 'Fundamentalism'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- "Maintenance of literal interpretation of the traditional beliefs of the Christian religion (such as the accuracy of every thing in the Bible) in opposition to more modern teachings." অর্থাৎ 'তুলনামূলকভাবে বেশী আধুনিক শিক্ষার মোকাবেলায় খৃষ্ট ধর্মের সনাতন বিশ্বাস সমূহ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা (যেমনঃ বাইবেলে বর্ণিত সবকিছু যথার্থ) তাই মৌলবাদ। আর এটা যারা গ্রহণ করে তাদেরকে মৌলবাদী হিসাবে অভিহিত করা হয়'।[৩] এছাড়া আরো অনেকেই মৌলবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল, সকল মনীষীই তাঁদের সংজ্ঞাতে যে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে মৌলবাদের সাথে ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলাদেশের ৯০% লোক মুসলমান। তাই মৌলবাদ শব্দের সংজ্ঞা ও উৎপত্তির ইতিহাস যাই হৌক না কেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৌলবাদ মানে মুসলমান তথা ইসলাম। অর্থাৎ যারা নিজেদের বাস্তব জীবনে আল্লাহ, ইসলামকে মেনে চলে তারাই মৌলবাদী। সুতরাং একথা আর বুঝতে বাকী নেই যে, মৌলবাদ বিরোধীদের লক্ষ্য ইসলাম।

চিন্তার বিষয় যে, ইসরাঈল আধুনিক বিশ্বে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে কট্টর ও গোঁড়া ধর্মবাদী (ইহুদী) রাষ্ট্র। অথচ পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের তথাকথিত নিরপেক্ষ (?) প্রচার মাধ্যমগুলি কি ঐ রাষ্ট্রকে একটিবারের জন্য হ'লেও মৌলবাদী আখ্যা প্রদান করেছে? বরং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ সর্বতোভাবে তাকে নির্লজ্জ মদদ যুগিয়ে আসছে। আবার ইসলামকে নিয়ে যারা কটাক্ষ করে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই ঐ সকল প্রচার মাধ্যমগুলি মৌলবাদী আখ্যা দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। তাহ'লে কি আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না যে, উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক?

ইসলামের ক্ষেত্রে মৌলবাদ শব্দটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। কারণ ইসলামে মৌল ও অমৌল, প্রকৃত ও কৃত্রিম আধুনিক ও পুরাতন বলে কিছু নেই। ইসলামে যা কিছু বিশ্বাস, প্রস্তাবনা ও নির্দেশনা সবই মৌলিক, প্রকৃত ও আধুনিক। একথা শুধু মুসলমানরা নয়, পাশ্চাত্য মনীষীরাও স্বীকার করেছেন। ডঃ অসওয়েল জনসন বলেন, 'কুরআনে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানগুলি এতই কার্যকরী এবং সর্বকালের জন্য উপযোগী যে, সব যুগের সকল দাবীই পূরণ করতে সক্ষম'।[৪]

ডঃ মরিস বুকাইলী বলেন, "The Quran does not contain a single scientifice statement that is unacceptable." 'কুরআনে এমন একটি বক্তব্যও নেই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খণ্ডন করা যেতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'কুরআন ও বিজ্ঞানের সাথে যেখানে মতপার্থক্য সেখানে বুঝতে হবে বিজ্ঞান তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি'।[৫] তাছাড়া প্রায় সাড়ে ১৪শ' বছরের ব্যবধানে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ 'আল-কুরআনে'র একটি হরফেরও বিকৃতি ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না। সেকারণ মুসলমানদের মৌলবাদী বা অমৌলবাদী বলে গালী দেওয়ার কোন অবকাশ নেই।

আজকে যারা 'মৌলবাদ নির্মূল কমিটি'র নামে দেশে আন্দোলন করে, তাদের নাম যতই ইসলামী হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের শত্রু। ইসলামী নাম তাদের আত্মরক্ষার মুখোশ মাত্র। কারণ কোন অমুসলিম মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন দিন কথা বলতে সাহস পাবে না। তাই এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব। উক্ত কমিটি (?) মনে করে ইসলামের প্রচলিত

২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. দৈনিক ইনকিলাব ২৪শে জানুয়ারী '৯৭।
৫. দৈনিক ইনকিলাব ২৪শে জানুয়ারী '৯৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

নিয়মগুলি সেকেলে, একালে তার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি হজ্জের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও তারা বাজে অর্থ ব্যয় বলে মনে করে এবং যারা এগুলি করে তাদেরকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। অথচ রাজনৈতিক দলের নেতারাও মুসলমান এবং তাঁরাও ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের মত ইবাদতগুলি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করে থাকেন। তাহ'লে কি তাদের দৃষ্টিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীও মৌলবাদী? আসলে মৌলবাদী মানে আজকের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে তারা বুঝায় না; বরং গোটা মুসলিম জাতিকে বুঝায়। সে কারণ দাউদ হায়দার, আলাউদ্দীন, হুমায়ুন আজাদ, আহমাদ শরীফ, কবির চৌধুরী, তাসলিমা নাসরিনের মত কুখ্যাত মুরতাদদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে উক্ত কমিটি তাদের নির্বিচারে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে। **'শিখা চিরন্তন', 'শিখা অনির্বাণ'** নামে প্রকাশ্য অগ্নিপূজার বিরুদ্ধে কথা বললে, মসজিদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শেখ মুজিবের ছবি না টাঙ্গালে মৌলবাদী আখ্যা পায়।

মৌলবাদ বিরোধী কারা এটা একবার আমাদের তলিয়ে দেখা দরকার। শাব্দিক অর্থে মূল মতবাদে বিশ্বাসীরাই মৌলবাদী। পক্ষান্তরে এর বিরোধীদের নাম নিঃসন্দেহে ভেজালবাদী। বাস্তবে তাই মৌলবাদ বিরোধীরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে ফ্রয়েড, চার্লস ডারউইন, এঙ্গেলস, লেলিন, মাওসেতুং, হিটলার, গ্যাবল, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখদেরকে অনুসরণ করে। তাদের দর্শনাদর্শে বিশ্বাসী ও লালিত-পালিত মৌলবাদ বিরোধীদের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্র হয়ে পড়েছে অত্যন্ত কলুষিত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তাই সময় এসেছে মৌলবাদ বিরোধের নামে মুসলমানদের উৎখাতের কাজে যারা নিয়োজিত তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার।

অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে মৌলবাদ মুসলমানদের জন্য একটা উপযুক্ত বিশেষণ। কারণ সাড়ে ১৪শ' বছর আগে যে ইসলাম ছিল এখনো তাই আছে, ক্বিয়ামতের আগ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। এটা সকল ধর্মের উপর ইসলামের এক সার্বজনীন চ্যালেঞ্জ। সেকারণ আজকের মুসলমানরা যেটা অনুসরণ করে সেটাই আসল, সেটাই মূল। আর সর্বদা মূল বিষয়টা অনুসরণের জন্য আল্লাহ ও তাঁর নবী (ছাঃ)-এর জোর তাকীদ রয়েছে। সুতরাং মৌলবাদ শব্দটা মুসলমানদের জন্য গালির মত করে উচ্চারণ করলেও শব্দ হিসাবে এটা খুব খারাপ শুনায় না। অমৌলবাদী তথা ভেজালবাদী হওয়ার চেয়ে মৌলবাদী হ'তে পারাটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের একটা গর্বের বিষয় বৈকি!

প্রকৃত মুসলমান মাত্রই অহি-র সন্ধানী। তাই মৌলবাদী পরিচয়ে তাঁর আতংকিত হওয়ার কোন কারণ নেই বরং অহংবোধ করাই শ্রেয়। এতে পাশ্চাত্য ও তাদের গংরা ভীষণভাবে হতাশ হবে এবং আরোপিত গ্লানিবোধ থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্তি পাবে।

মুক্তির সনদ আল-কুরআন

*-ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী**

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। সীমিত সময়ের জন্য প্রেরিত মানবজাতি ধরাবক্ষে থাকাকালীন কিভাবে স্রষ্টার ইবাদত করবে, সে বিধান মহান আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। মানবজাতি যতক্ষণ আল্লাহ্র বিধানকে আঁকড়ে থেকেছে, ততক্ষণ সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু যখন আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ছেড়ে দিয়ে বা ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান মত চলতে শুরু করেছে, তখনই তারা দিগভ্রান্ত হয়ে পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ও বিপথগামী হয়েছে। এই পথভোলা মানবজাতিকে সঠিক, সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য মনোনীত রাসূলগণের উপর নাযিল হয়েছে আসমানী কিতাব। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব ইতিহাসের অন্ধকার যুগে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত মানবজাতির নিশ্চিত মুক্তির সনদ হিসাবে নাযিল হয়েছে বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন'।

সে সময় আরব জাতি যাবতীয় মানবিক গুণাবলী হারিয়ে অসভ্য বর্বর জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যায়, অবিচার, অশ্লীলতা এবং বর্বরতার প্রান্তঃসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। সামাজিক শান্তি-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটেছিল। মারামারি, হানাহানি, লুট, হত্যা, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ ইত্যাদি লেগেই থাকত। নারীসমাজ লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত হ'ত। নারীদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হ'ত। কন্যা সন্তান জন্মিলে সমাজে নিজেকে হেয় মনে করে সদ্য প্রসূত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। মদ, জুয়া ইত্যাদি ছিল নিত্য দিনের সঙ্গী। ধর্মীয় আকাশ ছিল ঘনকাল মেঘাচ্ছন্ন। একত্ববাদের নাম-নিশানা ছিল না। পরিবর্তে তারা দেব-দেবীর পূজা করত। কেউ আবার পাথর, পাহাড়, অগ্নী ইত্যাদির উপাসনা করত। আবার দুই বা ততোধিক আল্লাহ্কে মানত। শিরক আর কুফুরীতে লিপ্ত ছিল গোটা আরব সমাজ। শুধু আরবেই নয়, আরবের বাইরেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। অর্থাৎ গোটা মানবজাতিই অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। পবিত্র কা'বা ঘরে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থান লাভ করেছিল। এসব মূর্তিগুলিকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়ে উপাসনা করা হ'ত। সে সময় এমন কোন মতবাদ বা আদর্শ ছিল না, যা অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে যাওয়া মানবজাতিকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। প্রচলিত মানব রচিত সকল মতবাদ ব্যর্থ হয়েছে মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে।

* *মির্জাপুর পূর্ব পাড়া, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বিশ্বমানবতার এহেন করুণ অবস্থার মধ্যে আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির সুসংবাদ দাতা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ৪০ বছর বয়সে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর পবিত্র কুরআন নাযিল শুরু করেন। ২৩ বছরে তা সম্পন্ন হয়। তৎকালীন মানব সমাজে প্রচলিত বাতিল ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে মহানবী (ছাঃ) ঘোষণা করলেন আল্লাহ্র একত্ববাদের কথা। জানিয়ে দিলেন 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি আল্লাহ্র মনোনীত রাসূল'। মানব সমাজের বাতিল বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করে একত্ববাদের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়ের উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

আল্লাহ্র একত্ববাদকে কোন সন্দেহ ও সংশয় ছাড়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাই ইসলামের মূল কথা। কিন্তু তৎকালীন সময়ে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হ'ত না। কোথাও স্বীকার করা হ'লেও তাঁর সাথে শরীক করা হ'ত। তাই অন্য সকল দেবতার উপর যে অন্ধ বিশ্বাস ছিল তা পরিত্যাগ করে 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই' এটা মেনে নিয়ে এই বিশ্বাসের উপর অটল থাকতে বলা হয়। আর হেদায়াতের শর্ত এটাই। সমস্ত দেব-দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে মেনে নেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে ইহলৌকিক কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, 'যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ থাকত, তাহ'লে ঐ দু'টি বিশৃংখল ও বিপর্যস্ত হয়ে যেত' *(আম্বিয়া ২২)*।

'সে (ইবরাহীম) বলল, তোমরা স্বহস্তে নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফ্ফাত ৯৫-৯৬)*।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, যারা নিজেদের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করছে, তাদেরকে সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা ও মা'বুদ বলে মেনে নিয়েছে, তারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে। একাধিক সৃষ্টিকর্তা থাকলে আসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব মহান আল্লাহ তা'আলাই বিশ্ব জাহানের অধিপতি। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, আশ্রয়দাতা। জীবন-মৃত্যু তাঁরই হাতে। তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত এবং করুণাময়। কাজেই সকল ইবাদত-বন্দেগীর মালিক একমাত্র তিনিই।

আল্লাহপাকের অস্তিত্ব প্রমাণে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে, দিবস-রজনীর পরিবর্তনে এবং মানবজাতির উপকার জনক জলযানগুলির বিশেষত্বে এবং মৃত্যুর পর পৃথিবীকে পুনরায় সজীব করে তোলাতে, আকাশ হ'তে আল্লাহ কর্তৃক বারি বর্ষণের মাধ্যমে এবং তাতে সর্ববিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করে দেওয়াতে, আর বায়ু হিল্লোলকে বিভিন্ন দিকে পরিবর্তিত করাতে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে জলদপুঞ্জকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র অনুপম কুদরতের অজস্র নিদর্শন নিহিত রয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৬৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'এবং তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছেন, যেন তোমাদের নিয়ে উহা আলোড়িত না হয় এবং স্রোতস্বিনী ও পথ সমূহ, যেন তোমরা সুপথগামী হও এবং চিহ্নসমূহ ও নক্ষত্ররাজি, যা দ্বারা তারা পথ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার সমান, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা বুঝবে না' *(নাহল ১৫-১৭)*।

'এবং তোমার প্রতিপালক মধু মক্ষিকার প্রতি এই মর্মে অহি করলেন যে, তুমি মধুচক্র নির্মাণ করবে পর্বতমালা ও বৃক্ষ সমূহ এবং মানুষেরা যেসব মাচান প্রস্তুত করে তাতে' *(নাহল ৬৮)*।

'আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলছে। ইহা সেই মহাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানীর অবধারিত বিধান। আর চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি কতকগুলি মঞ্জিল, অবশেষে আবার তা হয়ে যায় খেজুর গাছের পুরানো ডালের মত। না সূর্যের পক্ষে সম্ভাবনা আছে চন্দ্রের নাগাল পাওয়ার আর না রাত্রের পক্ষে দিনকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হ'তে পারে। বস্তুতঃ (উহার) প্রত্যেকটিই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে চলছে' *(ইয়াসীন ৩৮-৪০)*।

'যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃজন করেছেন সুন্দর রূপে এবং মানব সৃষ্টির প্রথম সূচনা করেছেন কর্দম হ'তে, তৎপর নিকৃষ্ট পানি হ'তে নিষ্কাশিত এক জীবন ধাতু হ'তে উৎপাদন করলেন তার পরবর্তী বংশকে। অতঃপর যথাযথভাবে তাকে গঠন করলেন আর তার মধ্যে জীবন বায়ু ফুৎকার করে দিলেন এবং (যথাসময়ে) তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করলেন কর্ণের ও চক্ষের এবং হৃদয়ের। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকরগুযারী করে থাক' *(সাজদাহ ৭-৯)*।

আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট দলীল হিসাবে উপরোক্ত বর্ণনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যেগুলি দর্শনে আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এত কিছুর পরও যারা আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে না এবং তাঁর বিধান মানে না, বস্তুতঃ তারাই বিপদগামী এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। তাই এরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমার ইবাদত হ'তে যারা অহংকার করে অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে, অতিশয় লাঞ্ছিত হবে' *(মুমিন ৬০)*।

তাই পবিত্র কুরআনের বাণী মানব সমাজে প্রচারিত হওয়ার পর ভ্রান্ত পথে পরিচালিত মানুষগুলি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা বুঝতে পারে যে, তারা যে পথে রয়েছে সেটা

http://islaminonesite.wordpress.com

ভ্রান্ত পথ। এই পথ মানবজাতিকে পার্থিব কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বরং পার্থিব জীবনে অশান্তির আগুনে জ্বালাবে এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নামের কঠিন আগুনে নিক্ষেপ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর এ বুঝ তাদের কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই হয়েছে। কারণ, কুরআন হ'ল মানবজাতির হেদায়াতের মহাগ্রন্থ। কল্যাণ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুসভ্য ও মার্জিত জীবন যাপনের জন্য নিখুঁত-নির্ভুল হেদায়াতের একমাত্র উৎস। মানুষের সার্বিক জীবনের শান্তি ও মুক্তির জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মানব জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক, আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক, দায়িত্ব-কর্তব্য-অধিকার সকল বিষয়ে সুষ্ঠু বিধান ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছে আল-কুরআন। বিশ্বাস, কর্ম, আচরণ, চরিত্র, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নীতি-নৈতিকতা, ঈমান, ইলম, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, সামাজিকতা, উত্থান-পতন, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ইনছাফ-যুলুম, তাওহীদ-রিসালাত, আখিরাত, কিতাব, ফেরেশতা, কবর, আত্মিকজগত, বস্তুজগত, হাশর-মীযান, জান্নাত-জাহান্নাম, পুলসিরাত, শিরক, কুফর, নিফাক্ব, জিহাদ, ক্বিতাল, সৌজন্য, ভদ্রতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, হালাল-হারাম, সংগত-অসংগত, ন্যায়-অন্যায়, আলো-অন্ধকার, জ্ঞান ও মূর্খতা, বিবাহ-শাদী, পোষাক-পরিচ্ছদ, ইবাদত, দো'আ-যিকর, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতীয়তা, শিক্ষা-সভ্যতা, গাভী, হাতি, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, নারী-পুরুষ সব কিছুই আল-কুরআনের পরিধি ও আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ হেদায়াতের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান এবং কালজয়ী সত্যের সন্ধান দিয়েছে। তাইতো শিরক আর কুফরে লিপ্ত আরব জাতি অতীতের সকল পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বাতিলকে পরিত্যাগ করে সত্য, সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। আর এই দিকনির্দেশনা ইহজগতের কল্যাণ ও শান্তি এবং পরজীবনের মুক্তির সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই দিয়েছে। যার ফলে মানবিক গুণাবলীর এবং নৈতিকতার চরম অধঃপতনে নিমজ্জিত জাহেলিয়াতের অসভ্য বর্বর আরবজাতি পরিণত হয় সুসভ্য জাতিতে। যে জাতির একদিন নৈতিকতার চরম অধঃপতন ঘটেছিল, সে জাতি সর্বোত্তম চরিত্রে অভিষিক্ত হয়ে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা যেখানেই গিয়েছিল এবং যে পথেই অতিক্রম করছিল, লোক তাদের দেখে এবং তাদের উত্তম চরিত্রাবলী অবলোকন করে অকুণ্ঠচিত্তে তাদের ভক্ত ও অনুগত হয়ে পড়েছিল। আর ইহা অনস্বীকার্য সত্য যে, ছাহাবায়ে কেরামের বদৌলতে দ্বীন-ইসলাম যতখানি প্রসার লাভ করেছিল, তাতে তাদের উত্তম চরিত্র এবং নৈতিক আখলাক্বের অবদানই ছিল সর্বাধিক। যে শিক্ষা একমাত্র কুরআন থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ আল-কুরআন এমন একখানা জীবন্ত কিতাব ও বিপ্লবপত্র, যা বহু শতাব্দীর পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে দিয়ে তদস্থলে এমন সব আক্বায়েদ ও আমলের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যার পরিণাম অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও সর্বব্যাপী। এমনকি আজ আমরা নির্দ্বিধায় ও মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, বিশ্বে কোথাও যদি কোন কল্যাণের এতটুকু অনুকণারও অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহ'লে তা নিছক কুরআনের শিক্ষার মধ্যেই উজ্জ্বল রূপে দেদীপ্যমান।

মহানবী (ছাঃ) সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছলেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে নানা বাধা, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। তবুও তাওহীদ প্রচার থেকে বিরত হননি। যে আরবজাতি তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিল, তারাই আবার তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেছেন নিজ মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে। তবুও বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য আরবের কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উৎবা বিন রাবী'আকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণের পর উৎবা কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এমন সব বাক্যসমষ্টি শ্রবণ করেছি, যা আর কখনও শুনিনি। আল্লাহ্র শপথ এর মধ্যে এমন ছান্দিক মিল রয়েছে অথচ তা কবিতা নয়। এতে এমন যাদুময় আকর্ষণ রয়েছে অথচ তা যাদু নয়। এতে এমন বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ ঘটনারাজীর বিবরণ রয়েছে অথচ তা গণকের বক্তব্য নয়। তোমরা এ লোকটির পিছনে লেগোনা। তাঁর ব্যাপারটি তাঁর উপরই ছেড়ে দাও। তাঁকে তাঁর পথে চলতে দাও। এতো তোমাদের জন্য এক মস্তবড় পরীক্ষা। তাঁর ক্ষতি সাধন করলে তোমাদেরই ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এসব করে রাজ্যের মালিকও হয় সে রাজ্য তো তোমাদেরই রাজ্য হবে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা তো তোমাদেরই মর্যাদা। তাঁর ভাগ্যের প্রসন্নতা তো তোমাদেরই সৌভাগ্যবান হওয়া। কুরাইশ বুদ্ধিজীবীরা তখন বলল, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদের যাদু তোমাকে প্রভাবিত করেছে। সে তখন বলল, তোমরা যা বল না কেন এটিই হচ্ছে আমার দৃঢ় অভিমত। অতঃপর তোমাদের যা ইচ্ছে তা তোমরা করতে পার।

তারা কুরআনকে মিথ্যা, অসার ও মানব রচিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার জন্য *(বাক্বারাহ ২৩)*। সে সময় আরবে অনেক কবি-সাহিত্যিক ছিল যারা সুনাম

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্জন করেছিল। কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। ক্বিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের একটিমাত্র আয়াতের সমমানের কিছু তৈরী করতে পারবে না সারা বিশ্বের মানব জাতি একত্রিত হয়েও। কারণ পবিত্র কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। আল্লাহ প্রদত্ত 'লাওহে মাহফূযে' সংরক্ষিত জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সম্বলিত একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কালজয়ী চিরন্তন হেদায়াতের গ্রন্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' (হিজর ৯)।

মহাসত্য আল-কুরআনের শিক্ষার ফলেই যে আরব জাতি মহানবী (ছাঃ)-এর বিরোধিতা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তারাই আবার তাঁকে তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। গ্রহণ করেছিল তাঁর আদর্শকে। যে ওমর তাঁকে হত্যার জন্য খোলা তরবারি হাতে ছুটে গিয়েছিল, সেই ওমরই কুরআনের বাণী শ্রবণ করে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে ফিরে আসেন। বর্তমান যুগেও কুরআনকে জানতে ও বুঝতে গিয়ে অনেক অমুসলিম বিদ্বান ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে কুরআনের অনুসারীর সংখ্যা।

পরিশেষে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হ'ল নির্ভুল ও বিশুদ্ধ কিতাব। সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। ইহা অবিকৃত অবস্থায় আজও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। এই মহাসত্য আল-কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াত, পার্থিব জীবনে কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন জীবনের মুক্তির সনদ রূপে মহানবী (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতি কুরআনকে মেনে চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথে থাকবে। বর্তমান অশান্তি ও সংঘাতময় পৃথিবীতে কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐ দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব তথা আল-কুরআন। অপরটি তার নবীর সুন্নাত তথা আল-হাদীছ' *(মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

অতএব আমাদেরকে কুরআন অধ্যয়নে অধিক মনোযোগী হ'তে হবে। আল্লাহ প্রেরিত এই মহা সংবিধানকে জানতে হবে এবং নিজেদের সার্বিক জীবনে এর যথাযথ বাস্তবায়ণ হবে। তবেই আমরা উন্নত মানুষ হ'তে পারব। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

মানব মনে প্রভাব বিস্তারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান

*-নূরুল ইসলাম**

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে পথভ্রান্ত দিশেহারা মানব সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেবার নিমিত্তে বহু নবী ও রাসূল এ ধূলির ধরণীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেককেই গাইড বুক হিসাবে আসমানী কিতাব দান করেছেন। 'আল-কুরআন' সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা মানবজাতির মুক্তির একমাত্র মাইলফলক। A.K. Abdul Mannan বলেন, "The Holy Quran is the greatest and the last book of God, revealed for the guidance of mankind."[১]

বস্তুতঃ আল-কুরআন এমন একটি আসমানী কিতাব, যার ভাষা, ভাব, অলংকার, উপমা, ছন্দ মূর্ছনা, রচনাশৈলী, ভাষার লালিত্য, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, ভাবের গভীরতা, অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, মর্মস্পর্শী সুরঝংকার, শাব্দিক দ্যোতনা ঈদৃশ গুণাবলী সবকিছু মিলে এর তুলনা হয় না। মোটকথা, এর স্টাইল সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত স্টাইল। P.K. Hitti যথার্থই বলেছেন, "The style of the koran is God's style."[২]

আল-কুরআনের অলৌকিকতা (إعجاز القرآن) ও অনন্যতার যে সমস্ত দিক রয়েছে যেমন- অভিনব রচনাশৈলী (أسلوب), বাচনভঙ্গির অভিনবত্ব, স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা, পুনঃপুনঃ পাঠের অমিয় স্বাদ, দো'আর বাক্যসমূহের আবেগময়তা ইত্যাদি, তন্মধ্যে 'শ্রোতা বা পাঠককে গভীরভাবে প্রভাবিত করার যে শক্তি পবিত্র কুরআনে রয়েছে, এটাও একটি মু'জিযা'।[৩]

আল-কুরআনের ভাষা, অলংকারের বিস্ময়কর প্রভাব, প্রাণময়তার মর্মস্পর্শী ঝংকার অনেকেরই অন্তর ঝংকৃত ও বিমোহিত করেছে। অনেকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছে। অনেককে এর হৃদয়গ্রাহী ভাব, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্বে আপ্লুত চিত্তে এর প্রতি দুর্নিবার আগ্রহে ঝুঁকে পড়তে দেখা গেছে। কত মানুষ এর মন-মাতানো বাণীর

* *আলিম পরীক্ষার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।*

১. *A.K. Abdul Mannan, Aspects of Islamic Ideology and Culture (Comilla: The Industrial press, First edition: 1968), p.131.*

২. *ডঃ এ,কে,এম ইয়াকুব হোসাইন, প্রবন্ধঃ পবিত্র কুরআনে সাহিত্যের উপাদান, অগ্রপথিক, ১৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯, পৃঃ ১০।*

৩. *কুরআন পরিচিতি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ২৫৯।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মূর্ছনায় আকুল-ব্যাকুল হয়ে শ্রবণের জন্য ছুটে চলেছে, তার সীমা সংখ্যা নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে সেইসব ঘটনাবলীর কিছু ঘটনা পেশ করা হ'ল।-

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদল ছাহাবাকে নিয়ে 'উকায' নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। এর আগেই জিনদের জন্য আসমানের খবরাদি শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুনের শিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। তাই জিন-শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, কি ব্যাপার? তারা বলল, আসমানের খবরাদি সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আগুনের অংগার ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শয়তান বলল, আসমানের খবরাদি সংগ্রহে তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই নতুন কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ঘটেছে। তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায় ঘুরে দেখ, ব্যাপারটা কি ঘটেছে? সুতরাং আসমানের খবরাদি সংগ্রহের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ খুঁজে দেখতে সবাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়ল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা 'তিহামা'-র উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হ'ল। রাসূল (ছাঃ) এখান থেকে উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। ইত্যবসরে তিনি ছাহাবাগণকে সাথে নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরও মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করল। অতঃপর বলে উঠল, আসমানের খবরাদি ও তোমাদের মাঝে এটিই বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে তারা তাদের ক্বওমের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনও আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করলেন, 'আপনি বলুন, আমার কাছে এ মর্মে অহি পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একদল মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে' *(জিন ১)*।[৪]

২. হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর উগ্র মেযাজ, রূঢ় প্রকৃতি ও বীরত্বের জন্যে তদানীন্তন আরব সমাজে বেশ পরিচিত ছিলেন। তাঁর হাতে দীর্ঘকাল মুসলমানগণ নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাস যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হ'ত। তাঁর অবস্থা দৃষ্টে মনে হ'ত, দুই বিপরীতমুখী অনুভূতি যেন তাঁর হৃদয় রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ-প্রমোদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের ঈমান ও আক্বীদাহ এবং বিপদাপদে তাঁদের ধৈর্যধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁর হৃদয়ের গহীন অরণ্যে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হ'ত। তিনি এটাও মনে করতেন যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথে চলার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, সম্ভবত সেটাই অন্যান্য মত ও পথ থেকে উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এজন্য প্রায়শই তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেন।[৫]

যাহোক তাঁর এরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। অবশেষে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর হৃদয়ে কুরআনের প্রভাব গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল। তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, صليت وراء عمر فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف – 'আমি ওমর (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায়কালে তিন কাতারের পিছন থেকে তার ক্রন্দন শুনেছি'।[৬] অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ বিন শেদাদ বলেন, سمعت نشيج عمر وانا فى آخر الصفوف فى صلاة الصبح وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ : إنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ إِلَى اللّٰهِ–

'আমি ফজর ছালাত আদায়কালে শেষ কাতার থেকে তাঁর (ওমর) ক্রন্দন শুনেছি। তখন তিনি সূরা ইউসুফ পাঠ করতে করতে 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করছি' (ইউসুফ ৮৬)-এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন।[৭] এক্ষণে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই যে, কিভাবে ইসলামের এককালের ঘোর শত্রু ওমর (রাঃ)-এর মন-মগজে কুরআন এত গভীর প্রভাব বিস্তার করল? কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

৪. *বুখারী শরীফ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৬/৩৮২-৮৩ পৃঃ।*

৫. *মুহাম্মাদ আল-গাযালী, ফিক্বহুস সীরাহ (কায়রোঃ দারুর রায়য়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ১২৪-১২৫; শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুস সালাম, ১৯৯৩ ইং), পৃঃ ১০২।*

৬. *আবু নু'আইম ইসপাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৯৯৭ ইং), ১/৮৮ পৃঃ।*

৭. *ডঃ ফাহ্দ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আর-রূমী, খাছায়িছুল কুরআনিল কারীম (রিয়াযঃ মাতাবিউল বুকায়রিয়াহ, পঞ্চম সংস্করণঃ ১৪১০ হিঃ), পৃঃ ১০৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ-

'আল্লাহ উত্তম বাণী (কুরআন) নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই' *(যুমার ২৩)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে' *(আনফাল ২)*।

৩. প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী যুগের সেতুবন্ধন রূপে আবির্ভূত হয়ে যে কয়জন সুপ্রসিদ্ধ কবি সঙ্গীত ঝংকার ও কল্পনা সৌন্দর্যে মনের উপর কোন মোহাবেশ সৃষ্টি না করেও, কেবল অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও ব্যাকুলতায় কাব্যের নিগূঢ় আবেদনকে পাঠক চিত্তে সংক্রামিত করে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন, মহাকবি লাবীদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।[৮]

তিনি প্রাক-ইসলামী যুগে 'সাব'আহ মু'আল্লাক্বাহ' (ঝুলন্ত গীতিকা সপ্তক/Seven hunged poetry) -এর অন্যতম কবি ছিলেন। R.A. Nicholson বলেন, "The Muallaqat, which is the title given to a collection of seven odes by Imraul Qays, Tarafa, Zuhayr, Labid, Antara, Amr b. kulthum and Harith b. Hilliza."[৯]

লাবীদ যখন কবি খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন, প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে যখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত ছিলেন, সেই সময় তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মের আহ্বান আসে। প্রায় শতবর্ষ বয়সে কবি লাবীদ তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি কুরআন শরীফের এই সমস্ত আয়াতের আবৃত্তি শ্রবণ করেন- 'তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন আর তাদের ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ হ'তে মুষলধারে বারি বর্ষণের ন্যায়, যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রধ্বনি শ্রবণে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা সম্যক দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহ'লে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়েই সর্বশক্তিমান। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমারা সংযমী হও' *(বাক্বারাহ ১৬-২১)*।

কুরআন শরীফের অনুপম ভাষা, অপূর্ব আলংকারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবীদকে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে, তখনই তিনি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন।[১০]

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর অশীতিপর এই বর্ষীয়ান কবির মানসপটে কুরআন এমনই সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তিনি একরূপ কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটিমাত্র কবিতা রচনা করেন। আর তা হ'ল-

ماعاتب المرء اللبيب كنفسه × والمرء يصلحه الجليس الصالح

'জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তার বিবেকের ন্যায় আর কিছুই এত ভর্ৎসনা করে না। আর সৎ সঙ্গই পারে মানুষকে সংশোধন করতে'। অবশ্য কারু মতে সে কবিতা হ'ল-

الحمد الله الذى لم يأ تينى أجلى × حتى لبست من الإسلام سربلا

'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র যিনি আমাকে ইসলামের ভূষণ পরিধান করার পূর্বে মৃত্যু দান করেননি'।[১১]

৮. *মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন আরবী কবিতা (কলিকাতাঃ প্রকাশনালয়ের নামবিহীন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২০; মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের কাব্যচর্চা* (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ইং), *পৃঃ ১২৩।*

৯. *R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (London: Cambridge University press, 1969), p. 128.*

১০. *প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৩-১২৪।*

১১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৬/৪ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

খলীফা ওমর (রাঃ) কাব্যজগতে ইসলামের প্রভাব কিরূপ তা জানার জন্য কবিদের প্রতি নতুন কবিতা পাঠাবার আদেশ জারি করলে লাবীদ (রাঃ) তার উত্তরে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত উপস্থিত করে বলেন, 'যাবতীয় কবিতাই মিটমিটে প্রদীপ আর আল্লাহ্র কালামই যথার্থ তেজপূর্ণ সূর্য'।[১২] এ প্রসঙ্গে R.A. Nicholson বলেন, "On accepting Islam he abjured poetry saying, God has given me the koran in exchange for it."[১৩]

এক্ষণে আমাদের ভেবে দেখা দরকার কিভাবে লাবীদ (রাঃ)-এর মত উঁচুদরের কবিও কুরআনের সম্মোহনী শক্তি বলে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন? লাবীদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রভাব বিস্তার ক্ষমতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। এজন্য আমরা দেখি পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেল (Sale)-এর মত সমালোচকও কুরআনের সম্মোহনী শক্তি স্বীকার করে বলতে বাধ্য হয়েছেন, "I will mention but one instance out of several, to show that this book was really admired for the beauty of its composure by those who must be allowed to have been competent judges. A poem of Labid-Rabia, one of the greatest wits in Arabia in Mohammad's time etc." অর্থাৎ 'বহু সুদক্ষ সমালোচক এই গ্রন্থের রচনা মাধুর্যে প্রকৃতই যে বিমুগ্ধ হয়েছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণের মধ্যে আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত (লাবীদের ইসলাম গ্রহণ) উল্লেখ করব'।[১৪]

[চলবে]

১২. *শাইখ শরফুদ্দীন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন যুগ (ঢাকা-১ঃ হালীমা বেগম ২/এ, মুনীর হোসেন লেন, ১৯৮১ ইং), পৃঃ ৬১।*

১৩. *A Literary History of the Arabs, p. 119.*

আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-র জন্য আলিম (মুজাব্বিদ) পাস একজন ক্বারী ও হাফেয আবশ্যক। ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদনকারীকে একত্রে হাফেয ও ক্বারী হ'তে হবে। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে দরখাস্ত পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩১শে মে ২০০১ইং। সাক্ষাৎকারঃ ৭ই এপ্রিল ২০০১ সকাল ১০টা।

অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বিশ্ব শান্তির জন্যই ইসলামের নবজাগরণ যরূরী

*অধ্যাপক ডঃ এম, এ, মান্নান**

অনুবাদঃ শাহাদাৎ হোসেন খান

মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদান অসামান্য। মানুষের মঙ্গল সাধনই ইসলামের মূলমন্ত্র। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আমাদের মাঝে বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলাম সব যুগে মানবতার সেবা করেছে। আমরা মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদান নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই।

ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলামঃ

ইসলাম সম্পর্কে শুধু পাশ্চাত্যে নয়, অনেক মুসলিম দেশেও বিরাট ভুল ধারণা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলামের ইতিহাসে কুরআনের এ শিক্ষাই মুসলমানদের পথ নির্দেশ করেছে। স্পেন ও ভারতে শত শত বছর মুসলিম শাসনামলে এবং পূর্ব ইউরোপে ৫শ' বছরের অটোমান শাসনামলে সকল মুসলিম শাসক ধর্ম সম্পর্কে কুরআনের এ শিক্ষাকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেন।

মুসলিম শাসনামলে সংখ্যালঘুদের উন্নতিঃ

স্পেন, ভারত ও ইউরোপে মুসলিম শাসনামলে সংখ্যালঘুদের উন্নতি ঘটে। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপে সংখ্যাগুরু খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের শাসনে সংখ্যালঘুরা নিপীড়িত হচ্ছে। স্পেনে মুর মুসলমানদের আমলে খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেছে। মুসলমানদের উদারতার সুযোগে খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা ভেতরে ভেতরে নিজেদের ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুত করেছে। মুর মুসলমানদের আমলে স্পেনে সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। দেশটিতে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু স্পেনের মুসলমানরা এ অগ্রগতি ধরে রাখতে পারেনি। সামরিক দুর্বলতার জন্য স্পেনের মুসলমানরা হয়ত ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, নয়ত খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। একইভাবে ফিলিস্তীনী মুসলমানরাও তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। মুসলমানরা নয়, খ্রিষ্টানরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে। মুসলমানরা ৮শ' বছর ভারত শাসন করেছে। কিন্তু তারা ছিল ভারতে সংখ্যালঘু। মোগল সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন একজন অমুসলিম। ছূফী সাধকরা বঙ্গদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার করেছেন।

* *অর্থনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

কোথাও তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করা হয়নি। বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এ অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মুসলিম শাসনে সংখ্যালঘুরা শান্তিতে বসবাস করলেও অমুসলিম শাসনে মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। আমি এখানে যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা তুলে ধরছি, এর লক্ষ্য অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন ধর্মের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকানি দেয়া নয়। আমি বরং এ কথাই বলতে চাই যে, একজন সত্যিকার মুসলমানকে অবশ্যই অমুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার এবং তাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার জন্য মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমার মতে, অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের এটাই সর্বোত্তম উপায়।

দারিদ্র্যের বিশ্বায়নঃ

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতনের পর স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে এখন পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের বিশেষ করে ইসলামের সংঘাতে বিশ্ব রাজনীতিতে নয়া অধ্যায় এবং নব্য উপনিবেশবাদের সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছে। ইউরোপে আদর্শিক বিভাজন বিদূরিত হওয়ায় সেখানে রোমান ক্যাথলিক, অর্থোডক্স খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজন পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা অভিন্ন ইতিহাসের অংশীদার। সামন্তবাদ, রেনেসাঁ, রিফরমেশন মুভমেন্ট, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, অটোমান ও জার সাম্রাজ্যে বসবাসকারী অর্থোডক্স খ্রিস্টান ও মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। এ কারণে এরা পাশ্চাত্যের করুণার পাত্রে পরিণত হয়। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় পাশ্চাত্য প্রাচ্যের অনুন্নত মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে তাদের পণ্য বিক্রির জন্য বাজার খুঁজতে শুরু করে। বস্তুত বিশ্বায়ন মুসলিম দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করার একটি নয়া ব্যবস্থায় পর্যবসিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখনও অবাধ বাজার অর্থনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির সাফাই গাওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে ৫ থেকে ৬টি বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একটি কোম্পানী বিশ্ব রফতানী বাণিজ্যের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিমা মূল্যবোধকে 'সার্বজনীন' হিসাবে প্রচারণা চালানোর জন্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এতে বিত্তশালী দেশগুলোর ক্ষমতার ঔদ্ধত্যই প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উদার নৈতিকতাবাদ, মানবতাবাদ, সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইন, গণতন্ত্র, অবাধ বাজার এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা শুধু ইসলাম নয়, কনফুসীয়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেরও পুরোপুরি পরিপন্থী। স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের, গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের, পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, কর্তৃত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার, দায়িত্বের সঙ্গে অধিকারের এবং সাম্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলামী সভ্যতার একটি ভিন্নতর ধারণা রয়েছে। প্রচার মাধ্যম ও ভ্রমণের কল্যাণে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ছে এবং এভাবে বিভিন্ন সভ্যতায় সচেতনতা জোরদার হচ্ছে। এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকজন তাদের নিজস্ব পরিচিতি ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ফলে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ছে। অধিকাংশ ধর্ম, জাতি রাষ্ট্রের শূন্যতা স্থান পূরণ করছে।

একবিংশ শতাব্দীতে সার্বজনীন মানবিক দায়িত্বের ঘোষণাঃ

পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মতবাদ এবং ফরাসী বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত।' কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মানুষকে শেখানো হচ্ছে যে, 'মানুষ কিছু দায়-দায়িত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।' পিতা-মাতা, সমাজ, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। মুসলিম দেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ভর্তুকি দিতে হয়। কোথাও কোথাও অবৈতনিক শিক্ষারও সুযোগ রয়েছে। কিন্তু গরীব দেশগুলোতে সরকারী আনুকূল্য নিয়ে শিক্ষা লাভকারীরা দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে একজন মেডিকেল ছাত্রকে মাসে মাত্র ১ ডলার ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সে ডাক্তারী পাস করার পর পাশ্চাত্যে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য বিশ্ব সামান্য বেতনে আমাদের মেধাগুলো কিনে নেয়। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে সার্বজনীন মানবিক দায়িত্ব ঘোষণা করা প্রয়োজন।

একই ধরনের প্রচেষ্টা পরিহারঃ

একবিংশ শতাব্দী ভবিষ্যতের প্রতি আরও কার্যকরভাবে সাড়াদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পরিবর্তনশীল সময় কেবলই অনিশ্চয়তা ডেকে আনছে। সুতরাং এ অনিশ্চয়তা দূরীকরণে যৌথ কর্মপরিকল্পনা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। একটি ইসলামী যরূরী কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠার বিষয়কে

http://islaminonesite.wordpress.com

অগ্রাধিকার দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সহযোগিতা এবং কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে মুসলিম দেশগুলোর সীমিত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সমন্বয়হীন প্রচেষ্টা অথবা একই ধরনের প্রয়াস চালিয়ে সম্পদের অপচয় রোধ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না। সুতরাং এ ধরনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা এড়িয়ে যেতে হবে। হুবহু প্রচেষ্টা পরিহারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বিত গ্রুপিংয়ের অভিজ্ঞতাকে সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুফল সংহত করার প্রয়োজন স্পষ্টরূপে অনুভূত হচ্ছে। এ পর্যন্ত যেসব প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় করা দরকার।

অধিকতর অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে অপারেশনাল কৌশলের একটি অংশ হিসাবে মুসলিম দেশের অর্থনীতিগুলোর সম্পূরক পরিচিতির একটি প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যেমনঃ (১) উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি, (২) উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের ব্যর্থতা, (৩) উত্তর গোলার্ধে ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণবাদী প্রবণতা, (৪) দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল দেশগুলোর বহিঃসম্পদের প্রবাহ হ্রাস, (৫) ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা, (৬) উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমন্বিত গ্রুপিংয়ের প্রান্তিক প্রভাব। নয়া কৌশল নির্ধারণে এসব বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

ইসলামী দেশগুলোর সম্পদ মজুদ করে রাখার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে পিপলস অ্যাকশন প্ল্যানকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত করা যেতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক জোটকে মুকাবিলা করার জন্য নয়; বরং মুসলিম দেশগুলোর বৈধ স্বার্থ এবং সকল মানবজাতির কল্যাণে এ পিপলস অ্যাকশন প্ল্যানকে সমন্বিত করতে হবে।

বেসরকারী খাতে ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংকঃ

বিশ্বব্যাপী সামাজিক সঞ্চয়, সামাজিক মূলধন ও বিনিয়োগের জন্য বেসরকারী খাতে 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংক' বা বিশ্ব সামাজিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত যরূরী। জেদ্দাভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) আমাদের সময়ের একটি বিরাট ঘটনা। আইডিবিকে সদস্য দেশগুলোর সরকারের মাধ্যমে কাজ করতে হয় বলে এর বিরাট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু এর প্রভাব সীমিত। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে দরিদ্রতাকে একটি ব্যবসা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুবই দুঃখজনক যে, বৃটিশ ধাঁচের প্রচলিত ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং বাংলাদেশে শুধু দরিদ্রতাই বৃদ্ধি করছে। ইতিহাসে আর কখনও এত মুষ্টিমেয় লোক এত লোককে শোষণ করেনি। অধিকাংশ দেশের সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংগঠন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে আপামর জনগণের দরিদ্রতাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করেছে। বেসরকারী খাতে উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণকে সংগঠিত করার সময় এসেছে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রস্তাবিত 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংক' দরিদ্রতাকে আন্তর্জাতিকীকরণে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলো অবশ্যই নিরসন করবে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক অবকাঠামোর অগ্রগতির জন্য সামাজিক বিনিয়োগ গঠন করবে। এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিল যোগাতে মুসলিম উম্মাহ্‌র বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। 'ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংক' মানবতার মুক্তির নতুন দ্বার খুলে দেবে। এসব মুক্তির মধ্যে রয়েছে সামাজিক অবিচার, অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে মুক্তি। নিম্নোক্ত ৮টি শর্ত পূরণ করা হ'লে মানবতা মুক্তি পেতে পারে। সেগুলো হচ্ছেঃ

(ক) প্রতিটি দেশকে মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কমপক্ষে ১ কোটি পারিবারিক ক্ষমতায়ন ঋণ কর্মসূচী চালু করা।

বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) পুরুষবিদ্বেষী নারী, ধনী বিরোধী গরীব এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্কহীন শিশুদের ঋণ দিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণদান কর্মসূচী পরিণামে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ এবং আমাদের সমাজের মৌলিক বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। সুতরাং ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংকের প্রধান কাজ হবে পারিবারিক ক্ষমতায়ন ঋণ কর্মসূচী গ্রহণ করা। এটা স্বীকার করতে হবে যে, দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত লাভজনক হ'তে পারে।

(খ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে সহায়তাদানের জন্য নগদ ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে ২০১০ সাল নাগাদ ১শ' কোটি মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন এবং আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

১৯৯৮ সালে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক দ্বিতীয় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ফোরামে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে ২০১০ সাল নাগাদ নগদ ওয়াক্‌ফওয়া সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে ১শ' কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন এবং বিশ্ব জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালানো উচিত। ঢাকাস্থ সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ইসলামী বিশ্বের সামাজিক মূলধন অবকাঠামোকে সহায়তাদানের জন্য ওয়াক্‌ফ সার্টিফিকেট বিক্রি করে তহবিল গঠন করেছে। ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংক এ ব্যাপারে সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। বিশ্বে ৩শ' কোটি লোকের আয় দৈনিক ২ ডলারের কম, ১শ' ৩০ কোটি লোক বিশুদ্ধ খাবার পানি পায় না, ১৩ কোটি শিশু

http://islaminonesite.wordpress.com

স্কুলে যায় না এবং অনাহারজনিত রোগে প্রতিদিন ৪০ হাযার শিশু মারা যায়। চিকিৎসার অভাব, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সামাজিক বঞ্চনার জন্য কোটি কোটি মহিলা ও মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও গবেষণা এবং আপামর জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্তর আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হয়েছে। মানব ও সামাজিক মূলধন অবকাঠামোর অভাব, উপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, লাগামহীন দুর্নীতি এবং অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণা খাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় অঙ্গীকারের অভাব ১শ' কোটির বেশী মুসলমানের অর্ধেককে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। মুসলিম দেশগুলো গড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ৪ শতাংশ এবং প্রতিরক্ষা খাতে ৭ শতাংশ ব্যয় করে থাকে। মুসলিম বিশ্বে সবমিলিয়ে ৪ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে খুব কম মুসলিম দেশই মৌলিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম লোক নিয়োজিত রয়েছে।

নগদ ওয়াক্বফকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে মানুষের মুক্তির একটি উপায় হিসাবে দেখা যেতে পারে। নগদ ওয়াক্বফ সার্টিফিকেট ক্রয় ও বিক্রয় তরল সম্পদ হস্তান্তরে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বিশ্বে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগ স্থাপন করে এবং মুসলিম পরিচিতি প্রকাশের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় এবং মুসলিম উম্মাহ পুনর্গঠনে সাহায্য করে এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করে। সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলিম স্বেচ্ছাবেসী সংগঠনের একটি কনফেডারেশন গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারী খাতের উদ্যোগকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

ইসলামের ইতিহাসে ওয়াক্বফ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে অবশ্যই ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তুরস্কই সম্ভবত একমাত্র দেশ, যার ওয়াক্বফ প্রশাসনের দীর্ঘতম ইতিহাস রয়েছে। অটোমান যুগে সেখানে ওয়াক্বফ প্রশাসন উন্নতির শীর্ষ শিখরে পৌঁছে। এক হিসাবে জানা গেছে যে, ১৯২৫ সালে তুরস্কে মোট চাষাবাদযোগ্য জমির তিনভাগই ছিল ওয়াক্বফ। ১৯২৪ সালে ওয়াক্বফ প্রশাসন বিলুপ্ত করা হয়। তবে ১৯৮৩ সালে একটি ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পে ওয়াক্বফ সম্পদ নিয়োগে একটি ওয়াক্বফ ব্যাংক ও ফিন্যান্স করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আলজেরিয়ায় চাষাবাদযোগ্য জমির অর্ধেক ওয়াক্বফ করে দেয়া হয়। ১৮৮৩ সালে তিউনিসিয়ায় এক-তৃতীয়াংশ, ১৯২৮ সালে তুরস্কে তিন-চতুর্থাংশ, ১৯৩৫ সালে মিসরে এক-সপ্তমাংশ এবং ১৯৩০ সালে ইরানে প্রায় ১৫ শতাংশ আবাদযোগ্য জমি ওয়াক্বফ খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। ওয়াক্বফ খাতের আওতায় এত বিপুল পরিমাণ জমি ন্যস্ত হওয়ায় অনেক দেশ বহু সংস্কার সাধনে সক্ষম হয়েছে। ভারত বিভক্তির আগে ১৯২৩ সালে মুসলমান ওয়াক্বফ আইন পাস হওয়ায় ভারতে ওয়াকফের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। উপমহাদেশ বিভক্তির পর তদানীন্তন পাকিস্তানে ওয়াক্বফ সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য বেশ কিছু আইন ও অধ্যাদেশ ঘোষণা করা হয়। সেসব আইন ও অধ্যাদেশই বাংলাদেশে চালু রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় থেকে এটা স্পষ্ট যে, নগদ ওয়াক্বফ সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে প্রস্তাবিত ওয়ার্ল্ড সোশ্যাল ব্যাংকের জন্য ১শ' কোটি মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়।

(গ) যৌথ উদ্যোগে ইসলামী উম্মাহ করপোরেশন প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম দেশগুলোর জন্য সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কর্মসূচী চালু করতে হবে। এসব ব্যাংকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে খুবই কম। অন্যদিকে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকবে সর্বোচ্চ।

(ঘ) মুসলিম ও অমুসলিম লেখকদের সাহিত্যকর্মের ব্যাপক অনুবাদ ও যৌথ গবেষণা, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষাক্রম উদ্ভাবন, পাঠ্য পুস্তক পুনর্লিখন প্রভৃতি কাজের জন্য এডুকেশন ট্রাস্ট স্থাপন অথবা বিশেষ পদক প্রবর্তন করতে হবে।

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

(চ) অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি বিষয়ক নয়া পাঠ্য বই পুনরায় লিখতে হবে।

(ছ) ইসলামী ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইনফরমেশন সিস্টেম নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

(জ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের সমকালীন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান হচ্ছে মানবজাতির একটি উত্তরাধিকার। স্পেন, ভারত এবং অন্যান্য স্থানে মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটলে সভ্যতার সংঘাত দেখা দেবে না। কারণ, ইসলাম সংঘাত নয়, মানবতার মুক্তিতে বিশ্বাস করে। ইতিহাস সে কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতা হাযার বছর ধরে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিরাট অবদান রেখেছে এবং এভাবে ইসলাম বিশ্বশান্তিতে একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

[প্রবন্ধটি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০০০ তারিখে 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফোরাম ফর সায়েন্স, টেকনোলজি এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' অনুষ্ঠানে পঠিত]

॥ সংকলিত ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অর্থনীতির পাতা

ইসলামী বীমাঃ বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি

*-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

১. প্রচলিত বীমার বিরুদ্ধে ইসলামের আপত্তিঃ

বীমা পদ্ধতি যেভাবে বর্তমানে চালু রয়েছে তা মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিপদ-মুছীবত ও আকস্মিক দুর্যোগ মুকাবিলা ও সন্তান-সন্ততিদের জন্যে নিরাপদ ভবিষ্যত তৈরীর ক্ষেত্রে ইসলামে কোন আপত্তি নেই। স্বয়ং রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেছেন, "তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকদের উপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে স্বচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভাল" *(বুখারী)*।

আপাতঃদৃষ্টিতে প্রচলিত সুদভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা ভবিষ্যত প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে একটি স্বেচ্ছাধীন সঞ্চয়ী ব্যবস্থা বলেই মনে হয়। কিন্তু এতে এমন পাঁচটি মৌলিক শরীয়ত বিরোধী উপাদান রয়েছে, যার অপনোদন বা প্রতিবিধান না ঘটলে মুসলমানদের পক্ষে ঈমান-আক্বীদা বজায় রেখে এই বীমা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। শরীয়ত বিরোধী এই উপাদানগুলি হচ্ছেঃ (১) আল-গারার, (২) আল-মায়সির, (৩) আর-রিবা, (৪) শরীয়ত বিরোধী উত্তরাধিকারী/নমিনী মনোনয়ন এবং (৫) প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্ত।

১. আল-গারার (অজ্ঞতা/অনিশ্চয়তা)ঃ প্রচলিত বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহীতা বীমা কোম্পানীর (সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই) সাথে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার পলিসি গ্রহণের চুক্তি সম্পন্ন করার পর সেই টাকা অনেকগুলি সমান কিস্তিতে প্রিমিয়াম হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে জমা দিয়ে থাকেন। এমন ক্ষেত্রে কখনো কখনো কয়েকটি প্রিমিয়াম জমা দেওয়ার পর বীমা গ্রহীতা দুর্ঘটনা কবলিত হ'লে বা মৃত্যুবরণ করলে বীমা কোম্পানী পলিসির চুক্তি মোতাবেক পুরো টাকাটাই বীমা গ্রহীতা বা তার নমিনীকে প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই টাকা কোথা থেকে কিভাবে প্রদান করা হ'ল তা বীমা গ্রহণকারীর কাছে একেবারেই অজানা বা অজ্ঞাত থাকে। প্রচলিত সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা উভয় ক্ষেত্রেই এই অজ্ঞতা বা অনিশ্চয়তার উপাদান বিরাজমান রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'আল-গারার'।

২. আল-মায়সির (জুয়া)ঃ বীমার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জীবনবীমার ক্ষেত্রে 'আল-গারার' বিদ্যমান থাকার কারণেই জুয়ার বা আল-মায়সির-এর উদ্ভব ঘটে। উদাহরণতঃ যখন জীবনবীমার কোন পলিসি গ্রহীতা তার বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন তখন চুক্তিবদ্ধ প্রিমিয়ামের আংশিক পরিশোধ করা হ'লেও তার নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অর্থের পুরোটাই পেয়ে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জুয়া। এই অর্থ প্রদানের জন্যে অন্য সকল বীমা গ্রহীতার কাছ থেকে না কোন অর্থ চাঁদা আকারে গ্রহণ করা হয়, না এ ব্যাপারে তাদের কোন সম্মতি গ্রহণ করা হয়।

৩. আর-রিবা (সুদ)ঃ প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলির কার্যক্রমে সুদের লেনদেন, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে, যা 'শরী'আহ' আইন ও অনুশাসনের পরিপন্থী বলে মুসলিম ফক্বীহগণ সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন।

৪. শরীয়ত বিরোধী উত্তরাধিকারী/নমিনী মনোনয়নঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আন-নিসায় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত এবং তাদের হক্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। কিন্তু বীমার নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা প্রায়শঃ মানা হয় না। বীমা গ্রহীতা তার ইচ্ছামাফিক যেকোন ব্যক্তিকে নমিনী নির্ধারণ করতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করে কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত নমিনী করে যাওয়ার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটা আদল ও ইহসান বিরোধী।

৫. প্রিমিয়াম প্রদানের বিদ্যমান শর্তঃ বিদ্যমান বীমা আইনে (জীবনবীমা ব্যতীত) বীমা পলিসি কার্যকর হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। এই মেয়াদের মধ্যে একটি প্রিমিয়ামও যদি কোন কারণে অনাদায়ী থাকে তাহ'লে বীমা গ্রহীতা ঐ সময় পর্যন্ত যত টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে দিয়েছেন তার পুরোটাই মার যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থায় বীমা কার্যকর হওয়ার জন্যে ন্যূনতম দুই বছর প্রিমিয়াম জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোন বীমা গ্রহীতা যদি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম জমা দেন, তাহ'লে তাকে এজন্যে দু'বছরে মোট আটটি কিস্তি জমা দিতে হবে। কিন্তু তিনি যদি সাতটি কিস্তি জমা দেওয়ার পর বাকী কিস্তিটির প্রিমিয়াম কোন কারণে জমা দিতে না পারেন, তাহ'লে ঐ পলিসিটি কার্যকর বলে গণ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট বীমা গ্রহীতা, তার নমিনী বা তার উত্তরাধিকারী কোন কিছুই পাবেন না। অর্থাৎ বীমা গ্রহীতার মূলধনই খোয়া যাবে। এটা আদল ও ইহসান দু'য়েরই পরিপন্থী।

২. ইসলামী তাকাফুলঃ

উপরোক্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ ও ইসলামে গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদনযোগ্য একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থার সন্ধানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ, অর্থনীতিবিদ ও বীমা বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সামর্থ হয়েছেন। মুসলিম ফিক্বাহবিদগণ

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আক্বীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কৌশল সুপারিশ করেছেন। এরই নাম ইসলামী তাকাফুল।

ইসলামী পরিভাষায় 'তাকাফুল' অর্থ যৌথ জামিননামা বা সামষ্টিক নিশ্চয়তা। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকাফুল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সদস্য গ্রুপের যৌথ নিশ্চয়তার অঙ্গীকার, যা দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য বা সদস্যদের ক্ষতিপূরণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। গ্রুপের সদস্যগণ এমন একটি যৌথ নিশ্চয়তার চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যাতে কোন সদস্য দুর্ঘটনা বা দুর্যোগের শিকার হ'লে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি হচ্ছে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। এই পদ্ধতিতে গ্রুপের সদস্যগণ তাদেরই কোন একজনের বিপদে সাহায্য করার জন্যে সকলেই একযোগে এগিয়ে আসেন একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক। তাই ইসলামী তাকাফুল একই সঙ্গে একটি সহায়তামূলক ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং এক মুমিন ভাইয়ের আপদকালে তার তাৎক্ষণিক সাহায্যে এগিয়ে আসার গোষ্ঠীবদ্ধ উপায়ও বটে।

৩. ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ বিদ্যমান সুদী বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের জন্যে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছেন সেগুলি এক কথায় যুগান্তকারী, অনবদ্য ও বীমা গ্রহীতার স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে খুবই বলিষ্ঠ ও কার্যকর। এসব পরিবর্তন ও সংযোজনই ইসলামী তাকাফুল বা বীমা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত। বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমেঃ-

১. বীমা গ্রহীতাগণকে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের মতই বিবেচনা করা হবে, যেন তারা কোম্পানীর মুনাফা বা নীট উদ্বৃত্তের অংশীদার হ'তে পারেন।

২. কোন নির্দিষ্ট বছরে বীমা গ্রহীতাগণ যে প্রিমিয়াম প্রদান করেছেন তাতে যদি কোম্পানীতে তাদের অংশের লোকসান পূরণ না হয় তাহ'লে তারা অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৩. কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেকটরস-এ বীমা গ্রহীতাগণের পক্ষ হ'তে পর্যাপ্ত প্রতিনিধি থাকবেন এবং তারা কোম্পানীর নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে সকল হিসাব পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রাখবেন।

৪. কোম্পানী তার তহবিল শরীয়ত সম্মত উপায়ে বিনিয়োগ করবে। শরীয়ত নিষিদ্ধ ও সুদের সংশ্রব রয়েছে এমন কোন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কার্যক্রমে কোন অর্থ বিনিয়োগ বা লেনদেন করা চলবে না।

৫. বীমা প্রতিষ্ঠানটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই একটি শরীয়ত সুপারভাইজারী বোর্ড/কাউন্সিল থাকবে। শরীয়তের আলোকে প্রতিটি কাজ তদারকী করা তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হবে।

৬. ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থায় পলিসি গ্রহীতা শরীয়তের বিধান মোতাবেক নমিনী বা মনোনীত ব্যক্তি নির্ধারণ করবেন। শরীয়ত বিরোধী নমিনী মনোনয়ন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৭. বীমা কোম্পানী দু'টি পৃথক ও সুস্পষ্ট হিসাব (Accounts) রক্ষা করবেঃ (ক) শেয়ারহোল্ডারদের হিসাব ও (খ) পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব। পলিসি গ্রহীতাদের হিসাবে তাদের জমাকৃত প্রিমিয়াম, চাঁদা এবং তাদের তহবিল বিনিয়োগ করার ফলে অর্জিত মুনাফায় তাদের যে অংশ সবই জমা হবে।

পলিসি গ্রহীতাদের হিসাব থেকে সার্ভিস চার্জ ও দাবী পূরণের পর উদ্বৃত্ত হ'তে প্রয়োজনীয় রিজার্ভ আলাদা রেখে অবশিষ্ট অর্থ তাদের মধ্যেই পুনঃবন্টিত হবে। যদি কখনো কোন ঘাটতি দেখা দেয় তাহ'লে তা সাধারণ রিজার্ভ তহবিল হ'তে পূরণ করা হবে। অবশ্য যদি কোন সাধারণ রিজার্ভ তহবিল না থেকে থাকে অথবা থাকলেও সেই তহবিল ঘাটতি পূরণের জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত না হয় তাহ'লে শেয়ারহোল্ডারদের রিজার্ভ ও মূলধন হ'তে তা ক্বরযে হাসানা আকারে গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে পলিসি গ্রহীতাদের হিসাবে উদ্বৃত্ত হ'লে তা থেকে প্রথমেই এই ক্বরযে হাসানা পরিশোধিত হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোনক্রমেই পলিসি গ্রহীতাদের তহবিল বা উদ্বৃত্ত গ্রহণ করতে পারবে না। শেয়ার মূলধন বিনিয়োগ হ'তে উপার্জিত আয় শেয়ার হোল্ডারদের একাউন্টেই দেখানো হবে এবং চলতি ব্যয় ও অন্যান্য দাবী পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত অর্থ তাদের মধ্যেই বন্টিত হবে।

৮. একটি যাকাত বা ছাদাক্বা তহবিল গঠিত হ'তে হবে। শেয়ার মূলধন, রিজার্ভ ও মুনাফা হ'তে প্রতি বছর ২.৫% হারে গ্রহণ করে এই তহবিলে জমা করা হবে। পলিসি গ্রহীতাদের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের হিসাবের নীট উদ্বৃত্ত হ'তেও বার্ষিক ২.৫% হারে যাকাত আদায় করে এই তহবিলে জমা দেওয়া যেতে পারে। তহবিলটি কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের গৃহীত উপবিধি অনুসারে বোর্ড অব ট্রাষ্টি দ্বারা পরিচালিত হবে।

৪. তাকাফুলের প্রকারভেদঃ

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার মত ইসলামী তাকাফুল বা বীমাও দুই ধরণের। যথাঃ-

ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবনবীমা;

খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমা।

ক. পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমাঃ

পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা মূলতঃ একটি বিনিয়োগ কর্মসূচী, যে বিনিয়োগ বীমা গ্রহীতাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রম

http://islaminonesite.wordpress.com

পরিচালিত হয় দীর্ঘমেয়াদী 'আল-মুদারাবা' নীতি অনুসারে। এর আওতায় কোন ব্যক্তি নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করেন। দীর্ঘদিনের এই সঞ্চয় লাভজনক কাজে বিনিয়োজিত হয় এবং মুনাফা তার হিসাবে জমা হয়। সমুদয় অর্থই বীমা গ্রহীতা ও তার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার কাজে আসে। উপরন্তু এই পরিকল্পনার অধীনে বীমা গ্রহীতাদের কারু মৃত্যু ঘটলে ঐ সদস্যের পরিবারবর্গ বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে বীমা চুক্তির সমুদয় অর্থ ও অর্জিত মুনাফা পেয়ে থাকে। সুতরাং পারিবারিক তাকাফুলের আওতায় নীচে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলি সম্পন্ন হয়ঃ

১. নিয়মিত সঞ্চয় করতে শেখায়।

২. বীমাকারীকে এমন বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে যে বিনিয়োগ ইসলামী শরীয়তসম্মত এবং মুনাফা অর্জনে সক্ষম।

৩. বীমা গ্রহীতার অকালমৃত্যু হ'লে তার উত্তরাধিকারীরা বিশেষ তহবিল (তাবাররু) হ'তে ক্ষতিপূরণ লাভ করতে পারে।

খ. সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমাঃ

সাধারণ তাকাফুল বা ইসলামী সাধারণ বীমার আওতায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ একক বা দলবদ্ধভাবে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের (যেমন কল-কারখানা, গুদামঘর, পণ্য, যানবাহন ইত্যাদি) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডজনিত কারণে ক্ষয়-ক্ষতি বা ধ্বংসের বিপরীতে বীমা সম্পাদন করতে পারেন। ইসলামী জীবন বীমার অনুরূপ এ বীমার চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারিত হয় আল-মুদারাবা নীতির উপর ভিত্তি করে। সাধারণ তাকাফুলের মেয়াদকাল সাধারণতঃ এক বছর। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় পরবর্তী বছরের জন্যে বীমা নবায়ন করা যায়।

সাধারণ তাকাফুলের অধীনে বীমা গ্রহীতা যে প্রিমিয়াম প্রদান করে তার নির্দিষ্ট একটি অংশ 'তাবাররু' হিসাবে গণ্য হয়। দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কারণে বীমা গ্রহীতাদের সম্পদের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে এই তাবাররু ও কোম্পানীর মুনাফার অংশবিশেষ সমন্বয়েই তহবিল গঠিত হয়। সাধারণ তাকাফুল কোম্পানী বীমা তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জন করে তাও ঐ তহবিলে জমা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতেই বীমা কর্তৃপক্ষ ঐ তহবিল থেকেই বীমা গ্রহীতাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। মূলতঃ তাকাফুল কোম্পানী ঐ তহবিলের ট্রাষ্টি হিসাবে কাজ করে। ক্ষতিপূরণ প্রদান তাকাফুল পদ্ধতির অভিন্ন লক্ষ্য হ'লেও সাধারণ তাকাফুলে পারিবারিক তাকাফুলের অনুরূপ সঞ্চয়ের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে না।

তবে এই বীমার অধীনে বীমা গ্রহীতা যদি কোন ক্ষতিপূরণ দাবী না করেন এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার আনুষঙ্গিক খরচ বাদে বীমা গ্রহীতার একাউন্টে যদি উদ্বৃত্ত অর্থ (মুনাফাসহ) জমা থাকে তাহ'লে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে মুদারাবার নীতি অনুসারে পূর্ব নির্ধারিত আনুপাতিক হারে (যথা ৬ঃ৪, ৫.৫ঃ৪, ৫ বা ৫ঃ৫) বন্টিত হবে। বীমার মেয়াদকাল শেষে তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রচলিত সুদ-ভিত্তিক সাধারণ বীমা ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থার এইখানেই বিরাট পার্থক্য এবং ইসলামী পদ্ধতি যে বাস্তবিকই একই সঙ্গে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এটা তার প্রকৃষ্ট নযীর।

৫. ইসলামী বীমার কার্যপদ্ধতিঃ

ইসলামী তাকাফুল যেহেতু একটি ইসলামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাই এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক অর্থাৎ আহকাম আল-মু'আমালাহ-র নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী। তাকাফুলের সকল চুক্তি (আকদ) সম্পাদিত হয় মুযারাবা নীতির ভিত্তিতে। এই নীতির ভিত্তিতে গঠিত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থাপনার অধীনে বীমা কোম্পানীর মালিক আল-মুদারিব হিসাবে বীমা গ্রহীতার (ছাহিব আল-মাল) নিকট হ'তে কিস্তিতে যে প্রিমিয়াম গ্রহণ করেন তার নাম 'রাস আল-মাল' বা পুঁজি।

ব্যবসায়িক চুক্তি হিসাবে তাকাফুলে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে যে, কোম্পানী (আল-মুদারিব) কিভাবে বীমা গ্রহীতাদের (ছাহিব আল-মাল) নিকট হ'তে প্রিমিয়াম (রাস আল-মাল) কাজে খাটাবে। তাকাফুলের নিয়ম-নীতি মোতাবেক বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী কোম্পানী উভয়ের দায়-দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে চুক্তি সম্পাদিত হবে। উপরন্তু মুদারাবার নিয়ম অনুসারেই বীমা গ্রহীতাকে তার বিনিয়োগকৃত প্রিমিয়ামের লভ্যাংশ প্রদানের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হবে। উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে এই লভ্যাংশ বন্টনের অনুপাত ৭ঃ৩, ৬ঃ৪, ৫ঃ৫, ৪ঃ৬ অথবা অন্য যে কোন স্বীকৃত অনুপাত হ'তে পারে। তবে সাথী বীমা গ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণে সহায়তা প্রদানের দায়-দায়িত্ব পূরণের পরই কেবল তাকাফুলে মুনাফা বা উদ্বৃত্ত অর্থ বন্টন কার্যকর হয়।

তাকাফুলে যে অভিনব ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে একে পুরো ইসলামী চরিত্র দান করেছে তার নাম তাবাররু বা ডোনেশন। তাকাফুল পদ্ধতির যৌথ জামানত এবং পারস্পরিক সাহায্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলামী তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দেয় প্রিমিয়ামের নির্দিষ্ট একটি অংশ সহযোগীদের দুঃসময়ে দান করার অঙ্গীকারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমা দিয়ে থাকেন। এটাই তাবাররু বা ডোনেশন।

এজন্যেই ইসলামী তাকাফুলে বীমা গ্রহীতাদের একাউন্টে দু'টি ভাগ থাকেঃ (১) পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পি.এ.) এবং (২) পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পি.এস.এ.)। বীমা গ্রহীতার কিস্তির প্রিমিয়ামের প্রায় পুরোটাই পি.এ.-তে জমা হয় শুধুমাত্র সঞ্চয় তথা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে। অবশিষ্ট সামান্য অংশ পি.এস.এ.-তে জমা হয় তাবাররু হিসাবে। চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী কোন বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীদের অথবা দুর্ঘটনা কবলিত খোদ বীমা গ্রহীতাকেই তাকাফুল ফায়দা প্রদান করার জন্যে পি.এস.এ. বা তাবাররুর এই অর্থ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, পি.এ. সঞ্চয় সংগ্রহে ভূমিকা রাখে এবং পি.এস.এ. মৃত্যুজনিত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে পরিশোধযোগ্য একটি পারস্পরিক সাহায্য তহবিল গঠনে ভূমিকা রাখে। তাকাফুল কিস্তির বা প্রিমিয়ামের কত অংশ পি.এ.-তে এবং কত অংশ পি.এস.এ-তে তাবাররু হিসাবে

http://islaminonesite.wordpress.com

জমা হবে তা নির্ধারিত হয় বীমা গ্রহীতার বয়স, অংশগ্রহণের মেয়াদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পুংখানুপুংখ বিচারের ভিত্তিতে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে সাধারণভাবে মূল প্রিমিয়ামের ২% ন্যূনতম তাবাররু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

পারিবারিক তাকাফুল বা ইসলামী জীবনবীমার আওতায় অংশগ্রহণকারীর যদি তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু হয় তাহ'লে বীমা গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ তার তাকাফুল পরিকল্পনা গ্রহণের তারিখ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পারটিসিপেন্টস একাউন্টে পরিশোধিত কিস্তির সমুদয় টাকা এবং কিস্তির বিনিয়োগকৃত টাকার জন্যে প্রাপ্ত মুনাফার অংশও পাবেন। উপরন্তু ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকলে অবশিষ্ট কিস্তিগুলিতে মোট যত অর্থ জমা দিতেন তার সমপরিমাণ অর্থও তার উত্তরাধিকারীগণ পাবেন। বীমা গ্রহীতাদের তাবাররু হিসাবে প্রদত্ত অর্থ দিয়ে গঠিত পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট থেকে বকেয়া কিস্তির সমপরিমাণ এই অর্থ প্রদান করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ সারণী-১ এ মালয়েশিয়ার শিরকত তাকাফুল মালয়েশিয়া সেনদিরিন বেরহাদ-এর অনুসৃত তাকাফুল কিস্তির পি.এ. ও পি.এস.এ.-র হার উল্লেখ করা হ'ল।

সারণী-১

কিস্তিতে প্রদেয় প্রিমিয়ামে পি.এ. ও পি.এস.এ.-র হার

বয়সের গ্রুপ	পারিবারিক তাকাফুলে অংশ গ্রহণের মেয়াদ					
	১০ বছর		১৫ বছর		২০ বছর	
	পি.এ.	পি.এস.এ	পি.এ.	পি.এস.এ	পি.এ.	পি.এস.এ
১৮-৩০	৯৮.০%	২.০%	৯৬.৫%	৩.৫%	৯৫.০%	৫.০%
৩১-৩৫	৯৭.৫%	২.৫%	৯৫.৫%	৪.৫%	৯৩.৫%	৬.৫%
৩৬-৪০	৯৬.৫%	৩.৫%	৯৪.০%	৬.০%	৯১.০%	৯.০%
৪১-৪৫	৯৫.০%	৫.০%	৯১.৫%	৮.৫%	-	-
৪৬-৫০	৯৩.০%	৭.০%	-	-	-	-

উৎসঃ Islami Bank Bangladesh Ltd., *Islamic Banking and Insurance,* Seminar Proceedings (Dhaka, 1990)

অপরদিকে কোন বীমা গ্রহীতা তার সম্পাদিত পারিবারিক তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর জীবিত থাকলে তার নিজস্ব পরিশোধিত প্রিমিয়ামসমূহের মোট টাকা এবং কিস্তির বিনিয়োগকৃত টাকার জন্যে প্রাপ্ত মুনাফার অংশ সবই পাবেন। উপরন্তু তাবাররু বা পি.এস.এ.-তে যে মুনাফা বা নীট উদ্বৃত্ত বন্টিত হয়েছে তাও তিনি পাবেন।

পক্ষান্তরে পারিবারিক তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি কোন বীমা গ্রহীতা তার অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে না চান অথবা কোন কারণে প্রিমিয়াম প্রদানে অপারগ হয়ে পড়েন, তাহ'লে তিনি তার প্রদত্ত কিস্তির মোট অর্থ এবং কিস্তির অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা যা তার পি.এ.-তে জমা হয়েছে সবই পাবেন। তবে তাবাররু হিসাবে (পি.এস.এ.) জমাকৃত অর্থ বা এই হিসাবে অর্জিত মুনাফার অংশ কোন কিছুই তিনি পাবেন না।

৬. বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ

সুদ নির্ভর বীমা পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে ইসলামী পদ্ধতিতে বীমা বা তাকাফুল পরিচালনার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর হ'তেই, অর্থাৎ ১৯৭৫ সালেই। বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা, আইনগত খুঁটিনাটি দূর এবং সর্বোপরি শরীয়ত সম্মত কর্ম ও বিনিয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী বীমা কোম্পানী বা 'শিরকত আল-তাকাফুল আল-ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠিত হ'তে শুরু করে।

বাংলাদেশে ইসলামী পদ্ধতির বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ইতিমধ্যেই এদেশে একাধিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং সাফল্যজনকভাবে কাজ করে চলেছে। ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বা বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার জন্যে জনমত গঠন ও পরিচিতির উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন ইসলামপ্রিয় উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী গঠিত হয় এবং বিধিবদ্ধ কোম্পানী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানায়। আনন্দের কথা, ইতিমধ্যেই গত বছর হ'তে বাংলাদেশে দু'টো ইসলামী বীমা কোম্পানী কাজ শুরু করেছে। এছাড়া একটি পুরাতন সুদী বীমা কোম্পানীও পৃথকভাবে ইসলামী বীমা উইং চালু করেছে।

ইতিমধ্যে ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর সহযোগিতায় কয়েকটি ব্যাচে ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় পাঁচশত আগ্রহী ব্যক্তিকে ইসলামী তাকাফুল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সুতরাং আশা করা যায়, ইসলামিক তাকাফুল কোম্পানী বিধিবদ্ধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ শুরু করতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে সমস্যায় পড়বে না। বরং দেশের কোটি কোটি ইসলামপ্রিয় জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে ইসলামী ব্যাংকের মতই সাফল্যের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থ হবে।

[দু'য়ের অধিক ইসলামী বীমা কোম্পানী আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে কাজ শুরু করেছে। সেখানকার শারী'আহ বোর্ডে দেশের সুপরিচিত অনেক আলেমের নাম দেখা যায়। কিন্তু ঐসব বীমা কোম্পানীগুলি ইসলামী তাকাফুল-এর উপরে বর্ণিত নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করেন কি-না, সেবিষয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। কারণ এঁদের বক্তব্য যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি এসবের পরিচালনা পরিষদে কোন খ্যাতনামা ও নির্ভরযোগ্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ আছেন বলে জানা যায় না। শরী'আহ কাউন্সিলের আলেমগণ ইসলামী অর্থনীতির বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। এমতাবস্থায় তাঁদের নামগুলি জনগণকে ধোকায় ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয় বলে ভুক্ত ভোগীগণ মন্তব্য করে থাকেন। অতএব ইসলামী তাকাফুলের শর্তাবলী ও নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করছে বলে প্রতীতি হ'লে আমরা তাকে সমর্থন করতে পারি। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

মনীষী চরিত

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী

-মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ সর্বদা হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবেন। সমাজকে কুসংস্কার ও কুহেলিকা মুক্ত করে সঠিক ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাবেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাবেন আপোষহীন সংগ্রাম। সংখ্যায় তাঁরা অল্প হবেন। তাঁদের লেখনী ও বক্তব্য বাতিলের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানবে। ফলে সমাজে তাঁরা উপেক্ষিত হবেন। সরকারের কোপানলে পতিত হয়ে দেশ ত্যাগের মত বেদনাবিধুর সিদ্ধান্ত নিতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী ছিলেন তাঁদেরই একজন। যাঁর নাম উচ্চারণে বিশেষভাবে পীর-ফকীরদের হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে উঠত। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বিধৃত হ'ল।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা জীবনঃ

মাওলানা বর্ধমানী ১৯২১ সালের কোন এক শুভ ক্ষণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান যেলার মঙ্গলকোট থানাধীন শিমুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোরের গণ্ডি তিনি নিজ যেলাতেই অতিবাহিত করেন। ছাত্র জীবনে তিনি মঙ্গলকোট সিনিয়র মাদরাসা, কুলসোনা মাদরাসা ও বেলডাঙ্গা মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে অনিয়মিতভাবে আলিম পাশ করেন।[১]

কর্মজীবনঃ

শিক্ষকতার মাধ্যমেই মাওলানা বর্ধমানীর কর্মজীবনের সূচনা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের পালিশগ্রাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখানে অন্যূন তিন বছর শিক্ষকতা করেন।[২] আল্লাহপাক তাঁকে এক সঙ্গে দু'টি প্রতিভা দান করেছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সুলেখক তেমনি ছিলেন খ্যাতিমান বক্তা। তাঁর লেখা প্রথম বই **'সত্যের আলো'** প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ষড়যন্ত্র করা হয় তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার। অতঃপর সাথীদের পরামর্শে ১৯৬৪ সালের কোন এক সময়ে তিনি সপরিবারে চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং দিনাজপুর শহরের পাটুয়াপাড়া মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি জীবদ্দশায় ২২টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে বাতিলের বিরুদ্ধে কলমী জিহাদ চালিয়ে যান।[৩] তিনি প্রথম জীবনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত **'মাসিক তাওহীদ'** ও দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত **'মাসিক আল-মুজাহিদ'** পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতার **'সাপ্তাহিক পয়গাম'** ও **'সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী'**র সাথে প্রায় এক যুগেরও অধিককাল সম্পৃক্ত ছিলেন।[৪] অতঃপর ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৯৯৭ সালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। একই সাথে তিনি ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি বাংলাদেশে চলে আসার পর তাঁর সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'তাওহীদ'-এর হাল ধরেন মাওলানা আইনুল বারী। অবশ্য পরে পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে 'আহলে হাদীস' রাখা হয়। তিনি যখন 'সাপ্তাহিক আরাফাতে' যোগদান করেন তখন 'আরাফাত' ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হ'ত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি 'আরাফাত'কে ৮ পৃষ্ঠায় উন্নীত করেন।[৫]

লেখক বর্ধমানীঃ

প্রতিভাধর মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানীর ছোটবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লেখা শুরু করেন ষাট-এর দশকে। ১৯৫২ সালে খায়রুল আনাম খাঁ-এর 'আজাদ' পত্রিকায় তিনি প্রথম প্রবন্ধ লিখেন। ১৩৬৪ সালে তাঁর লেখা প্রথম বই **'সত্যের আলো'**-এর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আদালতে। মামলা চলল পুরো চার বছর। অবশেষে বাজেয়াপ্ত করা হ'ল বইটি।[৬] কিন্তু বর্ধমানী থেমে থাকেননি। অবিরাম লিখেই চললেন। পরবর্তী বই লিখলেন 'মুসলিম জীবনাদর্শ'। এইভাবে তিনি জীবদ্দশায় মোট ২২টি বই লিখেন। তন্মধ্যে ৫টি ভারতে থাকাবস্থায় এবং বাকীগুলি বাংলাদেশে। তাঁর শেষ জীবনে লেখা বই হ'ল 'একশত দোয়া'।[৭]

তাঁর লেখা **'সত্যের আলো'** ও **'উল্টা বুঝিল রাম'** উভয় বঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সত্যের আলো বইয়ের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে তাদের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলমানদের মৃতপ্রায় ঈমানী চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখনীতে স্তম্ভিত হয়েছিল তৎকালীন ভারত সরকার। তাঁর শাণিত কলম

১. *তথ্যঃ (ক) মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (৫৮), নাড়াবাড়ী, দিনাজপুর, তাং ২৩.০৩.০১ইং; (খ) মরহুমের ৩য় জামাতা মাওলানা আব্দুল গাফফার (৫২) লালপুর, নাটোর।*

২. *তথ্যঃ মাওলানা আব্দুল গাফফার, লালপুর, নাটোর।*

৩. দৈনিক আজকের প্রতিভা, দিনাজপুর, ২৩শে মার্চ ২০০১ শুক্রবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩১০ পৃঃ ১,৪।

৪. *আবু তাহের বর্দ্ধমানী, কাট হুজ্জতির জওয়াব (লালগোলা, মুর্শিদাবাদঃ তাওহীদ প্রকাশনী, অক্টোবর ২০০০) পৃঃ ৫।*

৫. ঐ, সাক্ষাৎকার, মাসিক দারুস সালাম, ১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগষ্ট '৯৯ পৃঃ ১৭, ১৯।

৬. *ঐ, পৃঃ ১৬।*

৭. *দৈনিক আজকের প্রতিভা ২৩শে মার্চ ২০০১ পৃঃ ১।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম বিবেককে জাগ্রত করেছিল এইভাবে 'হে মুছলিম! তুমি যে সিংহ শাবক, তুমি যে বীরের বাচ্চা। তোমার আজ এ দুর্দ্দশা কেন? কতদিন তুমি অন্য জাতির বলির পাঠা হয়ে থাকবে? হে মুছলিম, উঠ, জাগো। জলদগম্ভীর স্বরে তুমি হেঁকে বল- আমি মুছলিম। আমি আল্লাহ্‌র জন্য সবকিছু দিতে পারি।... তুমি স্মরণ কর সেই আল্লামা শহীদ ইছমাইলের কথা- যিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের রণ-প্রাঙ্গণে নিজের তপ্ত কলিজার রাঙা খুন ঢেলে দিয়ে ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেছেন, স্মরণ কর তুমি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী সৈয়দ আহমদ ছারহিন্দীর কথা, স্মরণ কর তুমি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর কথা, মখদুম আব্দুল্লাহ গজনবী ও মখদুম আবদুল্লাহ গুজরাটির কথা; যাঁরা দীনের জন্য, সত্যের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন'।[৮]

তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু রাজশক্তিকে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মুছলমান। আমাদের মাথা আল্লাহ ছাড়া কাহারো দরবারে নত হয় না। আমরা সেই অদ্বিতীয় আহাদের দাসত্ব করি। কোন বিগ্রহের কাছে, কোন প্রতিমার কাছে, মৃত বা জীবিত কোন মানুষের কাছে, কোন রাজশক্তির কাছে আমাদের মাথা নত হয় না। আমরা টাকার গোলাম নই; আমরা রুটির গোলাম নই। চাকরীর প্রলোভনে, সুন্দরী নারীর মোহমায়ায়, গদীর লোভে আমরা নিজের ইমানকে বরবাদ করতে জানিনা।... যদিও আজ আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তবুও এ কথা বলবো-

তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল

আজকে বিফল হলে হতে পারে কাল।...

আমরা ভারতীয় মুছলমান। কত ঝড় যে আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল তার ইয়ত্তা নাই। স্বামীহারা রমণীর আর্ত্তরব, পুত্রহারা জননীর বুকফাটা ক্রন্দন, শত শত রমনীর বেইজ্জতী, বাস্তুহারাদের করুণ দৃশ্য আমাদেরকে অকাতরে সহ্য করতে হয়েছে। শত শত মছজীদের গগনচুম্বী মিনারকে বর্বরদের দুর্মদ হস্ত চুরমার করে দিয়েছে। কত মছজিদ থিয়েটারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবুও ভারত ছেড়ে যাইনি পালিয়ে। আমরা বিশ্বাস রাখি-

দুর্য্যোগ রাতি পোহায়ে আবার

প্রভাত আসিবে ফিরে'।[৯]

মুসলিম জীবনাদর্শ' বইয়ে তিনি ইসলামের সেই গৌরবময় ইতিহাসের নিখুঁত চিত্র তাঁর স্বভাবসুলভ রচনাভঙ্গীর মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন। 'অধঃপতনের অতল তলে' পুস্তিকায় তিনি এককালের অর্ধ জাহানের শাসক গৌরবধন্য মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের নিদারুন কারণ অত্যন্ত মর্ম-কাতর মন নিয়ে বর্ণনা করেছেন। পীরবাদের বিরুদ্ধে তাঁর চ্যালেঞ্জ হ'ল 'পীরতন্ত্রের আজবলীলা'। এই বইয়ে তিনি পীরতন্ত্রের গূঢ় রহস্য উদঘাটন করেছেন। আর বাউল-ফকীরদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন 'সাধু সাবধান' বইয়ে। এতদ্ব্যতীত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হ'লঃ কাট হুজ্জতির জওয়াব, গিরাওয়ালা ব্যাঙ্গ, মৌলুদ শরীফ, অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, মুজতবা বচনামৃত, প্রিয় নবীর প্রিয় কথা, গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান প্রভৃতি।

বাগ্মী বর্ধমানীঃ

লেখনী প্রতিভার পাশাপাশি বাগ্মীতায়ও তিনি ছিলেন অনন্য। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জালসায় বক্তৃতা করে তিনি সুনাম কুড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বক্তৃতা ছিল শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে, পীর-মুরীদির বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ভারতীয় সাম্প্রদায়িক হিন্দু শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কেননা তিনি ছোটবেলা থেকেই মুসলমানদের উপর ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের নির্যাতন-নিষ্পেষণ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তখন থেকেই তিনি জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেন। বেছে নেন লেখনী ও বক্তৃতাকে। তীব্র প্রতিবাদ জানান হিন্দুত্ববাদের। প্রতিবাদ জানান মুসলমানদের উপর নির্যাতনের-নিষ্পেষণের। তাঁর ওজস্বী ভাষণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হ'ত। ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তেন মুসলমানগণ।

মাত্র ২৬ বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক সভায় জীবনের প্রথম বক্তৃতার পর ঐ সভা থেকেই তিনি ৫টি দাওয়াত পান।[১০] তাঁর যৌবন কালের বৃহৎ সভা মুর্শিদাবাদের ভাবতা ইসলামী সম্মেলন। হাজী আব্দুল আযীয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে সৈয়দ বদরুদ্দোজা উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের তাঁর অগ্নিঝরা ভাষণে সমবেত জনমণ্ডলী অভিভূত হয়েছিল। তিনি সেদিন বক্তৃতায় সৈয়দ বদরুদ্দোজাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দৈহিক গঠনে খাট মাওলানা বর্ধমানীকে ভালভাবে দেখতে না পেয়ে সমবেত শ্রোতামণ্ডলী হৈ চৈ শুরু করলে তাঁকে টেবিলের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১১]

অতঃপর ৪৩ বৎসরের পরিণত বয়সে বাংলাদেশে আগমনের পরেও তিনি সমান ভাবেই লেখনী ও বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন। বাংলাদেশের শহর-বন্দর-গ্রাম পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন ইসলামী জালসায় বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তব্য শ্রবণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মুসলমানগণ সমবেত হ'তেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে অনেক ঘোলাটে পরিবেশও মুহূর্তে শান্ত হয়ে যেত।

সম্ভবতঃ ১৯৮২ সাল হবে। রাজশাহী যেলাধীন বানেশ্বর কলেজ মাঠে হানাফী-আহলেহাদীছ মিলিত ভাবে বিরাট ইসলামী সম্মেলন। বক্তা ছিলেন মাওলানা দেলোয়ার

৮. সত্যের আলো (কলিকাতাঃ পার্ল হোয়াইট প্রেস ১ম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬৪ বাংলা), পৃঃ ২৯-৩০।
৯. ঐ, পৃঃ ৩২-৩৪।

১০. তথ্যঃ মরহুমের নাতি মীর মুহাম্মাদ আবু নাছের (২১), এম,এস-সি, ১ম বর্ষ, দিনাজপুর।
১১. তথ্যঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, নাড়াবাড়ী, দিনাজপুর, তাং ২৩.০৩.০১।

http://islaminonesite.wordpress.com

হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী প্রমুখ। উপস্থাপনায় ও পরিচালনায় ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম। সম্মেলনে হানাফীরা গোলমাল করতে উদ্যত হ'লে মাওলানা মুসলিম ঘোষণা করেন যে, এখানে শিরক-বিদ'আত নিয়ে কোন আলোচনা হবে না। কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বক্তব্য হবে। তখন রাজশাহী মেডিকেলের উত্তর পার্শ্বের জনৈক হানাফী বক্তা দাঁড়িয়ে বলতে লাগল যে, কবরে চাদর দেওয়া যাবে না কেন? তাহ'লে মদীনায় রাসূলের কবরে চাদর কেন? মাওলানা মুসলিম তখন তাকে ঠেলে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে মাওলানা বর্ধমানী এসে বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর মনমুগ্ধকর, জ্ঞানপূর্ণ ও চমৎকার ভাষণে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে ওঠে।[১২]

বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণঃ

শিরক-বিদ'আত ও পীর-ফকীরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর মাওলানা বর্ধমানী উভয় বঙ্গে অসংখ্য বাহাছ-মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রামাণ্য উপস্থাপনাই তাঁকে বিজয়ের মাল্য পরিয়ে দিত। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ পর্বে তাঁর জীবনের দু'একটি বাহাছ উপহার দেওয়া হ'ল-

(১) মুর্শিদাবাদের গোরাবাজারে অল্প বয়সেই তিনি এক বাহাছে অংশগ্রহণ করেন। আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মধ্যে বাহাছ। বিরাট আয়োজন। আহলেহাদীছদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল আযীয রহীমাবাদী। হানাফীদের পক্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ মঙ্গলকোটি। পাল্‌কীতে করে মাওলানা মঙ্গলকোটিকে আনা হ'ল। অতঃপর জনৈক খোদাবখ্‌শ-এর নেতৃত্বে যখন পালকী হানাফী আলেমদের তাঁবুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পালকী কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? সাথীরা জানালেন আমাদের হানাফী তাঁবুতে। তৎক্ষনাৎ তিনি বলে উঠলেন, আমি তো আবদুল আযীয রহীমাবাদীর তাবুতে যাব। তাঁর এই মোড় পরিবর্তনের দৃশ্য দেখে সেদিন অনেকেই আহলেহাদীছ হয়ে যান।[১৩]

(২) কুষ্টিয়ার হাড়াভাঙ্গায় বাউল ফকীরদের সাথে এক বাহাছে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাউলরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লে মাওলানা বর্ধমানী ও মাওলানা ইমরান আলী (কুষ্টিয়া) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। বাউল ফকীররা পোড়াদহ ও ভারত থেকে তাদের ওস্তায ও জনবল সংগ্রহ করে। যথারীতি নির্ধারিত তারিখে বাহাছের আয়োজন করা হয়। লোক সমাগমও হয়েছে যথেষ্ট। সরকারী কর্মকর্তারাও ছিলেন। প্রথমে মাওলানা ইমরান আলী বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর মাওলানা বর্ধমানী। বাউলদের পক্ষ থেকেও বক্তব্য রাখা হ'ল। এক পর্যায়ে ভারত থেকে আগত জনৈক বাউল বলে বসল যে, 'আসমান-যমীনের সকল জ্ঞান আমার নিকট আছে'। এই বক্তব্য শ্রবণে উপস্থিত সকলে বাউলদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মাওলানা বর্ধমানী উক্ত বাউলকে বসিয়ে অত্যন্ত ধীরচিত্তে প্রশ্ন করলেন, 'আত্তাহিইয়াতু' পড়া শিখেছেন?' অতঃপর বললেন, আপনি আসমান-যমীনের সবকিছু অবগত আছেন। নিশ্চয়ই নিজের সাড়ে তিনহাত বডি সম্পর্কে সর্বাগ্রে অবগত আছেন। তবে বলুন দেখি আপনার পায়ুদেশের চতুষ্পার্শ্বে কতটি লোম আছে? এই অভিনব প্রশ্নে বাউল বোকা বনে গেল। মাওলানা বর্ধমানী রেগে গিয়ে বললেন, উত্তর সঠিক দিতে না পারলে আপনাকে ছাড়া হবে না। এদিকে যুবকরাও তৈরি প্রায়। অবস্থা বেগতিক দেখে বাউল বর্ধমানীর হাত ধরে ক্ষমা চাইল। অতঃপর মাওলানা বর্ধমানী তাদেরকে ধর্মের নামে অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে সঠিক দ্বীনের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।[১৪]

উল্লেখ্য যে, ঐ বাহাছেই মাওলানা ইমরান আলী কর্তৃক বেশ কয়েকজন বাউলের কেশ কর্তন করা হয়েছিল।[১৫]

(৩) ১৯৬৯ সাল। রাজশাহী যেলার চারঘাট থানাধীন গোপালপুর গ্রামে এক ইসলামী জালসার প্রধান বক্তা মাওলানা বর্ধমানী। হানাফী-আহলেহাদীছ সম্মিলিত সভা। হানাফী বক্তা ছিলেন সাতক্ষীরার বিখ্যাত পীর মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ ও মাওলানা ইমারত হোসাইন। আহলেহাদীছদের মধ্যে মাওলানা বর্ধমানীর সাথে ছিলেন মাওলানা আব্দুল মতীন কাসেমী (রাজশাহী) ও মাওলানা আবুবকর প্রমুখ। সভাপতি ছিলেন মাওলানা মাযহারুল ইসলাম চিশতী। এদিকে এলাকাবাসী মীলাদ প্রসঙ্গে বাহাছ হবে বলে প্রচারণা চালিয়েছিল ব্যাপকভাবে। ফলে লোক সমাগমও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু মাওলানা বর্ধমানী জানতেন না বাহাছের কথা। নন্দনগাছী ষ্টেশনে নেমেই প্রথম জানতে পারেন। তাঁকে নেওয়ার জন্য পূর্ব থেকে ষ্টেশনে যানবাহন থাকার কথা থাকলেও তিনি নেমে কিছুই পেলেন না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন হানাফী আলেমদেরকে নিয়ে গাড়ীর বহর ইতিমধ্যে চলে গেছে। অতঃপর জনৈক পরিচিতজন সাইকেলে করে তাঁকে সভাস্থলে পৌঁছে দেন।

সভাস্থলে পৌঁছলে বিরোধীরা তাঁকে দেখে পরস্পর কানকথা শুরু করল। অতঃপর যখন তিনি ওযূ করছিলেন, ডান পা কেবল ধৌত করেছেন, বাম পা এখনো বাকী, ঠিক তখনই পরিকল্পিতভাবে বক্তৃতার জন্য মঞ্চে বর্ধমানীর নাম ঘোষণা করা হ'ল। আর অমনি বাম পা না ধুয়েই তিনি মঞ্চে হাযির হ'লেন। বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, 'এইমাত্র পৌঁছলাম। ওযূ করছিলাম। ডান পাটা ধুয়েছি। বাম পা এখনো বাকী। ওটা না হয় বক্তব্য সেরেই ধু'ব।' অতঃপর তিনি আধ ঘন্টা বক্তব্য রাখলেন। অন্যান্য হানাফী আলেমরাও বক্তব্য রেখেছেন। মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী দীর্ঘ সময় বক্তব্যের পর জনগণের প্রশ্ন ও আবেদনের প্রেক্ষিতে মীলাদ

১২. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৩. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৪. *তথ্যঃ প্রাগুক্ত।*

১৫. তথ্যঃ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রসঙ্গে বলেন যে, 'মীলাদ ভাল কাজ। আপনারা মীলাদ করতে চান করবেন। তবে মসজিদে নয়, বাইরে করবেন।' তাঁর এই বক্তৃতা শুনে মাওলানা বর্ধমানী কিছু বলার জন্য মাইক চাইলে সভাপতি মাইক দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু শ্রোতাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি মাইক দিতে বাধ্য হন। মাইক হাতে বর্ধমানী অত্যন্ত নির্ভীক ভাবে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মাওলানা মুইযযুদ্দীন হামীদী মীলাদকে ভাল কাজ বলেছেন, কিন্তু মসজিদে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মীলাদকে মসজিদের ভিতর থেকে বের করে বারান্দায় রেখে দিয়েছেন। এক্ষণে বারান্দা থেকে ঝাড়ু দিয়ে ডাস্টবিনে নিক্ষেপের দায়িত্বটা কি মাওলানা বর্ধমানীর? ঠিক আছে চলুন আমরা সকলে মীলাদকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করি।' তিনি সমবেত বিশাল জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মসজিদে কি ছালাত, যিকর, কুরআন তেলাওয়াত করা যায়?' সমস্বরে উত্তর আসল, করা যায়। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মসজিদে হুকা-বিড়ি খাওয়া যায় কি?' উত্তর আসল, না। অতঃপর তিনি বললেন, 'এবার নিজেরাই বিচার করুন মীলাদটা 'হুকা' মার্কা হ'ল কি-না? আপনারা এই 'হুকা' মার্কা মীলাদ থেকে বিরত থাকুন'।[১৬]

(৪) ১৯৭৪-৭৫ সালের ঘটনা। দিনাজপুর ষ্টেশন হানাফী মসজিদের ইমাম মাওলানা মুবাশ্বের হোসাইন রাশেদী (নোয়াখালী) প্রশ্ন আকারে চটি বই বের করলে মাওলানা বর্ধমানী তার লিখিত জওয়াব দেন। অতঃপর মাওলানা মুবাশ্বের পুনরায় লিখেন। মাওলানা বর্ধমানীও লিখেন। প্রায় দুই বছরাধিককাল ব্যাপী উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর আকারে এই লিখিত বাহাছ চলতে থাকে। অবশেষে মাওলানা বর্ধমানীর ক্ষুরধার লেখনীর কাছে মাওলানা রাশেদী পরাজয় বরণ করেন।[১৭]

মারকায সফরে বর্ধমানীঃ

১৯৯৮ সালের মার্চ-এপ্রিল হবে। প্যারালাইসিস থেকে উঠে অর্ধসুস্থ অবস্থায় নাটোর শাখারী পাড়া ফাযিল মাদরাসায় সভা করে রাজশাহী হয়ে ফ্লাইটে ঢাকা যাবেন। কিন্তু বিমান চার ঘন্টা লেইট। তাই রিকশাযোগে পুনরায় ফিরে যাচ্ছেন শহরে। পথিমধ্যে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয ইউনুস-এর আমন্ত্রণে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী মারকাযে যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় মারকাযে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রশিক্ষণ চলছিল। তিনি মাদরাসার পূর্বপার্শ্বের অফিস কক্ষে বসেন। 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের কণ্ঠে আন্দোলনের জাগরণী শুনে তিনি অভিভূত হন। এ সময় শফীকুল ইসলাম তাঁকে তিনটি ক্যাসেট উপহার দেন। সাতক্ষীরার তরুণ বক্তা মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম-এর কণ্ঠে তাঁর বক্তৃতার হুবহু নকল শুনে তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, 'নকলটাতো বেশ করেছেন, অনুশীলন দরকার'। আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ও তরুণ বক্তা সাতক্ষীরার মাওলানা আবদুল মান্নান ও উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ছালাত শেষে সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে নওদাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা বদীউযযামান 'ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ'-র মধ্যে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বার বরাতে উল্লেখিত হাদীছ '... রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরে মুছল্লীদের দিকে ঘুরে বসলেন ও হাত উঠালেন এবং দো'আ করলেন' এই এবারত প্রমাণ করানোর জন্য মূল কিতাব মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও ফাতাওয়ায়ে নাযীরিইয়াহ একত্রে তাঁর নিকটে পেশ করেন। উদ্ধৃত অংশ পাঠান্তে তিনি দেখেন যে, মূল কিতাবে 'হাত তুললেন ও দো'আ করলেন' কথাটি নেই। তখন তিনি বললেন, 'আমার নিকট মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা না থাকাতে এতদিন তাহকীক হয়নি। এখন থেকে বিষয়টি নিয়ে তাহকীক করব।' অতঃপর মারকাযে উপস্থিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের টেলিফোনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও কুশল বিনিময় করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে তিনি মারকাযের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'যা শুনেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী দেখলাম। সমাজে কাজ চাই, কাজের লোকের খুব অভাব। কাজ করলে সমাজ তাকে একদিন স্বীকৃতি দিবেই।'

অতঃপর মারকায মসজিদে যোহরের ছালাত অন্তে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আবেগময় ভাষণে তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আপনাদের মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (রহঃ)-ই আমাকে প্রথমে 'বক্তা' হিসাবে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান ও পরিচিত করান। তিনি এ দেশে জামা'আতে আহলেহাদীছের নয়নমণি ছিলেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও বহু মসজিদ-মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আজ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আহলেহাদীছ আন্দোলনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও সারা দেশে বহু মসজিদ-মাদরাসা-ইয়াতীমখানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ নওদাপাড়ায় যে মারকায প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে'। এদিন 'আলহেরা শিল্পীগোষ্ঠী'-র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের গাওয়া জাগরণী 'হাদীছ ভেবে ভুল করে.....পরকালে শূন্য পেলাম' উপস্থিত সকলের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বাসায় দুপুরের দাওয়াত কবুল করেন। এ সময় তিনি **'আত-তাহরীকে'** লেখা পাঠাবেন বলে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর বই থেকে 'তাহরীকে' প্রকাশের জন্য লিখিত অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাঁকে

১৬. তথ্যঃ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, রাজশাহী।
১৭. *তথ্যঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী, লালগোলা, দিনাজপুর।*

http://islaminonesite.wordpress.com

বিমান বন্দর পৌঁছে দেওয়া হয়।[১৮]

শেষ জীবনঃ

১৯৮৬ সাল থেকে বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা বর্ধমানী ১৯৯৭ সালে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। এ সময়ে তিনি দিনাজপুরের পাটুয়াপাড়াস্থ নিজস্ব বাসভবনে অবস্থান করেন। অতঃপর কিছুটা সুস্থতা ফিরে আসলে পুনরায় ঢাকায় ফিরে যান এবং যথারীতি খত্বীবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। মাঝে মাঝে তাঁর স্মৃতিবিভ্রাট ঘটত। কখনো কখনো কিছুই মনে পড়ত না। আবার খানিক পর সবকিছুই মনে পড়ত।

অসুস্থ হ'লেও তিনি নিজেকে খুৎবা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্ত-সমর্থ মনে করতেন। ২০০০ সালে এসে মাওলানা যিল্লুল বাছেতকে বংশাল জামে মসজিদের খত্বীব নিয়োগ করায় তিনি খুব মর্মাহত হন।[১৯] তিনি দিনাজপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'সরকারী ইনষ্টিটিউট ময়দানে' এ বছর জীবনের সর্বশেষ ঈদুল আযহার ইমামতি করেন।[২০]

মৃত্যুঃ

আহলেহাদীছ জামা'আতের এই খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন গত ২০শে মার্চ সন্ধ্যার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে পুরনো ঢাকার 'ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালে' ভর্তি করানো হয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় অক্সিজেনের মাধ্যমে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর পরদিন ২১শে মার্চ বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮ টায় অক্সিজেন দেওয়া অবস্থায়ই তিনি হাসপাতালের বেডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

জানাযা ও দাফনঃ

মৃত্যুর পরদিন ২২শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ যোহর ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ঐদিন রাতেই দিনাজপুর শহরের পটুয়াপাড়াস্থ তাঁর নিজ বাসভবনে লাশ পৌঁছানো হয়। পরদিন ২৩শে মার্চ শুক্রবার বেলা ২-১৫ মিনিটে স্থানীয় লালবাগ ঈদগাহ ময়দানে তাঁর শেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের কনিষ্ঠ পুত্র হাফেয আতীকুর রহমান (৩০) জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযায় প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক মুছল্লী শরীক হন। অতঃপর ঈদগাহ ময়দান সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততিঃ

মাওলানা বর্ধমানী তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। তাঁর বড় ছেলে মতীউর রহমান (৪৪) ও মেজ ছেলে আতাউর রহমান (৩৫) দিনাজপুর শহরের নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছোট ছেলে হাফেয আতীকুর রহমান (৩০) পিতার মতই একজন ইসলামী বক্তা। তিনি লালবাগ ২নং জামে মসজিদের খত্বীব।[২১] তাঁর চার কন্যার সকলেই বিবাহিতা। ৩য় জামাতা মাওলানা আব্দুল গাফফার (৫২) লালপুর, নাটোরের বাসিন্দা। তিনি বিলমারিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক।

উপসংহারঃ

মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই সাথে দেশের তিন তিনজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমের অসুস্থতার সংবাদও গত সংখ্যা **আত-তাহরীকে** প্রকাশিত হয়েছে। এ যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়ার'ই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে আমরা হারিয়েছি মুসলিম বিশ্বের ইলমী জগতের অন্যতম সেরা মনীষী শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীনের মত বিশ্ব ব্যক্তিত্বগণকে। তাঁদের সংগ্রামী জীবন আমাদেরকে প্রেরণা যোগাবে। উজ্জীবিত করবে যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে গড়ে উঠতে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন!- আমীন!!

[আমরা মরহুমীনের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং অসুস্থ আলেমদের দ্রুত রোগমুক্তির জন্য দো'আ করছি। -সম্পাদক]

---

১৮. তথ্যঃ মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা, তাং ০১.০৪.০১ইং।
১৯. তথ্যঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, নাড়াবাড়ি, দিনাজপুর।
২০. তথ্যঃ ইদরীস আলী, লালগোলা, দিনাজপুর।

২১. আজকের প্রতিভা, পৃঃ ৪।

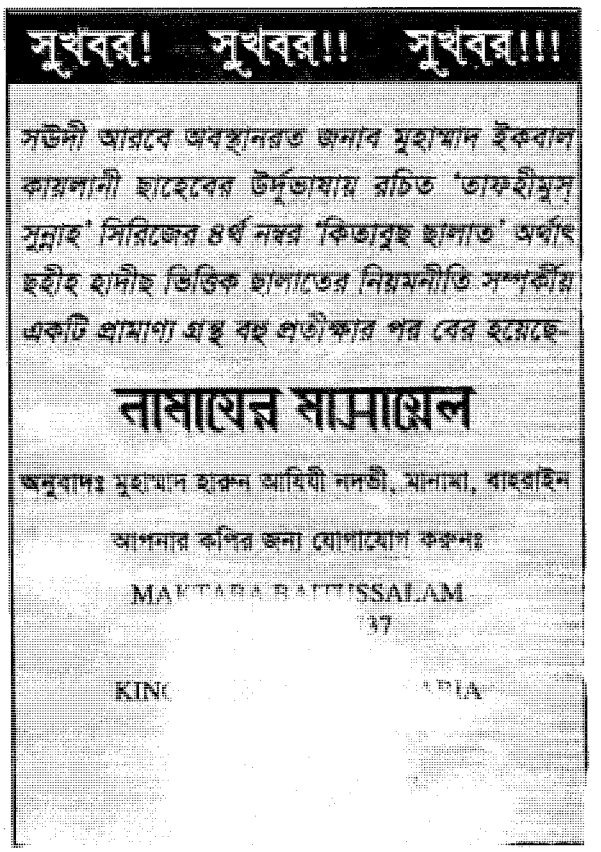

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছের গল্প

জ্ঞানীদের শিক্ষা

*-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'একদা হযরত মূসা (আঃ) বণী ইসরাঈলের এক সমাবেশে বক্তৃতা করা কালে তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী? তিনি উত্তরে বললেন, 'আমিই সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। কেননা আমার নিকট 'ইলমে অহি' আছে। অন্যদের নিকট তা নেই'।

নিজেকে সর্বাধিক জ্ঞানী বলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হ'লেন। কেননা তিনি স্বীয় জ্ঞানকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহি পাঠালেন যে, সাগরের মিলনমূলে আমার একজন বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তুমি কিভাবে নিজেকে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী বলে দাবী করছ?

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তার সাথে আমি কিভাবে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি? আমাকে সে পথ বাতলে দিন। অতঃপর তাঁকে বলা হ'ল, থলিতে একটি ভাজা মাছ নাও। যে স্থানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, সেখানেই তাকে পাবে। হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সাথী ইউশা ইবনে নূনকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। সাথে থলেতে করে একটি ভাজা মাছও নিলেন। তারা উভয়ে পথ চলছেন। অনেক পথ অতিক্রম করার পর তারা একটি পাথরের পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর ঐ সময়ই মাছটি জীবিত হয়ে গোপনে সাগরে চলে গেল। এ সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) ও ইউশা ইবনে নূন কিছুই জানেন না। এটা ছিল তাদের জন্য এক আশ্চর্য ঘটনা।

ঘুম থেকে জাগ্রহ হয়ে তারা অবশিষ্ট রাত ও দিন চললেন। সকাল হ'লে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সাথীকে বললেন, আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ক্ষুধাও লেগেছে। নাস্তা নিয়ে এসো। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-কে যে স্থানের কথা বলা হয়েছিল সেস্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন ক্লান্তিবোধ করেননি। অতঃপর ইউশা ইবনে নূন থলিতে খোঁজা-খুঁজি করে দেখেন মাছটি নেই। তখন তিনি বললেন, হুযূর! আমরা পথিমধ্যে যে পাথরটির নিকট বিশ্রাম করেছি সেখানে মাছটি সাগরে চলে গেছে। আমি তখন মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

মূসা (আঃ) তখন বলেন, ঐ স্থানটিই তো আমরা খোঁজ করছি। অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করে পিছনের দিকে ফিরে আসলেন। পাথরটির নিকট পৌঁছার পর দেখলেন, কাপড় আবৃত একজন লোক শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আঃ) তাকে সালাম দিলেন। খিযির (আঃ) বললেন, এই জন মানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? মূসা (আঃ) বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, বণী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যা, আমি বণী ঈসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মূসা (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে থেকে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর তাঁরা সমুদ্রের পথ ধরে চলতে লাগলেন। অতঃপর একটি নৌকা আসলে তাঁরা নৌকায় উঠার ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযির (আঃ)-কে চিনতে পেরে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়ে খিযির (আঃ) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আঃ) স্থির থাকতে না পেরে বললেন, তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে মরে? আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আঃ) ওযর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়া'দার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

ইতিমধ্যে একটি পাখী এসে নৌকার একপ্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিযির (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার ও আপনার জ্ঞান একত্রে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবেলায় এমনটিও নয়, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের পানি থেকে।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির (আঃ) একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। তিনি স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) এ দৃশ্য দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বলে বসলেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে শেষ করে দিলেন? বিরাট গোনাহের কাজ করলেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হযরত মূসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, গাংণী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই তিনি বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি তবে আমাকে পৃথক করে দিবেন।

অতঃপর তাঁরা পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীর নিকট খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা সরাসরি অস্বীকার করল। অথচ ঐ গ্রামের একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখে খিযির (আঃ) প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা খাবার দিতে অস্বীকার করল, অথচ আপনি তাদের এতবড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। হযরত খিযির (আঃ) বললেন, এখন শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়। এরপর তিনি উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ বর্ণনা করেন নিম্নভাবেঃ

(১) নৌকাটি ছিল দশজন দরিদ্র বালকের। তন্মধ্যে পাঁচজনই ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত করে নৌকার মাধ্যমে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সে পথের একজন যালেম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আমি এ কারণেই নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দিলাম, যাতে যালেম বাদশাহর লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(২) বালকটি হত্যা করার কারণ হ'ল, তার প্রকৃতিতে ছিল কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা। তার পিতা-মাতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। আশংকা ছিল, ছেলেটি বড় হয়ে সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দিবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্য ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা যেন এই সৎকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে এই কুফুরী ছেলের পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করেন, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হক্ব্ও পূর্ণ করবে, এজন্য আমি তাকে হত্যা করেছিলাম।

(৩) প্রাচীরটি ছিল নগরীর দু'জন ইয়াতীম বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রভু পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। তাই আমি প্রচীরটি মেরামত করে দিয়েছিলাম। ইহা আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি'।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মূসা (আঃ) যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্যধারণ করতেন তাহ'লে আরো কিছু জানা যেত।

[বুখারী, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪৫ হা/১২২; মুসলিম; তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা কাহাফ।

বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী এবার আপনাদের সুবিধার্তে এই শতাব্দীর নতুন আঙ্গীকে কম্পিউটার সেকশন চালু করেছে।

আমাদের এখানে-
আরবী, বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ কম্পিউটার কম্পোজসহ
প্রিন্টিং-এর যাবতীয় কাজ অতি বিশ্বস্ততার সাথে করা হয়।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহ্‌রাব- কর্তৃক প্রণিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত আরো দুটি মূল্যবান বই ইন্‌শাআল্লাহ অচিরেই প্রকাশ পাচ্ছে-

❒ **মীলাদ জায়িয ও নাজায়িযের সীমারেখা।** ❒ **প্রিয় নবীর বিবিগণ** (রাযিআল্লাহু আনহুন্না)।

*রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান** কর্তৃক অনূদিত ও তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, গুলশান, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "তাফসীর ইবনে কাসীর"-এর একমাত্র এজেন্ট হিসেবে পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে- "হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী"।*
আপনি বিশেষ কমিশনে ১৮ খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারার মূল্যবান এই তাফসীরটি সংগ্রহ করুন।

ফ্রি! ফ্রি!! ফ্রি!!!

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে ১৫০/= টাকার বই (খুচরা) কিনে পাচ্ছেন একটি বিনামূল্যে ছোট গিফ্‌ট ব্যাগ এবং ৫০০/= টাকার বই কিনে পাচ্ছেন একটি বড় গিফ্‌ট ব্যাগ।
প্রাপ্তি স্থান সমূহঃ-

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১)	হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২)	আল-আমীন এজেন্সী
৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা,	২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।	১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮	কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে	ফোন ঃ ৯৫৬০৩৫৯, ৯৫৫৫৫৮৮

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

গণ্য-মান্য-নগণ্য-জঘন্য

-মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী*

আরব দেশের জনৈক সাহিত্যিক বর্ণনা করেন যে, আমি বাগদাদ নগরীর দেশবরেণ্য এক ধনী ব্যক্তির মজলিসে আমন্ত্রিত হ'লাম। আমি যাওয়ার পূর্বে শতাধিক ওলামায়ে কেরাম উক্ত মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিতিদের অনেকেই আমার পরিচিত ছিলেন আবার অনেকে অপরিচিত ছিলেন। দা'ওয়াত দাতা দশ বস্তা 'আখরোট ফল' মঞ্চের সামনে উপস্থিত করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, দা'ওয়াতী মেহমানদেরকে 'আখরোট ফল' দিয়ে বিদায় জানাবেন। ইতিমধ্যে উষ্কখুষ্ক চুলবিশিষ্ট আলখেল্লা পরিহিত এক পাগল এসে মজলিস সভাপতির সামনে হাযির হ'ল। সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে অভিনব কৌশলে সভাপতিকে লম্বা সালাম ঠুকে বলল, 'মারহাবান লাকা ইয়া রায়ীসাল হাফলাহ, মা হাযা'? 'হে মহামান্য সভাপতি! আপনাকে ধন্যবাদ, বস্তা ভরা এগুলি কি'? সভাপতি তার বাক্যালাপের ভাব বুঝতে পেরে তাকে একটা আখরোট দিলেন। ফলটি পেয়ে পাগল খুশীতে বাগবাগ হয়ে একবার ফলের দিকে আর একবার সভাপতির দিকে তাকাতে লাগল।

অতঃপর সে আরেকটি ফল পাবার আশায় বেশ সুর-তাল দিয়ে দু'সংখ্যা বিশিষ্ট কুরআনের এই আয়াতাংশ পাঠ করল, ثَانِىَ اثْنَيْنِ 'তিনি ছিলেন দু'জনের একজন' (তওবা ৪০)।

সভাপতি পাগলের তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দ্বিতীয় ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল পাবার প্রত্যাশায় গুরুগম্ভীর সুরে فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ 'তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে' (ইয়াসীন ১৪) এই আয়াতাংশ পাঠ করল। সভাপতি তার তেলাওয়াত শুনে খুশী হয়ে তাকে তৃতীয় ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল গ্রহণের জন্য আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় কুরআন মজীদের 'চার' সংখ্যা বিশিষ্ট একটি আয়াতাংশ তেলাওয়াত করল। فَخُذْ أَرْبَعَةً 'তাহলে চারটি ধর' (বাক্বারাহ ১৬০)। সভাপতিসহ মজলিসের সকলেই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে ৪র্থ ফলটি দান করলেন। এমনি করে সে পঞ্চম ফলটি পাবার লক্ষ্যে 'পাঁচ' উল্লেখ আছে এমন আয়াতাংশ পাঠ করল, يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে পাঁচ... দ্বারা সাহায্য করবেন' (আলে ইমরান ১২৫)। সভাপতি তাকে ৫ম ফলটি প্রদান করলেন।

এবার পাগল পঞ্চম ফলটি পেয়ে খুশীতে আটখানা হয়ে আরেকটি ফল গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'ছয়' সংখ্যা আছে এমন দু'টি আয়াতাংশ পাঠ করল, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ 'পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ' (নিসা ১১)। অন্যটি, خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ 'আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন' (সাজদাহ ৪)। সভাপতি তার আয়াত পাঠে মুগ্ধ হয়ে তাকে ৬ষ্ঠ ফলটি প্রদার করলেন। লোভী পাগল লোভ সামলাতে না পেরে আরেকটি ফল পাবার উদ্দেশ্যে এক অভিনব সুরে কুরআন মাজীদের ঐসব আয়াত পাঠ করল, যার মধ্যে 'সাত' কথা উল্লেখ আছে। যেমন- (১) سَبْعَ لَيَالٍ 'যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত্রি' (হাক্কাহ ৭)। (২) اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا 'তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন' (মুলক ৩)। অতঃপর সভাপতি তাকে ৭ম ফলটি প্রদান করলেন।

পাগল তো পাগলই, সে আরেকটি ফল পাবার প্রত্যাশায় এমন কতগুলি আয়াত পাঠ করতে লাগল যার মধ্যে 'আট' কথা উল্লেখ আছে। যেমন- (১) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ 'সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী' (আন'আম ১৪৩)। (২) ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ 'তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর' (কাহাফ ২২)। সামান্য একজন পাগলের মুখ থেকে কুরআনের এতসব আয়াত শুনে সভাপতি তাকে ৮ম ফলটি প্রদান করলেন। পাগল আবারো আরেকটি ফল প্রাপ্তির আশায় 'নয়' কথা উল্লেখ আছে এমন সব আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগল। যেমন- (১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ 'আমি মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি' (ইসরা ১০১)। (২) فِىْ تِسْعِ اٰيَاتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ 'এগুলি ফেরয়াউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম' (নামল ১২)। সভাপতিসহ উপস্থিত সকলেই তার তেলাওয়াতে অভিভূত হয়ে তাকে নবম ফলটি দান করলেন।

পাগল এবারে কুরআন মাজীদের ঐ সব আয়াত পাঠ করতে লাগল, যেগুলিতে 'দশ' কথার উল্লেখ আছে। যেমন- (১) تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ 'এভাবে দশটি ছিয়াম পূর্ণ হয়ে যাবে' (বাক্বারাহ ১৯৬)। (২) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে একটি সৎকর্ম করে, সে তার দশগুণ পাবে' (আন'আম ১৬০) ইত্যাদি। সভাপতি মুগ্ধ হয়ে তাকে 'দশম' ফলটি দিলেন। এতদসত্ত্বেও পাগলের লোভ থামল না। সে আরেকটি ফল পাবার আশায় 'এগার' উল্লেখ আছে সেই আয়াত পড়ল, أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا 'আমি এগারটি তারা দেখেছি' (ইউসুফ ৪)। সভাপতি তাকে একাদশ ফলটি দান করলেন। পাগল আরেকটি ফল পাবার আশায় 'বার' কথা উল্লেখ আছে

* গ্রামঃ হরিরামপুর, দাউদপুর, দিনাজপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

এমন একটি আয়াত পাঠ করল। যেমন- إِثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا 'আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম' (মায়েদা ১২)। সভাপতি পাগলকে দ্বাদশ ফলটি প্রদান করলেন।

এরপর পাগল চিন্তা করল এভাবে ১-২-৩ করে হবে না; বরং আরো বেশী করে নিতে হবে। এরপর সে আরো বেশী ফল প্রাপ্তির আশায় এমন এক আয়াত পাঠ করল যার মধ্যে 'বিশ'-এর উল্লেখ আছে। যেমন- إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে যদি ২০ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে' (আনফাল ৬৫)। সভাপতি তাকে বিশটি ফল দান করলেন।

পাগল আবারও অধিক ফল গ্রহণের জন্য সভার সমস্ত লোককে বিমোহিত করে এমন একটি আয়াত পাঠ করল, যেখানে ৫০ সংখ্যা উল্লেখ আছে। যেমন- إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا 'তবে ৫০ বছর ছাড়া' (আনকাবূত ১৪)। সভাপতি আয়াত শুনে ৫০টি ফল প্রদান করলেন। পাগল এর চেয়ে বেশী নেওয়ার জন্য আরো কিছু আয়াত পাঠ করল, যাতে ১০০ সংখ্যার উল্লেখ আছে। যেমন- (১) فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ 'অতঃপর আল্লাহ্ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর' (বাক্বারাহ ২৫৯)। (২) فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ 'প্রত্যেক শীষে একশ' করে দানা থাকে' (বাক্বারাহ ২৬১)। সভাপতি পাগলের শৌর্য-বীর্য বুঝে ১০০টি ফল দান করলেন। পাগল এবার ২০০ সংখ্যা বিশিষ্ট কুরআনের আয়াত পাঠ করল, يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ 'তবে তারা জয়ী হবে দু'শ'র উপর' (আনফাল ৬৬)। সভাপতি আয়াত শুনে ২০০ ফল প্রদান করলেন। পাগল আবারো অধিক পরিমাণে ফল লাভ করার জন্য ৫০ হাযার সংখ্যার আয়াত পাঠ করে বিমোহিত করল। যেমন- خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ 'যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছর' (মা'আরিজ ৪)। সভাপতি তাকে সবশেষে আখরোটের দশ বস্তা ফল দিয়ে বললেন, ওহে পেটুক? তুমি একাই সব খাও।

পাগল জবাবে বলল, মাননীয় সভাপতি! আপনি আমাকে বদ দো'আ দিচ্ছেন কেন? আমি তো কুরআনের আয়াত পাঠ করেই আপনাদের উপকার করছিলাম। আপনি যদি বিরক্ত না হ'তেন, তাহ'লে আপনার নিকট থেকে এভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ পাঠ করে এক লাখ ২৪ হাযার ফল গ্রহণ করতাম।

অতঃপর পাগল সভাপতিকে লক্ষ্য করে বলল, মহামান্য সভাপতি! আমি সম্বলহীন একজন পবিত্র কুরআনের হাফেয ও নিঃস্ব গরীব। এইভাবে পাগলের বেশে আমি নিজের জীবিকা অন্বেষণ করে থাকি। এই ভরা মজলিসে আপনারা সকলেই মহামান্য ভদ্র ও দেশবরেণ্য খ্যাতিমান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আর আমি নগণ্য-জঘন্য। আমার পরিচয় আপনারা কেউ নিলেন না। এই বলে সে মজলিস ত্যাগ করে বিদায় নিল।

চিকিৎসা জগৎ

বন্ধ্যাত্ব ও তার প্রতিকার

*-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক**

কোন নারীর বয়ঃপ্রাপ্তির পর অর্থাৎ ঋতু দর্শনের বয়সে কোন কারণবশতঃ গর্ভে সন্তান না জন্মালে সাধারণতঃ তাকে বন্ধ্যা বলা হয়ে থাকে। মেয়েদের সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৩ বৎসর বয়সে ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। প্রতি ২৮ দিন অন্তর একবার ঋস্রাব হয় এবং ৩ থেকে ৪ দিন থাকে। প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়সে ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ সময়কে নারীর বয়ঃসন্ধিকাল (Menopause) বলা হয়। ঋতু আরম্ভের বয়স থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালকে "Active sexual period of life" বা 'সন্তান উৎপাদনক্ষম অবস্থা' বলা যেতে পারে।

নারীর জরায়ু বা গর্ভাশয় হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সন্তান তৈরীর কারখানা। দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসের ঋতুস্রাব শুরু হবার পূর্বে ১২ থেকে ১৬ দিনের (মধ্যবর্তী ৫ দিন) মধ্যে একটি পরিপক্ক ডিম্বাণু (Ovam) (কচিৎ একাধিক) ডিম্বকোষ (Ovary) হ'তে বের হয়ে ডিম্বনালী (Fallopian tube) দিয়ে জরায়ুর (Uterus) দিকে আসে এবং ৩ দিন পর্যন্ত উহা বেঁচে থাকে। এ সময়ে পুং শুক্রকীটের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনে গর্ভাধান ঘটে বা গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়।[১]

বন্ধ্যাত্ব একটি রোগ বিশেষ। অন্যান্য রোগের মত বন্ধ্যাত্বেরও যথেষ্ট চিকিৎসা রয়েছে। প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে, রোগ মাফিক ঔষধ প্রয়োগ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে ভাল হয়ে যায়। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তা না বুঝে বিভিন্ন দোষের কথা ভেবে ওঝা বা ফকীরের শরণাপন্ন হয়। এরা তখন নারীর উপর জ্বিন-পরীর আছর হয়েছে এরূপ বিভিন্ন কথা বলে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-তদবীরের নামে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে অর্থ হাতিয়ে নেয়। আবার কেউ পীর বুজুর্গের মাযারে উপস্থিত হয়ে তথায় তাবারক, ছাগল, গরু কিংবা উট মানত করে সিজদাবনত হয়ে ঐ মৃতপীর বা বুজুর্গকে ডেকে সন্তান চাইতে থাকে (নাঊযুবিল্লাহ)। এরা কবর পূজা করে শিরক করে বসে, যে গুনাহ্র কোন ক্ষমা নেই *(নিসা ৪৮)*। অথচ একমাত্র আল্লাহ্র রেযামন্দির জন্যই জান-মাল কুরবানী করতে হবে, সিজদায় লুটে পড়তে হবে এবং তাঁকে ডাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে 'তোমরা একমাত্র আমাকেই ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(মুমিন ৬০)*। মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন সন্তানহীনতার জন্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন, তখন তিনি একমাত্র আল্লাহকে ডেকেই প্রার্থনা করেছিলেন "রাব্বী হাবলী মিনাছ'

* ডি,এইচ,এম,এস, (ঢাকা), হক হোমিও ক্লিনিক, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

১. Dr. J.N. Ghosal, A Text Book of Anatomy & physiology, (Calcutta print).

http://islaminonesite.wordpress.com

ছালেহীন" অর্থ 'হে আল্লাহ! আমাকে সু-সন্তান দান করুন *(ছাফফাত ১০০)*। আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ও সন্তুষ্ট হয়ে নেক সন্তান দিয়েছিলেন। তিনিই হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং পরবর্তীতে হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

সমাজে বহু দম্পতিকে দেখা যায়, তাদের সন্তান নেই বা সন্তান জন্মে না। তাই অন্যান্য সমস্যার মত বন্ধ্যাত্বও সমাজের একটি বড় সমস্যা, যা কোনক্রমেই খাঁট করে দেখার নয়। যাদের সন্তানাদি হয় না বা নেই তাদের এহেন মর্মন্তুদ ব্যথা-যন্ত্রণা অন্যজনের কোনক্রমেই বোধগম্য হ'তে পারে না। একেতো সন্তানহীনতার মনঃকষ্ট তদুপরি সমাজের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন কথা, অপবাদ, টিটকারীতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। শেষে হয়ত দেখা যায়, স্বামী সন্তানের আশায় আর একটা স্ত্রী গ্রহণ করে তাকে নিয়ে মগ্ন থাকে, বন্ধ্যা স্ত্রীর প্রতি তেমন একটা কদর থাকে না। অনেক সময় স্ত্রীকে তালাকের অভিশাপে নিয়ে পিত্রালয়ে মাথা গুঁজতে হয়। কিন্তু এ সমস্যার মূল কারণ নির্ণয় এবং প্রতিকারের সদুপদেশদাতার সংখ্যা অতি নগণ্য।

বন্ধ্যাত্বের কারণঃ

স্ত্রীরোগ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী করা যেতে পারে-

১. বাধাজনিত বাধক (Obstructive Dysmenorrhoea)ঃ বাধক বা ঋতুশুল (Dysmenorrhoea) নারীদের একটি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যাধি। ইহা ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কখনও তার পূর্ব থেকেও হয়ে থাকে। কোন কারণবশতঃ যদি নারীর জরায়ুগ্রীবার (Servix) অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায় তাহ'লে ঋতুস্রাব জরায়ু গহ্বর হ'তে সহজেই নির্গত হ'তে না পেরে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তলপেটে নানা প্রকার ব্যথা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ জরায়ু স্বস্থানে না থেকে সম্মুখদিকে কিংবা পশ্চাদ্দিকে হেলে থাকার জন্য ঋতুস্রাব হ'তে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

জন্মগত কারণের জন্য কিংবা বিবাহের পূর্বে যদি নারীদের এ জাতীয় বাধক হয় তবে তারা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। যেহেতু যে কারণবশতঃ ঋতুস্রাব হ'তে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেকারণেই পুংবীর্য জরায়ু গহ্বরে প্রবেশ করতে না পারায় গর্ভসঞ্চার হ'তে পারে না।[২]

২. ঝিল্লীযুক্ত বাধক (Membranous Dysmenorrhoea)ঃ এ জাতীয় বাধকে ঋতুস্রাবের সময় রক্তস্রাবসহ জরায়ু হ'তে পর্দার মত পদার্থ নির্গত হয়। পর্দাগুলি কখনও ক্ষুদ্র আবার কখনও ২/৩ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কারো প্রতিমাসে কারো ২/৩ মাস অন্তর একবার এরূপ পর্দা নির্গত হয়ে থাকে। এভাবে ঋতুস্রাবের ফলে নারীর শরীর নষ্ট হয়ে যায়। কখনও জীবন সঙ্কটাপন্নও হয়ে পড়ে। এতদ্ভিন্ন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী এমনকি মস্তিষ্ক কিংবা সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর অস্বাভাবিক বিকৃতি উৎপন্ন হয়ে শরীরের ধ্বংস সাধিত হয়। এরূপ রোগগ্রস্থা নারী সন্তানবতী হ'তে পারে না।[৩]

৩. জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Displacement of the uterus)ঃ বিভিন্ন কারণে জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। যেমনঃ হঠাৎ পড়ে গিয়ে বস্তিকোটরে আঘাত, দীর্ঘকাল ধরে কোষ্টবদ্ধতাহেতু মলত্যাগকালে কুন্থন, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের জন্য কষ্টকর কাশি, অত্যধিক কসে কোমরে কাপড় পরা, জরায়ু সংক্রান্ত নানাবিধ রোগের জন্য জরায়ু আবরক ঝিল্লী ও জরায়ুসংলগ্ন বন্ধনীসমূহের দুর্বলতা ও শিথিলতা এবং জরায়ুর মাংসবৃদ্ধি ইত্যাদি। নিম্নোক্ত দু'ধরনের জরায়ুর স্থানচ্যুতিই বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী।

(ক) জরায়ুর সম্মুখাবর্ত্তন (Antiversion or forward displacement of the uterus)ঃ ইহাতে জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে সমগ্র জরায়ুটি সম্মুখ দিকে অত্যধিক হেলে পড়ে। ফলে নারী সন্তানবতী হ'তে পারে না।[৪]

(খ) এন্টিফ্লেক্সান (Antiflexion)ঃ ইহাতে জরায়ুগ্রীবার কোন পরিবর্তন ঘটেনা। উহা স্বস্থানে থাকে কিন্তু জরায়ুর উপরিভাগ বা ফাণ্ডাসটি সম্মুখদিকে হেলে পড়ে। এটিও বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ।[৫]

৪. জরায়ুতে অর্বুদ (Uterine fibroid)ঃ জরায়ু মধ্যে ফাইব্রোমা অর্থাৎ সূত্রময় তন্তু গঠিত অর্বুদ হওয়ার দরুণ প্রচুর রক্ত অথবা অতিরিক্ত জরায়ুস্রাব, জরায়ুবক্রতা ইত্যাদি ঘটে থাকে। ফলে নারীর বন্ধ্যাত্ব এসে যায়।

৫. ডিম্বাধার প্রদাহ (Ovaritis)ঃ ডিম্বাধার বা ওভারীই হচ্ছে নারীর ডিম্ব (Ovam) তৈরীর যন্ত্র। নিম্নোক্ত দু'ধরনের ডিম্বাধার প্রদাহ বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী।

(ক) গুরুতর জ্বরাদি পীড়া হেতু ডিম্বাধারের গ্রেয়াফিয়ান ফলিকলসমূহের মধ্যে প্রদাহ জন্মে এবং তার ফলে ফলিকলসমূহ অনেক সময় ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় নারীগণের বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে থাকে।[৬]

(খ) ডিম্বাধারের কানেকটিভ টিসু মধ্যে প্রদাহ হ'লে অনেক সময় উহা স্ফোটকে পরিণত হয় এবং ঐ স্ফোটক শুষ্ক হয়ে সমস্ত ডিম্বাধারটিকে সঙ্কুচিত করে দেওয়ার ফলেও নারীর বন্ধ্যাত্বের কারণ হয়ে থাকে।[৭]

৬. ডিম্বনালীর প্রদাহ বা স্যালপিঞ্জাইটিসঃ ডিম্বনালী (Fallopian tube) দিয়ে ডিম্বাধার হ'তে ডিম্ব গড়িয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে। কোন কারণবশতঃ ডিম্বনালীর প্রদাহ হ'লে তথায় রক্ত অথবা পানি সঞ্চয় হয়। আবার গনোরিয়া বা টিউবারকুলসিস রোগ থাকার জন্য নলে পুঁজ জন্মে। এভাবে ডিম্বনালীর কার্যকরী ক্ষমতা লোপ পায়। ডিম্বনালীর ঝালরবৎ প্রান্তভাগ বা 'ফিমব্রিয়েটেড এক্সট্রিমিটি' অ্যাডহিসান দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধ্যাত্ব এসে যায়।[৮]

৭. ক্ষতকারীত্ব জরায়ুস্রাবঃ ঋতু বা জরায়ুস্রাব ক্ষতকারী হ'লে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় প্রদেশে ফোস্কা পড়ে, স্রাব কাপড়ে

---

২. ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা (কলিকাতা ছাপা), পৃঃ ৬৯।
৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৭।
৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৯।
৬. স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, পৃঃ ২৮৪।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪।
৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০১।

http://islaminonesite.wordpress.com

লাগলে কাপড় কখনো ছিদ্র হয়ে যায়। সিফিলিস দোষের জন্য স্রাবে ক্ষতকারীত্ব এসে থাকে।[৯] যে সমস্ত নারীর জরায়ু বা প্রদরস্রাবে এরূপ ক্ষতকারীত্ব থাকে তাদের জরায়ুতে শুক্রকীট নীত হ'লে তা সহজেই নষ্ট হ'তে পারে, ফলে তাদের গর্ভাধানের সম্ভাবনা থাকে না।

৮. পুরুষের যৌনগত ত্রুটিঃ অনেক সময় পুরুষের যৌনগত দোষেও স্ত্রীগর্ভে সন্তান আসে না। যেমন-

(ক) হর্মোন ঘটিতঃ গোনাডোট্রপিক হর্মোনের অভাবে নারীর যেমন ডিম্বানু জন্মে না, তেমনি পুরুষেরও শুক্রাণু জন্মে না।[১০]

(খ) ক্রিপ্টর্কিডিজমঃ এর অর্থ অণ্ডকোষে যদি বীচি নেমে না আসে, তাহ'লে টেষ্টিসের সেমিনিফেরাস টিউবিউলগুলি শিশু অবস্থায় রয়ে যায়, তারা শুক্রাণু তৈরী করে না। দু'দিকের বীচিই যদি নেমে না আসে তাহ'লে সে পুরুষের দ্বারা কোন সন্তান জন্মাবে না।[১১]

(গ) স্বামী খোজা বা নপুংসক হ'লে।

(ঘ) কোন কারণবশতঃ উভয়দিকের অণ্ডকোষ উপড়ে ফেললে কিংবা উভয়দিকের বীর্যনালী কেটে ফেললে।

(ঙ) শুক্রকীট নির্জীব বা মৃত হ'লে। হেরোইন, নেশাজাতীয় ঔষধ (Drug) সেবনে যৌনক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

৯. সাইকোসিস দোষঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারক ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রমাণ করেছেন যে, সাইকোসিস দোষ বন্ধ্যাত্বের একটি অন্যতম কারণ। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ সাইকোসিস দোষে আক্রান্ত স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই বন্ধ্যা হয়ে থাকে। দোষটি পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন যন্ত্রসমূহে আক্রমণ করে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। যে সকল স্ত্রীলোকের দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হয় না তাদের স্বামীগণ অনেকেই সন্তান লাভের আশায় পুনরায় বিবাহ করলেও দেখা যায়, সে স্ত্রীরও কোন সন্তানাদি হয় না। সে ক্ষেত্রে দোষটি স্ত্রীদেহের নয়, স্বামীর দেহটিই দোষের আকর এবং স্বামী হ'তেই ঐ দোষটি পুনঃপুনঃ স্ত্রীগণ পেয়ে থাকে।[১২]

তবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উপর সাইকোসিস দোষটির প্রভাব অধিকতর ও মারাত্মক। এজন্য এ দোষে আক্রান্ত নারীদের দুর্গন্ধ প্রদরস্রাব, স্রাব জ্বালাকর ও চুলকানীযুক্ত, জরায়ুর প্রদাহ বা স্থানচ্যুতি, ডিম্বাধার অথবা ডিম্বণালীর প্রদাহ, জরায়ুতে টিউমার বা ক্যান্সার, তজ্জনিত ঋতুস্রাবের নানাপ্রকার গোলযোগ যেমন প্রচুর ঋতুস্রাব বা স্রাবের একেবারে অভাব প্রভৃতি দুষ্ট লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়ে থাকে। এরূপ হওয়াতে গর্ভধারণের ক্ষমতা প্রায়শঃ লোপ পেয়ে যায় এবং নারী বন্ধ্যা হয়ে পড়ে।[১৩]

১০. গর্ভনাশক ঔষধ সেবনঃ এটি বর্তমান কালে বন্ধ্যাত্বের একটি প্রকৃষ্ট কারণ বলা যেতে পারে। বিবাহের পর দেরীতে সন্তান নেওয়ার জন্য হাতুড়ে কবিরাজের শরণাপন্ন হয়ে কোন কোন নারী অপরীক্ষিত ক্ষতিকর গর্ভনিরোধক ঔষধ সেবন করে থাকে। এতে ফল বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ ঔষধ বা বটিকা সেবনে স্ত্রীপ্রজনন যন্ত্রের শুধু বিপর্যয় ও ক্ষতিই হয় না, অনেক সময় জীবনও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।*

বন্ধ্যাত্বের প্রতিকারঃ

১. ঋতুস্রাবের বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত কোন প্রকার গোলযোগ দেখা দিলে সাথে সাথে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

২. অনেক নারীকে দেখা যায়, তাদের ঋতু সংক্রান্ত রোগের কথা লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। রোগ চেপে রাখা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ বিষয়ে স্বামী বা অভিভাবককে সচেতন হ'তে হবে।

৩. অনেক স্বামীকেও দেখা যায়, তারা স্ত্রীর রোগ বিষয়ে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। পরে হয়ত এমন অবস্থায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় যখন স্ত্রীর রোগটি পুরাতন ও জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায়। স্বামীকে এ বিষয়ে অবশ্যই সজাগ হ'তে হবে।

৪. চিকিৎসাকালে কোনক্রমেই অধৈর্য হওয়া ও ঘন ঘন ডাক্তার পরিবর্তন করা ঠিক নয়। কেননা জরায়ুতে টিউমার বা জরায়ুর স্থানচ্যুতি হ'লে ধৈর্যধারণ করতঃ রোগ নির্মূল করতে হবে।

৫. নারীগণকে কসে বা এঁটে কাপড় পরা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. দম্পতির সাইকোসিস অথবা সিফিলিস (রতিজ রোগ) থাকলে অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা নিতে হবে।

৭. হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজের তৈরী গর্ভনাশক ঔষধ সেবন থেকে দূরে থাকতে হবে।

৮. স্বামীর হর্মোনঘটিত বা বীর্যে শুক্রকীটের দোষ থাকলে তদানুযায়ী যথোপযুক্ত চিকিৎসা নিতে হবে।

৯. স্বামীকে নেশাজাতীয় ঔষধ (Drug), হেরোইন প্রভৃতি সেবন থেকে দূরে থাকতে হবে।

১০. সর্বোপরি বন্ধ্যাত্ব নিরাময় ও সন্তান লাভের প্রত্যাশায় বন্ধ্যা দম্পতিকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সর্বাধিক সফলতা পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা সকল দম্পতিকে নেক সন্তান প্রদান করে সমাজের অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

৯. এম, ভট্টাচার্য, পুরাতন দোষের পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা, (কলিকাতা ছাপা)।
১০. A Text Book of Anatomy & physiology, page 344.
১১. A Text Book of Anatomy & physiology, page 466.
১২. পুরাতন দোষের পরিচয় ও তাহার চিকিৎসা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩১।

* প্রবন্ধকার কয়েকজন বন্ধ্যারোগিণীর চিকিৎসার্থে কেসহিষ্ট্রীতে জানতে পেরেছেন, তারা দেরীতে সন্তান নেবার জন্য হাতুড়ে কবিরাজের প্রস্তুতকৃত গর্ভনিরোধক বটিকা সেবন করেছিল, যা নাকি পারদ ও বারুদ ঘটিত ছিল। ফলে তাদের জরায়ু মারাত্মকভাবে দগ্ধীভূত হয়েছে, ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হয়েছে। কেউবা জরায়ুর আলসারসহ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ রোগযন্ত্রণায় ভুগছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

কবিতা

এ'লান

-আতাউর রহমান মন্ডল
অধ্যক্ষ, পুঠিয়া ইসলামিয়া মহিলা কলেজ
পুঠিয়া, রাজশাহী।

কুরআন-সুন্নাহ ডাক দিয়েছে আয়রে ওরে আয়
বাতিল মতের ভিত্তিটারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাই।
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়।
বাতিল মতের ভিত্তিটারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাই।।

ছহীহ যা, তা সত্য সঠিক
বাতিল যা, তা মিথ্যা বেঠিক
বেঠিক ছেড়ে সঠিক পথে
আয় চলি সবাই
বাতিল ছেড়ে ছহীহ পথের পথিক সাজি আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়।
বাতিল মতের ভিত্তিটারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাই।।

বলেছেন যা মহানবী
করেছেন যা বিশ্বনবী
সম্মতি তাঁর ছিল যাতে, সুন্নাহ সঠিক তাই
এ তিন ছাড়া আর যত যা, বাতিল সবই ভাই।
বাতিল ছেড়ে ছহীহ পথের পথিক সাজি আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়।
বাতিল মতের ভিত্তিটারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাই।।

চোখ ধাঁধানো অনেক কিছুই
মন ভোলানো অনেক কিছুই
কুরআন-সুন্নাহ ব্যতিরেকে চলছে যা সদাই
বিদ'আত সে সব নাই তাতে নাই দ্বিধা-দ্বিমত নাই
বিদ'আত ছেড়ে হেদায়াতের পথে চলি আয়।
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
বাতিল মতের ভিত্তিটারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাই।

আয়রে ওরে আয়, আয়রে ওরে আয়
আয়রে ওরে আয়.....।

***

মহানবীর জন্মদিন

-মাশরেকুল আনোয়ার বাবুল
গ্রামঃ বিলবালিয়া পশ্চিম পাড়া
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

মহানবীর জন্মদিন ৯ তারিখ হয়
১২ তারিখ সোমবার কখনও নয়।
জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৯ তারিখ মিলে
তবুও কেন বুঝ আসেনা দেশবাসীর দিলে?
ছহীহ হাদীছে প্রমাণ পাই বহুবার
জন্ম এবং মৃত্যু দিবস হ'ল সোমবার।
৯ই রবী'উল আউয়াল সোমবার দিন
সঠিক জন্ম দিনের প্রতি রাখবো ইয়াক্বীন
১২ই রবী'উল আউয়াল দিবস সোমবারে
রাসূল (ছাঃ)-কে হারিয়ে মোরা ভাসলাম শোক সাগরে।
মীলাদ-মাহফিল করে ভাবি দায় দায়িত্ব শেষ
গড়তে কেন চাইনা মোরা অহিভিত্তিক দেশ?
অহি-ভিত্তিক দেশ ও জাতি গড়তে হবে ভাই
রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দাবী করে তাই।

***

আত-তাহরীক

-আব্দুল হাকীম
শিক্ষক, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

আত-তাহরীক তুমি বহুদিনের প্রতীক্ষিত ধন
তোমারে পেয়ে খুশী মোরা, পথ পেয়েছে কত জন।
কোথায় ছিলে লুকিয়ে তুমি, ঘুমিয়ে ছিলে কোন্ ঘরে
শত বছর পূর্বে না এসে আসলে এত পরে?
তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে ঘুণে ধরা সমাজ জাগে
তোমার পরশ পেলে ধন্য হ'তাম মোরা বহু আগে।
আল্লাহ্র দয়ায় মোদের দেশে আগমন তোমার
শিরক-বিদ'আতের আস্তানাগুলি ভেঙ্গে হবে চুরমার।
দরসে কুরআন দরসে হাদীছ কবিতার সমাহার
মহামনীষীদের জীবন কথা বহু উপদেশ আর
জাল হাদীছ আর মওযূ হাদীছ ধরিয়ে দিলে তুমি
ভুল বুঝে বিদ'আতী হ'ল ছহীহ হাদীছ অনুগামী।
মাযহাবীদের অন্ধ হৃদয়ে সঠিক আলো জ্বেলে
পথহারা মানুষের তরে দিলে নাজাতের পথ খুলে।
বহুদল আর বহু মতাবলম্বী বাংলার মুসলমান
বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে বাড়াতে চায় মান।
কুরআন-হাদীছ সত্যবাণী মনে-প্রাণে জানে
তবুও তা ছেড়ে দিয়ে ফিক্বাহ্র দলীল মানে।
আত-তাহরীক!
তুমি তাদের পথের দিশা, ফিরাচ্ছ পথ পাণে
বানাচ্ছ তুমি খাঁটি মুসলিম আল্লাহ্র মেহেরবানে।
জটিল রোগের চিকিৎসার খবর তোমা হ'তে পাই
দেশ-বিদেশের খবরা খবর তোমার মাঝে ঠাঁই।
বিজ্ঞান বিস্ময় ঘটছে যা আল্লাহ্র দুনিয়ায়
ঘরে বসে পড়ছি মোরা তোমারই পাতায়।
গল্পের মাঝে জ্ঞান শিক্ষা দাও তাইতো তোমায় পড়ি
তোমার মত পত্রিকা পেয়ে নতুন জীবন গড়ি।
সোনামণিদের পাতায় তুমি ধাঁধাঁ শিক্ষা দাও
সাধারণ জ্ঞানের শিক্ষা তুমি সবারে শিখাও।
শত মানুষের প্রশ্নের জওয়াব ছহীহ হাদীছ-কুরআন
আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি বাড়ুক তোমার মান।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

শান্তির দূত

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

আজ মনে পড়ে তাই বারে বারে সেদিনের ইতিহাস
পশুর অধম হয়ে বেরহম মানুষ করিত বাস।
শুধু হানাহানি আর খুনাখুনি চলিত সকল খানে
বড় নিষ্ঠুর হিংস্র পশুর সভাব সবার মনে।
হাতে হাতিয়ার ছিলরে সবার মানুষ নিধন তরে
গোত্র-ক্বাবীলায় খান্দানী খেলায় শুধুই রক্ত ঝরে।
প্রতি ঘরে ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলিত যে দুখানল
সেই দুখানলে ছাই হ'ত পুড়ে গরীব ও কাঙ্গাল।
যারা দুর্বল অভাবী অচল ইয়াতীম ভিখারী যারা
ছিল যে যেমন পশুর অধম ইযযত আবরু হারা।
ক্রীতদাস-দাসী যেন গরু-খাসি বিকাতো গঞ্জে-হাটে
চির গোলামীর পরে জিঞ্জির তাহাদের দিন কাটে।
মদ-জুয়া আর লুট-ব্যভিচার চলিত সকল খানে
পথিকের মাল লুটিয়া সকল মারিয়া ফেলিত প্রাণে।
ছিল না বিচার শুধু অবিচার অসত্য অন্যায়
হত্যা খাড়ার সত্য যে হায় যেত মারা প্রতি ঠাঁই।
আপোষে আপোষে রক্ত যে চোষে খাপকোষে তরবারী
বাধিত লড়াই ঝনঝন তাই উঠিত আওয়াজ তারই।
হ'লে মেয়েছেলে গর্তেতে ফেলে জ্যান্ত রাখিত পুঁতে
মায়া-মততায় পাষাণ হৃদয় একটু পারেনা ছুঁতে।
খানায়ে কা'বায় পেয়েছিল ঠাঁই ঠাকুর তিনশ' ষাট
পূজা পার্বণে রাখিত যতনে হোবল, মানাত, লাত।
প্রথা প্রচলন ছিল অগণন বিশাল আরবময়
কু-শিক্ষা শেষে সবখানে মেশে সকলই দগ্ধ হয়।
আঁধার-তিমিরে পড়িয়া যে মরে সারা দেশ সারা জাতি
পথ দেখাইতে কেবা আসে হাতে লইয়া মশাল বাতি।
দেশ-জাতিটারে কেবা উদ্ধারে কে আজ বাঁচাবে তাই
কোটি প্রাণ হায় তার সে আশায় পথ শুধু চেয়ে রয়।
তাই তো সেদিন আসিল সুদিন আরবমরুর বুকে
হাসিল আকাশ হাসিল বাতাস আলোক সূর্য দেখে।
খুশীর জোয়ার ছুটে চলে আর আনন্দ উৎসব
তাই সবখানে বুঝি নবপ্রাণে উঠে তারই কলরব।
সারা বিশ্বের গণমানুষের মুক্তি সনদ হাতে
শিকল ভাঙ্গার পালা যে এবার বজ্র বিষাণ সাথে।
শান্তির দূতে শান্তি যে দিতে আসিলেন ধরাধামে
আজ বুঝি তাই দগ্ধ ধরায় শান্তির ঢল নামে।
বিগত দিনের ছিল যত জের অন্যায় অবিচার
হক্ব এসে তার বাতিল প্রথার করে দিল চুরমার।
মুক্তি এবার জীবনে সবার এলো সারা পৃথিবীতে
মানুষের নবী করুণার ছবি এলেন আল্লাহ্‌র বিধান হাতে।
তাঁর আগমনে মরুর গগনে উঠিল যে তাকবীর
সৃষ্টি আল্লাহ্‌র সকলে এবার খুশিতে যে অস্থির।
মনগড়া যত কত শত শত মানুষের মতবাদ
আল্লাহ্‌র বিধানে এ পাক যমীনে সব হ'ল বরবাদ।
পাক পরোয়ারে মনোনীত করে দিলেন সংবিধান
দানব-মানবে সৃষ্টির সবে দিতে যে পরিত্রাণ।
মানুষ এবার পেল উদ্ধার লভিল শান্তি ধাম
সারা পৃথিবীতে ধর্ম বলিতে স্থান পেল ইসলাম।
যারা মানল না যারা জানল না আল্লাহ ও নবীর কথা
করিল যাহির পথ গুমরাহীর আল্লাহদ্রোহী তারা হেথা।
এলেন ধরাতে তাই নিয়ে সাথে আসমানী সেরা কালাম
এ ভূবনময় ধ্বনি ওঠে তাই ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

***

বাংলার মাতৃত্ব

-আব্দুল মোনায়েম
সোনাডাংগা সাহেব বাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

সব শিশুর অন্তরে যেমন পিতা
লুকিয়ে থাকে, তেমনি থাকে মাতা।
কৈশোরের পরিপূর্ণ মেয়ে যখন
কড়া নাড়ে যৌবনে,
তখন সে তার মাতৃত্বের মূল্যায়ন করতে জানে না।
যেমন জানে না কাক, তার বাসার শিশু
কোকিল না কাক!
ঝরনার বিশুদ্ধ পানি নিজের পবিত্রতা
সম্পর্কে তখনি বুঝতে পারে, যখন
সে মিলিত হয় দূষিত নদী বা লোনা সাগরে।
মাতৃত্বের অবমূল্যায়নও প্রকাশ পায় তখন
যখন তার সন্তান কলঙ্কিত হয়।
মাতাকে তো আমি সেদিন চিনেছি
যেদিন শুনেছি পিতৃত্বের তিনগুণ সমান মাতৃত্ব।
শুনেছি হুঁশিয়ারী শুয়াতে কবরে মা ফাতেমাকে
মাতৃত্ব যদি তেমনি থাকত! কে করত
বল, মায়েরে বেইযযত?

***

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মু'আদালাহ

সম্প্রতি সঊদী আরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ডীন প্রেরিত এক চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র মাধ্যমিক (ছানুবিয়া) ডিগ্রীকে এখন থেকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছানুবিয়া ডিগ্রীর সমমান হিসাবে গণ্য করা হ'ল। এর ফলে নওদাপাড়া মাদরাসা থেকে উক্ত ডিগ্রী অর্জনকারী ছাত্ররা সরাসরি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন অনুষদে (Facalty) সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে পারবে। তবে আল-কুরআন অনুষদে ভর্তি হওয়ার জন্য হাফেয হওয়ার শর্ত রয়েছে।

[আমরা এই সুসংবাদটির জন্য বহুদিন অপেক্ষায় ছিলাম। এর ফলে বাংলাদেশী ছাত্রদের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম হ'ল। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তরঃ

১. জুড়াইছড়ি (রাঙ্গামাটি)।
২. কাপ্তাই বাঁধ (রাঙ্গামাটি)।
৩. বেগম সুফিয়া কামাল।
৪. ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।
৫. ব্রজেন দাস।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)-এর সঠিক উত্তরঃ

পাশাপাশিঃ

১. মি'রাজ ২. ফাতেহা ৪. কাতার ৫. সালাম ৬. নকল ১০. দান ১২. মোহর ১৩. সাজদাহ।

উপর-নীচঃ

১. মিশকাত ২. ফায়সাল ৩. হাশেম ৮. কম ৯. ওকাজ, ১০. দাহর ১১. নারী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)

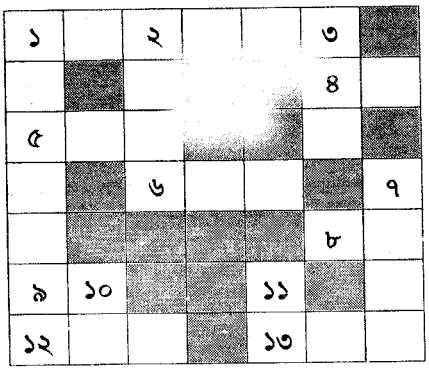

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❐ পাশাপাশিঃ

১. নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে যে জনপ্রিয় পত্রিকার উত্থান।
৪. Twenty-এর বাংলা শব্দ।
৫. ছালাতে পড়ার জন্য মহানবী (ছাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে যে দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন।
৬. ছেলের একটি আকর্ষণীয় প্রতিশব্দ।
৮. সঊদী আরবের 'জাবালুন নূর' পর্বতের একটি গুহার নাম।
৯. চাঁদ, সূর্য ছাড়াও যা দ্বারা আল্লাহ আকাশ সজ্জিত করেছেন।
১২. ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।
১৩. Ideal এর বাংলা রূপ।

❐ উপর-নীচঃ

১. মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর অবতীর্ণ করেছেন।
২. মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের নাম।
৩. মহানবী (ছাঃ)-এর সভায় হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) যা পড়তেন।
৭. Consultation এর বাংলা রূপ।
১০. একটি সূরার নাম।
১১. প্রার্থনা।

একটু খানি বুদ্ধি খাটাও

১। তিন অক্ষরে নাম তার পকেটেতে রয়, মাঝের অক্ষর বাদ দিলে লেখার বস্তু হয়। প্রথম অক্ষর বাদ দিলে বাজারে গিয়ে উঠে, শেষের অক্ষর বাদ দিলে রাস্তা দিয়ে হাঁটে।

২। তিন অক্ষরে নাম তার এমন এক প্রাণী মাঝের অক্ষর কেঁটে দিলে ছাল বাহির হয় জানি।

৩। হাত নেই পা তার চলে পরের জোরে, ঘনকালো বনটাকে সমান ভাবে ধরে।

৪। তিন বর্ণে নাম তার সকল জীবে রয়, প্রথম বর্ণ বাদ দিলে পিঠে চড়া যায়।

৫। ছয় পায়ে আসে, চার পায়ে বসে, দুই পা খসে, গ্রীষ্মকাল ভালবাসে।

** সংকলনেঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান*
সহ-পরিচালক সোনামণি শাখা
রাজশাহী মহানগরী।

যাদু নয় বিজ্ঞান

অংকের উত্তর বলে দেওয়ার অভিনব কৌশলঃ

পরিচালক তার শাখার এক সোনামণিকে যে কোন একটি সংখ্যা মনে মনে ভাবতে বলবেন। সেই সংখ্যাটিকে ২ দ্বারা গুণ করতে বলবেন। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে পরিচালক তাকে ১০ যোগ করতে বললেন।

এবার প্রাপ্ত ফলাফলটিকে ২ দ্বারা ভাগ করতে বলবেন এবং প্রথমে মনে মনে ভাবা সংখ্যাটিকে ভাগফল থেকে বিয়োগ করতে বলবেন।

অতঃপর সোনামণিকে কোন রকম প্রশ্ন না করে দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিবেন সর্বশেষ বিয়োগ ফল হবে ৫।

যেমনঃ {(৩×২+১০)-২}-৩=৫

নিয়মঃ মনে মনে ভাবা সংখ্যাটি ছিল ৩, তার সাথে ২ গুণ ও ১০ যোগ করলে হবে ১৬। এবার ১৬ কে ২ দ্বারা ভাগ করলে হবে ৮। অতঃপর ৮ থেকে প্রথম মনে মনে ভাবা সংখ্যাটিও বিয়োগ করলে ভাগফল হবে ৫।

উত্তর বলে দেওয়ার নিয়মঃ পরিচালক যা দিবে তার অর্ধেক উত্তর হবে যেমন (১০-২)=৫। তদ্রূপ ২০ দিলে উত্তর হবে ১০ ইত্যাদি।

** সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
কেন্দ্রীয় পরিচালক সোনামণি শাখা।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি প্রশিক্ষণঃ

(১) **মোহনপুর, রাজশাহীঃ** গত ৬ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৮টা হ'তে জুম'আ পর্যন্ত কৃষ্ণপুর, মোহনপুর রাজশাহীতে ২টি শাখার ৫০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সোনামণি হুসনেআরা-এর কুরআন তেলাওয়াত, ইসরাত জাহান-এর জাগরণী ও আব্দুল মান্নান-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়।

সোনামণি সংগঠনের নামকরণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং ৫টি নীতিবাক্যের উপর আলোচনা রাখেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। ইসলামের আলোকে বন্ধু নির্বাচনের পদ্ধতি, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম ও সোনামণি অত্র শাখার পরিচালক মাওলানা এমদাদুল হক্ব।

অতঃপর কৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক। উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদে সেদিন জুম'আ থেকেই মহিলাদের জামা'আত শুরু হয়। প্রায় ১০০ জন মহিলা ও সোনামণি মেয়েদের জামা'আতে শরীক হন।

(২) **মাখনপুর, রাজশাহীঃ** গত ৬ এপ্রিল বিকাল ৩টা হ'তে মাখনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২০ জন সোনামণি, ৭ জন যুবক ও সুধীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দেন নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র শরীফুল ইসলাম ও সোনামণি রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার এবং সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত মসজিদের ইমাম এবং সোনামণি অত্র শাখার পরিচালক আব্দুল বারী।

(৩) **হাতেম খাঁ, রাজশাহীঃ** গত ১৩ এপ্রিল শুক্রবার বাদ আছর হ'তে ২টি সোনামণি শাখার ৪০ জন সোনামণি ও ৭ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও উক্ত মসজিদের মুআয্যিন মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ-এর জাগরণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সোনামণিদের ৭টি স্থায়ী কর্তব্য ও ৪ দফা কর্মসূচী এবং সাধারণজ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন মহানগরীর সহ-পরিচালক খুরশীদ আলম ও ওয়ালিউল্লাহ এবং সুমন ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী যেলার পরিচালক নযরুল ইসলাম এবং তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন মুনীরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের উপর প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় পরিচালক।

শিক্ষা সংগীত

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

বই, খাতা, আমাদের প্রতিবেশী
কলম আমাদের সাথী,
আমাদের কাজ লেখাপড়া
যাতে বাড়ে জ্ঞান-জ্যোতি।
সকাল-বিকালে সময়মত
পড়তে বসে পড়ি ভাই
সুন্দর জীবনের জন্য মোরা
বেশী করে পড়ে যাই।
গড়েছে যে জন সোনার জীবন
আমরা জানি তাঁর খ্যাতি। ঐ
আব্বু, আম্মু, শিক্ষকের কথা
মেনে চলি নিয়মিত
পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখি
কাজ থাকুক যত শত। ঐ
বড়দের দেই সালাম মোরা
ছোটদের করি আদর
খেলার সময় খেলতে যাই
পড়তে বসি তারপর।
প্রতিদিন আসতে স্কুলেতে
বলনা কার কি ক্ষতি। ঐ

***

লেখকদের প্রতি আহ্বান

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্য অঙ্গণে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক 'আত-তাহরীক' শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। সে কারণ বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখক বৃন্দকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইলঃ

১। পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিকহগ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২। লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩। সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত হ'তে হবে।

৪। লেখার সাথে লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

কুকুরের মমত্ববোধ!

একটি কুকুর একটি নবজাতক মানব শিশুকে মুখে করে গত ২৮শে মার্চ সকালে নরসিংদীর পলাশ উপযেলার আযীমুদ্দীনের বাড়ীতে হাযির হয়। শিশুটির দেহে তখনো প্রসবকালীন নাড়ি ঝুলছিল। আযীমুদ্দীনের পুত্রবধূ তাসলীমা কুকুরটিকে ধাওয়া করলে নবজাতককে ফেলে কুকুরটি পালিয়ে যায়। শিশুটিকে নড়াচড়া করতে দেখে তাসলীমা দ্রুত নাড়ি কাটাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, শিশুটির শরীরে কুকুরের দাঁতের সামান্যতম আঁচড়ও পড়েনি। আযীমুদ্দীনের মেজ ছেলে ফারূকের নিঃসন্তান স্ত্রী শিশুটিকে এখন আপন সন্তানের মত লালন-পালন করছে।

[কি মমত্ববোধের সাথেইনা কুকুরটি সদ্য প্রসূত এই মানব শিশুকে মুখে করে নিয়ে এসেছে! সত্যিই অভিভূত হওয়ার মত দৃশ্য। কে জানে কুকুরটি কোথা থেকে নিয়ে এসেছে এই নবজাতককে? হ'তে পারে ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত কারু পাপের ফসল। অথবা অন্যকিছু। এরপরও কি আমাদের বিবেক জাগ্রত হবে না? -সম্পাদক]

'গোট প্লেগ' সারা দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে

'গোট প্লেগ' সারা দেশে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে কমপক্ষে ২৫ হাযার ছাগলের মৃত্যু হয়েছে এবং আরো অন্তত ৩০ লাখ রোগাক্রান্ত ছাগল মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুরেই মারা গেছে প্রায় ১৫ হাযার।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম এই রোগ দেখা দেয়। তখনই এই রোগটি সারা দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারী হিসাব মতে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সারা দেশে এই রোগে মোট ৭০ লাখ ছাগলের মৃত্যু হয়। বর্তমানে দেশে মোট ২ কোটি ১০ লাখ ছাগলের অধিকাংশই দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১ পাস

বহুল আলোচিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিল ২০০১' গত ৮ই এপ্রিল রবিবার জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। কোন আলোচনা ছাড়াই কয়েক মিনিটের মধ্যে বিলটি পাস হয়ে যায়। ভূমি প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্জ রাশেদ মোশাররফ অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা তার বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারীর কাছে প্রত্যর্পণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিধান সম্বলিত বিলটি পাস করার জন্য সংসদে উত্থাপন করেন। বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়ে যায়। পাসকৃত বিল অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত জমি ও ভবনাদির যেগুলি সরকারের দখলে আছে সেগুলি সম্পত্তির মূল মালিককে বা তার উত্তরাধিকারীকে বা তার স্বার্থাধিকারীকে ফেরত দেয়া হবে। তবে তাকে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা হ'তে হবে।

পাসকৃত বিলের বিধান অনুসারে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির মালিক উক্ত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করতে পারবেন। ট্রাইব্যুনাল অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আবেদন এই আইন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কি-না এবং আবেদনের সমর্থনে আপাতদৃষ্টে পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল হয়েছে কি-না তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ডিক্রীকৃত সম্পত্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যেলা প্রশাসক অনধিক ৩০ দিনের নোটিস দিয়ে দখল পরিত্যাগের নির্দেশ দিবেন এবং তদনুসারে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ করলে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝিয়ে দিবেন। নোটিস অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দখল পরিত্যাগ না করলে পুলিশ ফোর্সের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রমতে কোন স্থাপনা অপসারণ করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে দখলদারকে উচ্ছেদ করে ডিক্রী প্রাপককে দখল বুঝিয়ে দিবেন।

উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬৫-এর ১৮২ বিধি মোতাবেক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের যেসব নাগরিক ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ তারিখে ভারতে অবস্থানরত ছিলেন বা ঐ তারিখ হ'তে ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং যরূরী অবস্থা প্রত্যাহারের তারিখ পর্যন্ত ভারতে গমন করেছিলেন, তাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' বলে গণ্য হয়। এর ব্যবস্থাপনা উপ-তত্ত্বাবধায়কের উপর ন্যস্ত করা হয়। যরূরী অবস্থা প্রত্যাহার করার পর শত্রু সম্পত্তি অধ্যাদেশ ১৯৬৯-এর বিধানসমূহ বলবৎ রাখা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'অর্পিত সম্পত্তি আইন ১৯৭৪' জারি করা হয়। এ আইনের ৩ ধারা মোতাবেক 'অর্পিত সম্পত্তি' সরকারের উপর বর্তায়।

রৌমারী সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারত প্রচণ্ড যুদ্ধে ৪০ জন বিএসএফ ও ৩ জন বিডিআর নিহত ও ভারতীয় জঙ্গী বিমানের আকাশ সীমালংঘন

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপযেলার পর্যটনকেন্দ্র জাফলং-এর অনতিদূরে ছায়াঘেরা পাদুয়া গ্রামটিসহ ২৩০ একর জমি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গত ৩০ বছর ধরে ভারতীয় বিএসএফ-এর দখলে রয়েছে। বারবার আলোচনা ও আশ্বাস ব্যর্থ করে দিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন লংঘন করে সোনারহাট সীমান্তে একদিনের মধ্যে তারা ৩ ফুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট দীর্ঘ একটি আধাপাকা সড়ক নির্মান করে। এটা নিয়ে উভয় পক্ষে ১৪ই এপ্রিল পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। ১৫ই এপ্রিল রাতে বিএসএফ পাদুয়া সীমান্তে একতরফা গুলীবর্ষণ করে, যা ভোর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইতিমধ্যে বিডিআর এ্যাকশন শুরু করে এবং এক পর্যায়ে বিএসএফকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তখন তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এরই প্রতিশোধ নিতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) মাত্র তিনদিনের মাথায় ১৮ এপ্রিল কুড়িগ্রাম রৌমারী সীমান্তের বড়াইগ্রাম ও হিজলমারী সীমান্ত ঘাঁটি দু'টি দখল করার জন্য আকস্মিকভাবে ভোররাতে হামলা চালালে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স (বিডিআর) আত্মরক্ষামূলক পাল্টা গুলী বর্ষণ করে।

সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জামালপুরস্থ ৩৩

http://islaminonesite.wordpress.com

রাইফেল্‌স ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল এস, যামান দাবী করেন যে, গত বুধ ও বৃহস্পতিবারের গোলাগুলীর ঘটনায় ৪০ জনের বেশী নিহত হয়েছে। এরপর আমরা ১৫টি লাশ পেয়েছি। বাকী লাশগুলো কয়েকটি তারা রাতের আঁধারে নিয়ে গেছে। কয়েকটি এখনও ধানক্ষেতে পড়ে আছে। এ বক্তব্য অনুযায়ী রৌমারী সীমান্তে দু'দিনের গোলাগুলীতে ৩ জন বিডিআর ও ৪০ জন বিএসএফ সহ নিহতের সংখ্যা ৪৩ জনেরও বেশী। শুক্রবারের পতাকা বৈঠকের সময় বিএসএফ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, ৩ দিন যাবৎ তাদের বেশকিছু সদস্যকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ,এল,এম ফযলুর রহমান জানান, কোনরকম উস্কানি ছাড়াই ভারত একতরফাভাবে এ হামলা চালিয়েছে। ঘটনার দিন ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ৩০০ বিএসএফ আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা লংঘন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বড়াইগ্রাম বিওপি ও হিজলমারী বিওপি দু'টির উপর গুলী বর্ষণ শুরু করে। এই বর্বরোচিত হামলার জবাবে বিডিআরও পাল্টা গুলী বর্ষণ করে। দিনভর উভয় পক্ষের দফায় দফায় গুলী বর্ষণে সীমান্তবর্তী প্রায় ৪০টি গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। মানুষজন ঘরবাড়ী ছেড়ে গরু-বাছুর নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে স্কুল, মাদরাসা ইত্যাদিতে আশ্রয় নেয়।

উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ মেডিকেলে ময়না তদন্ত শেষে ১৬ জন বিএসএফ-এর লাশ জামালপুর যেলার ঝাউডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকটে হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত বন্দী তিনজনকেও চিকিৎসা শেষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গত ১৯শে এপ্রিল কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সীমান্তে ভারতীয় জঙ্গী বিমান দু'বার আকাশসীমা লংঘন করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। তাদের একটি জঙ্গী হেলিকপ্টার থেকে গুলী বর্ষণের ফলে বারবান্ধা গ্রামের ২০টি বাড়ী ধ্বংস হয়। এর ফলে সুন্দরবন থেকে সিলেট পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য যে, এত বড় একটা ট্রাজেডী সত্ত্বেও সরকারীভাবে কোন রূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়নি। বরং ২৩ শে এপ্রিল রাতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ৩০ মিঃ টেলিফোন আলাপের মাধ্যমে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, সরকারী নির্দেশে বিডিআর-এর পুনঃদখলকৃত পাদুয়া গ্রামটি থেকে বিডিআরকে পিছু হটে আসতে বাধ্য করা হয়েছে।

চিনির উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হ্রাস

দেশে চিনির উৎপাদন আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের চিনির বাজার দখল করে নিয়েছে আমদানীকৃত ও ভারত থেকে চোরাচালানে আসা চিনি। চলতি বছর দেশে চিনির চাহিদা ৩ লাখ ৬০ হাযার মেট্রিক টন চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের ১৫টি চিনিকল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করেছিল ১ লাখ ৫০ হাযার মেট্রিক টন। অথচ উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৯৯ হাযার মেট্রিক টন। এত বিপুল পরিমাণ উৎপাদন ঘাটতি ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। অপরদিকে 'চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন' গত ১০ বছরে লোকবল অনেক কমালেও এর লোকসান কমেনি। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে চলতি ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৬-৯৭ সালে লাভ করলেও কর্পোরেশন ১০ বছরে ৪৬৬ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এর মধ্যে ২০০০-২০০১ সালে ৮০ কোটি, ১৯৯৯-২০০০ সালে ৮১ কোটি এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে ৪০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে।

কর্পোরেশনের একটি সূত্র জানায় যে, চাষীরা চিনিকল থেকে ঋণ নিয়ে আখ উৎপাদন করে। অথচ অধিক মূল্য প্রাপ্তির কারণে চিনিকলের পরিবর্তে গুড় উৎপাদকদের কাছে আখ বিক্রি করে দেয়। এতদিন চিনিকলে আখ মণ প্রতি ৩৭ টাকা ৫০ পয়সা এবং আখ ক্রয় কেন্দ্রে আখ মণ প্রতি ৩৭ টাকা ছিল। ২০০০-২০০১ মৌসুমে এ দাম বাড়িয়ে মিল গেটে ৪১ টাকা ৫০ পয়সা ও ক্রয় কেন্দ্রে ৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে গুড় উৎপাদনকারীরা প্রতি মণ আখ ৫০-৫৫ টাকায় কিনছে। সেকারণ চাষীরা চিনিকলে আখ বিক্রি করছে না। ১৯৫৬ সালের আইনানুযায়ী আখ মাড়াই মৌসুমে চিনিকল এলাকায় কোন প্রকার পাওয়ার ক্রাশার বা গুড় তৈরী এমনকি গুড় পরিবহন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কিন্তু এ আইন কাগজপত্রেই আছে। রাজশাহী বিভাগের ৫টি চিনিকলের আখের ঘাটতি হচ্ছে প্রায় আড়াই হাযার গুড় তৈরীর পাওয়ার ক্রাশারের কারণে। আখের অভাবে এখন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কম নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং কম চিনি উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু দেশে চিনির চাহিদা বেড়েই চলেছে। একারণে চিনি আমদানী করতে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে যাচ্ছে এবং ভারত থেকে চোরাপথে চিনি চোরাচালান বেড়েই চলেছে।

২৩ ডলারের পাথর ১৪ ডলারে বিক্রির সিদ্ধান্ত

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা

উত্তর কোরীয় কোম্পানীর চুক্তি অনুসারে বিনিয়োগে ব্যর্থতা এবং উত্তোলিত গ্রানাইট বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রকল্পটি আগামী জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও উত্তর কোরীয় কোম্পানী চুক্তির ১৫ কোটি ৯০ লাখ ডলারের মধ্যে এ যাবত সর্বসাকুল্যে ৭ কোটি ২০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে। বর্তমানে কোরীয় সংস্থা নতুন কোন বিনিয়োগ করছে না। এদিকে প্রকল্প থেকে উত্তোলিত গ্রানাইট যথাযথভাবে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় উত্তোলিত পাথরে প্রকল্প এলাকা পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে প্রতি টন গ্রানাইট যেখানে ২৩ মার্কিন ডলারে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তা এখন ১৪ ডলারে বিক্রির প্রস্তাব সরকারের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে খনির অভ্যন্তরে রাস্তা উন্নয়নকালে ১৯৯৮ সালের অক্টোবর থেকে কঠিন শিলা উত্তোলিত হচ্ছে। উন্নয়ন সময়ে এ যাবত ১ লাখ ৯৫ হাযার টন পাথর আহরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিক্রি ও প্রকল্পের নিজস্ব নির্মাণ কাজ বাবদ ১৫ হাযার মেট্রিক টন ব্যবহৃত হবার পর ১ লাখ ৮০ হাযার মেট্রিক টন উত্তোলিত পাথর প্রকল্প এলাকায় পড়ে আছে। এর সাথে প্রতি মাসে উত্তোলিত ১৫ হাযার মেট্রিক টন যুক্ত হচ্ছে। এভাবে খনি উন্নয়ন কালীন সময়ে ৪ লাখ ২০ হাযার মেট্রিক টন পাথর প্রকল্প এলাকায় জমা হবে।

কোম্পানী প্রকল্পে নতুন করে বিনিয়োগ না করায় বাংলাদেশ

http://islaminonesite.wordpress.com

সরকারের সরবরাহকৃত অর্থই এখন প্রকল্পে খরচ করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্ধারিত জুন ২০০১ সালে সম্পন্ন হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি বাস্তবায়নের জন্য উত্তর কোরিয়ার সাথে ১৯৯৪ সালে টার্নকী ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হ'লে এখান থেকে বছরে ১৬ লাখ ৫০ হাযার মেট্রিক টন গ্রানাইট উত্তোলিত হওয়ার কথা। ১.২ বর্গকিলোমিটার খনি এলাকায় ১৭ কোটি ৪০ লাখ টন পাথর মওজুদ রয়েছে। এখান থেকে ৭০ বছরের বেশী সময় ধরে পাথর উত্তোলিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হিমোফিলিয়াঃ প্রতি ২ কোটি লোকের জন্য ১টি বেড

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ১৭ এপ্রিল 'বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস' পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, রোগী এবং রোগীদের অভিভাবকগণের এক সমাবেশ পিজি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী ও রোগীদের অভিভাবকগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সোসাইটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম এবং এডভাইজারী বোর্ড চেয়ারম্যান সহ অনেক বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, প্রায় ২ শতাধিক মানুষ দেশে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে।

অনুষ্ঠানে অশ্রুসিক্ত রোগীদের আহ্বান ছিল, তাদের জীবনের প্রয়োজনে অপরিহার্য ঔষধ (একটি ইনজেকশন)-এর ট্যাক ও ভ্যাটসহ সকল প্রকার কর প্রত্যাহার করা হউক। এই ইনজেকশনের দাম বর্তমানে ৪ থেকে সাড়ে ৪ কিংবা ৫ হাযার টাকা। হিমোফিলিয়া আক্রান্ত রোগীর প্রতিদিন একটি থেকে ২টি ইনজেকশন প্রয়োজন হয়। এমনকি এই রোগে আক্রান্ত রোগীর অপারেশনের ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ হাযার টাকার ইনজেকশন দরকার হয়ে থাকে।

ডাঃ এবিএম ইউনুস বলেন, এই রোগে একবার আক্রান্ত হ'লে শুরুতেই যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়া হ'লে পঙ্গুত্ব বরণ অবশ্যম্ভাবী কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ ব্যাগ পর্যন্ত রক্ত এবং ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ইনজেকশন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার ব্যয়ভার বহন দেশের ৯০ ভাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া এই ইনজেকশন খুবই দুর্লভ এবং সচরাচর পাওয়া যায় না। তিনি জানান, দেশের ১২ কোটি মানুষের জন্য এই রোগ চিকিৎসায় মাত্র ৬টি বেড আছে এবং সেটা শুধু ঢাকা পিজি হাসপাতালে। অর্থাৎ প্রতি ২ কোটি লোকের জন্য একটি বেড।

জনৈক মীযানুর রহমান জানান, সঠিক চিকিৎসার অভাবে অর্থাৎ যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করতে না পারায় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ না পাওয়ায় তার এক ভাই তিনদিন রক্তক্ষরণের পর মারা গেছে। বাকী এক ভাই এই রোগে ভুগছে। নিয়মিত ইনজেকশন নিচ্ছেন তারা। তাদের একজনের জীবন বাঁচাতে ১৭ লাখ টাকার ইনজেকশন লেগেছে।

হরতালের পেট্রোল ঝলসে দিল বেবীচালকের দেহ

১, ২, ৩ এপ্রিল টানা তিনদিন হরতালে রাস্তায় নামতে পারবে না, তাই ৩১শে মার্চ শনিবার সারারাত বেবিট্যাক্সি চালিয়েছিল সাঈদুল ইসলাম। বাড়ীতে অপেক্ষমান স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখে খাবার তুলে দেওয়ার তাকীদে সারারাতের এই কাজকে কষ্টই মনে করেনি সে। হরতাল শুরুর ঠিক আগে যখন ঘরে ফিরছিল, পকেটে সারারাতের রোজগার, তখন হয়তো তার ঠোঁটের কোণে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু হরতাল তার এই সুখটুকুইবা হ'তে দিবে কেন? বেবিচালক সাঈদুল ইসলাম (৩৫) তার বেবিট্যাক্সি (ঢাকা মেট্রো ত ১২-৩৫০৩) নিয়ে উত্তর মুগদাপাড়ায় ঝিলপাড়ের মেসে ফেরার পথে গত ১লা এপ্রিল রোববার সকাল ৬টায় বারিধারা নতুন বাজারের সামনে পিকেটারদের হাতে আক্রান্ত হয়। ছয়-সাতজন পিকেটার তাকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নিমেষেই ঝলসে দেয় তার সারা দেহ। পিকেটাররা তারপর উল্লাস করতে করতে আগুন লাগিয়ে দেয় বেবিট্যাক্সিতেও। এক দয়ালু রিক্সাচালক অচেতন সাঈদুলকে পৌঁছে দেয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ ওয়াহীদুর রহমান জানিয়েছেন, তার শরীরের ৭২ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ অবস্থায় বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ওদিকে ময়সনসিংহের আয়নাতলী গ্রামে অপেক্ষা করছে স্ত্রী আমেনা খাতুন, কন্যা নাসিমা ও মিনা, পুত্র রফীক্ব ও রানা এবং বাবা রজব আলী ও মা জরিনা বেগম। সাঈদুল ঢাকা থেকে টাকা পাঠালে ওরা তাই দিয়ে কোন রকমে দু'মুঠো খাবে কিংবা কচি বাচ্চা রানা পাবে একটু দুধ।

[জনগণের অধিকার আদায়ের নামে গরীবের বন্ধু রাজনীতিকরা হরতালের নামে এভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে থাকেন প্রতিনিয়ত। ভয়ার্ত জনগণ রাস্তায় বের না হ'লে তারা সেটাকেই বলেন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। জনগণকে হত্যা করা, পঙ্গু করা, লুটপাট করা, গাড়ী ভাঙ্গা, জ্বালানো-পোড়ানোর এই হরতাল নাকি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। নেতা-নেত্রীরা যাই-ই বলেন, তাই-সত্য। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবুও বলব, ঐ গরীব বেবীচালকের জীবন হানি অথবা পঙ্গুত্ববরণ এবং তার অসহায় পরিবারের অন্ধকার ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্ব হে নেতা-নেত্রী তোমরা গ্রহণ করবে কি? দুনিয়ায় তোমাদের বিচার করবার কেউ নেই। কিন্তু মহাবিচারক আল্লাহ্‌র দরবারে তুমি কি জবাব দিবে ভেবে দেখেছ কি? -সম্পাদক]

সংসদ সদস্যদের নিকট প্রায় সোয়া ৫ কোটি টাকা টেলিফোন বিল বাকী

সংসদ সদস্যদের নিকটে প্রায় সোয়া ৫ কোটি টাকা টেলিফোন বিল বকেয়া রয়েছে। ইতিমধ্যে বিল আদায়ের জন্য সরকারের পক্ষে উকিল নোটিস প্রদান করেছে 'বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এণ্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট'। গত ১৬ এপ্রিল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের চেয়ারম্যান নোটিস ডিমাণ্ডিং জাষ্টিস প্রদান করেছে।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করে ট্রাষ্টের পক্ষে বলা হয়, ৫ম জাতীয় সংসদের ২৬৬ জন সংসদ সদস্য ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৮ হাযার ৮৯৮ টাকা টেলিফোন বিল পরিশোধ করেননি। বর্তমান সংসদের ২১৬ জন সদস্যের নিকট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৩৪ হাযার ৮৫৫ টাকা বিল বকেয়া রয়েছে। ট্রাষ্টের পক্ষে বলা হয়ঃ সংসদ সদস্যগণ দেশের বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত নাগরিক ও জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। প্রাপ্য এই সকল সুবিধানুযায়ী তারা একটি টেলিফোন সংযোগ এবং প্রতিমাসে চার হাযার টাকা করে টেলিফোন বিল পেয়ে থাকেন। কিন্তু বিল পরিশোধের জন্য টাকা তুলে নিলেও অধিকাংশ সংসদ সদস্য টেলিফোন বিল পরিশোধ না করায় তাদের নিকট এত

http://islaminonesite.wordpress.com

বিপুল পরিমাণ বিল বকেয়া পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে, সাধারণ গ্রাহকদের লাইন বকেয়া বিলের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হ'লেও সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে বিটিটিবি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বর্ষণঃ নিহত ১০

যশোরে উদীচী আর ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলায় হতাহতের পর গত ১৪ই এপ্রিল ২০০১, ১লা বৈশাখ ১৪০৮ শনিবার সকালে রমনার বটমূলে 'ছায়ানটে'র বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে পুনরায় বোমা হামলা হয়েছে। এতে ঘটনাস্থলে ৭ জন সহ মোট ১০ জন নিহত ও প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে রাজধানীর ঘরে ঘরে উদ্বেগাকুল অভিভাবকগণ নিজ নিজ সন্তানদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। সাকাল ৮ টা ৫ মিনিটে পটকার স্বল্প আওয়াজে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় মঞ্চের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত আসনের ৮/১০ গজ সামনে। মূল মঞ্চ থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব আনুমানিক ২০ গজ। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সকাল ৬টায়।

পুলিশ সূত্র বলেছে যে, রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানস্থল আগের রাতে স্ক্যানিং মেশিন ও ডগস্কোয়াড দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং রাত থেকে পুলিশ পাহারাও ছিল। বোমা বহনকারীরা শরীরে লুকিয়ে অথবা উপহারের প্যাকেটের মত সাজিয়ে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে বোমা নিয়ে এসেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পাওয়া বিস্ফোরিত বোমার অংশবিশেষ দেখে পুলিশ ধারণা করছে, বোমাটি স্থানীয়ভাবে তৈরি হ'লেও এটি একটি ব্যাটারী চালিত বোমা। বোমাটির বাইরের অংশটি লোহার পাইপ দিয়ে তৈরি বলে অনুমান করা হয়েছে। পাইপের তারে ব্যাটারীর সংযোগ দেখা গেছে। মহানগর পুলিশ কমিশনার মতীউর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'নিহতদের মধ্যে কেউ না কেউ বোমা বহন করার দায়িত্ব পালন করেছে'।

উল্লেখ্য যে, বোমা বর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ গত ১৯শে এপ্রিল মাতুয়াইল সাউথপাড়া নূর মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মতীউর রহমান ও ছাত্রদল কর্মী ইয়াসীনকে গ্রেফতার করেছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) পুলিশ এ দু'জনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যদিও বোমা বিস্ফোরণের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই বলে মাওলানা মতীউর রহমান পুলিশকে জানিয়েছেন।

মাওলানা মুসলিম এখন শমরিতায়

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও 'তাওহীদ ট্রাস্ট (রেজিঃ)'-এর সেক্রেটারী জেনারেল দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম এখন ঢাকার পান্থপথে অবস্থিত 'শমরিতা প্রাইভেট হাসপাতালে' চিকিৎসারত আছেন। তাঁর কেবিন নম্বর ৭৫৫। তাঁকে গত ১৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার উক্ত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশবাসীর নিকট তাঁর আশু রোগমুক্তির জন্য দো'আ চেয়েছেন। *-সম্পাদক।*

বিদেশ

জোহানেসবার্গে খেলার মাঠে ভিড়ের চাপে ৪৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি ঘটে গেল গত ১১ এপ্রিল বুধবার রাতে। জোহানেসবার্গের এলিস পার্ক স্টেডিয়ামে ধারণক্ষমতার বেশী দর্শক ফুটবল খেলা দেখতে এলেই সূত্রপাত হয় এই ট্রাজেডির। এতে ৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় আড়াইশ'। এই ঘটনার আশু তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট।

দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় দুই ফুটবল দল 'কাইজার চিফস' এবং 'অরলান্ডো পাইরেটস'-এর মধ্যকার খেলা দেখতে প্রায় একলাখ বিশ হাযার দর্শকের ভিড়ে স্টেডিয়ামটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতিরিক্ত দর্শক স্টেডিয়ামের গেটে জড়ো হয়েছিল খেলা উপভোগ করার জন্য। তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। ঠিক এমন সময়ই মাঠে একটি গোল হয়। আর তাতে তীব্র আবেগ আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় গেটের বাইরে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করল দর্শকরা। আর তখনই ঘটে গেল মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্টঃ ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কম, পাকিস্তান সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণগ্রস্ত দেশ

বিশ্বব্যাংক ভারতকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কম ঋণগ্রস্ত দেশ ও পাকিস্তানকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণগ্রস্ত দেশ হিসাবে শ্রেণীবিন্যাস করেছে। এই শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশ্বের ৩৩টি নিম্ন আয়ের দেশ। বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন আর্থ প্রতিবেদনে উল্লিখিত এই ৩৩টি দেশের মধ্যে রয়েছে আফগানিস্তান, ইথিউপিয়া, সুদান, মায়ানমার ও ইন্দোনেশিয়া। ২০০১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে এই রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ মাঝামাঝি ধরনের ঋণগ্রস্ত দেশ। প্রতিবেদনে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল নিম্ন আয়ের এবং শ্রীলংকা ও মালদ্বীপকে নিম্নোত্তর মাঝারি আয়ের দেশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ নিকোলাস স্টার্ন বলেছেন, ভারতের চলতি প্রবৃদ্ধির হার ছয় শতাংশ। দেশটি এই প্রবৃদ্ধির হার সাত শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে ও অধিক বৈদেশিক পুঁজি আকর্ষণে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, ভারত সঠিক গন্তব্যে অগ্রসর হয়েছে। বাংলাদেশে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রসঙ্গে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯০-এর দশকে কিছু বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করার পর বাংলাদেশে বিনিয়োগ ১৯৯৬-এর ১৪ মিলিয়ন ডলার হ'তে ১৯৯৯-এ ১৮০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

ক্লোনিং শিশুর উপর নিষেধাজ্ঞাঃ বৃটেনে আইন প্রণীত হচ্ছে

বৃটিশ সরকার বলছে যে, তারা বংশানুক্রম পদ্ধতিতে মানব শিশুর হুবহু আরেকটি জীবন সৃষ্টি অর্থাৎ ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে মানব শিশু সৃষ্টি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য একটি আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এই ঘোষণার ফলে বৃটেনই হচ্ছে

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রাসুয়াপ-খিবিজ্ঞান প্রদেশের সাফাই যেলায় এই ফুয়েল স্টেশনটি স্থাপন করা হয়। প্রতি লিটার এই জ্বালানির দাম মাত্র তিন বাথ। যা ডিজেলের চেয়ে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই মিশ্র জ্বালানির প্যাটেন্ট নিবন্ধন করে। ইতিমধ্যে এই জ্বালানি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে। থাইল্যাণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুরিস্ট স্পট 'সামুই' দ্বীপে যাতায়াতকারী ফেরিগুলি এই জ্বালানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। স্টেশনটি বর্তমানে প্রতিদিন ১০ হাযার লিটার করে জ্বালানি বিক্রি করছে।

কাশ্মীরে মুজাহিদদের রুখতে ৩ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ দেবে ভিএইচপি

'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি) ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের তৎপরতা মোকাবিলায় বজরং দল থেকে ৩০ লাখ যুবক সংগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে আপাতত ৩ লাখকে প্রশিক্ষণ দিবে। 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক পারভিন ভাই জম্মুতে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা বজরং দলের ৩০ লাখ যুবক সংগ্রহ করব এবং সেপ্টেম্বর থেকে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ দেব। তারা বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অবশিষ্ট ২৭ লাখ যুবককে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, ২৮টি স্থানে ১০ হাযার করে যুবককে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হবে বিভিন্ন রাজ্যে।

পৃথিবীর সবচেয়ে হালকা মানুষ!

পৃথিবীর সবচেয়ে হালকা মানুষটি বাস করতেন আমেরিকার মেক্সিকোর ম্যানকারলাম শহরে। তার নাম 'লুসিরা জ্যারাট'। তার জন্ম ২রা জানুয়ারী ১৮৬৮ সালে। মৃত্যু ১৮৮৯ সালের অক্টোবরে। ১৭ বছর বয়সে তার ওযন ছিল মাত্র সাড়ে চার পাউণ্ডের কিছু বেশী। ২০ বছর বয়সে ওযন বেড়ে ১৩ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়েছিল। এটিই তার সর্বাধিক ওযন। আর জন্মকালে তার ওযন ছিল মাত্র দেড় পাউণ্ড।

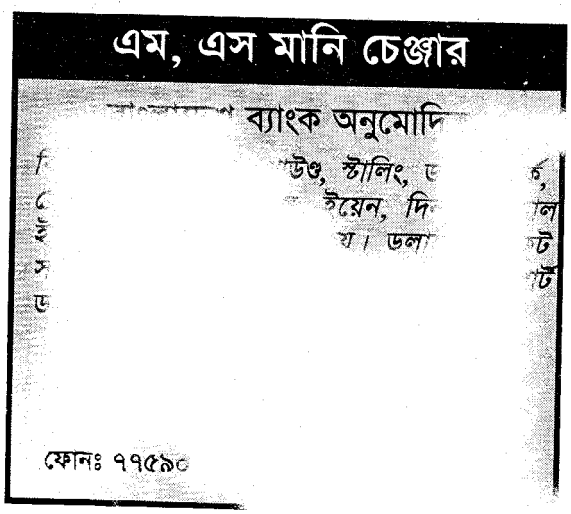

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে একটি মাযারে পদদলিত হয়ে ৪০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে একটি মাযার যিয়ারত করতে গিয়ে পদদলিত এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৪০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। প্রায় দুই-তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর ভক্তরা মাযারের সংকীর্ণ প্রবেশ পথ দিয়ে তড়িঘড়ি করে ঢুকতে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের সকলেই পুরুষ।

গত ৩১শে মার্চ শনিবার রাতের এ দুর্ঘটনায় আরও ১০০ ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, লাহোরের ১৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে পাঞ্জাব প্রদেশের পাক পাটান শহরের বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জশাকার মাজার শরীফে বার্ষিক ওরস উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত মূল প্রবেশ দ্বার 'বেহেস্তী দরজা'র পথটি ছিল খুবই সংকীর্ণ।

মুলতান শহরের পুলিশ প্রধান শওকত জাভেদ বার্তা সংস্থাকে জানান, বার্ষিক ওরস উপলক্ষে উক্ত মাজারে প্রায় ১ লাখ ভক্তের সমাগম ঘটে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার কারণ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগত ভক্ত সাধারণ অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল এবং তারা মাজারের চারিদিকে দেয়াল টপকে প্রবেশেরও চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[শিরকের এইরূপ আড্ডাখানা গুলি ভেঙ্গে সমান করে দেওয়াই এর একমাত্র ইসলামী সমাধান। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সমস্ত উঁচু কবর ভেঙ্গে ভূমি সমান করে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। -সম্পাদক]

সঊদী আরবের আমদানী-রফতানী বৃদ্ধি

সঊদী আরবের আমদানী খাতে ২০০০ সালে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। দেশীয় মুদ্রা রিয়ালে এর পরিমাণ হ'ল ১১৩ দশমিক ৫শ' কোটি, ডলারের হিসাবে ৩০ দশমিক ৩শ' কোটি। আমদানীর মধ্যে প্রধান পণ্য হ'ল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও খাদ্য সামগ্রী। সঊদী আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা গত ১৬ই এপ্রিল এ খবর দিয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে সংস্থা জানায়, তেল সমৃদ্ধ সঊদী আরবের তেলবিহীন খাতের রফতানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ। রিয়ালের হিসাবে এর পরিমাণ হ'ল ২৪ দশমিক ৮শ' কোটি রিয়াল।

রফতানী খাতের দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে পেট্রোকেমিক্যালজাত ও প্লাষ্টিক দ্রব্যেরই প্রাধান্য ছিল। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে ইলেক্ট্রিক দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ২২ শতাংশ, খাদ্যবস্তু ও গাড়ীর পরিমাণ সমান সমান অর্থাৎ ১৮ শতাংশ। রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৯ শতাংশ মাত্র। রফতানী খাতের দ্রব্যের মধ্যে পেট্রোকেমিক্যালজাত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৪৯ শতাংশ। প্লাষ্টিক দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ১৫ শতাংশ, খনিজদ্রব্য ছিল ৮ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, সঊদী আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল রফতানী কারক দেশ। সঊদী আরব তেল খাত ছাড়াও আরও বহুমূখী রফতানী খাত সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তীনী বালক আহমাদের জিহাদ!

১৫ বছরের আহমাদ নিজের জামা তুলে দেখাল তার পেটে ৩০টি সেলাই। ইসরাঈলী সৈন্যদের গুলীতে তার পেট ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। পেটের সেলাই দেখাতে আহমাদ রীতিমত গর্ববোধ

http://islaminonesite.wordpress.com

করে। ইসরাঈলী সৈন্যদের গুলীতে আহত হবার তিন সপ্তাহ পর আবার তাকে রাস্তায় দেখা যায়। আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। ইসরাঈলী সৈন্যদের লক্ষ্য করে সে পাথর ছুঁড়ছে।

বালক আহমাদ এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, ইসরাঈলী সৈন্যদের উপর আক্রমণ কখনো সে পরিত্যাগ করবে না। কারণ ইসরাঈলরা তাদের দেশ দখল করে রেখেছে। ফিলিস্তীনীদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। ইসরাঈলী সৈন্যদের নির্মূল করা তার মূল লক্ষ্য। বালক আহমাদ অস্ত্র চালাতে পারে না। তাছাড়া তার কাছে অস্ত্রও নেই। কিন্তু পাথর তো রয়েছে। আর সেজন্য সে এ পাথরের অস্ত্রই ইসরাঈলী সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আহমাদের বয়সী অনেক ফিলিস্তীনী বালক-কিশোর ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে এভাবে জিহাদ করে যাচ্ছে। আহমাদের এক সহযোদ্ধা বলল, সে দু'বার গুলীবিদ্ধ হয়েছে। অন্য কজন বলল, সে তিনবার গুলীতে আহত হয়েছে।

আহমাদ সাংবাদিকদের বলেছে, পবিত্র জেরুযালেম স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র ও ইসরাঈলী ভূখণ্ডে ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তুদের ফেরার দাবীতে প্রতিদিনই আমরা রাস্তায় নেমে আসি। আহমাদ যে দাবীগুলি উচ্চারণ করছে সেগুলিই হচ্ছে, ৫২ বছরের ফিলিস্তীন-ইরাঈলী সংঘাতের মূল কারণ। আহমাদ বলছে, আমাদের পাথরের আঘাতে ব্যাপকভাবে অস্ত্রে সজ্জিত ইসরাঈলী সৈন্যরা মারাত্মকভাবে আহত হয় না। তা সত্ত্বেও আমরা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই হালকা অস্ত্র দিয়েই আমরা লড়ে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে আমরা এটা জানাতে চাই যে, আমাদের ভূখণ্ডে আমরা ইসরাঈলী সৈন্যদের অবস্থান মানছি না, তাদের প্রত্যাখ্যান করছি। আহমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শাহাদাত বরণ করা।

ইরান-সঊদী আরব নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর

ইরান ও সঊদী আরব কয়েকবছরের পারস্পরিক সন্দেহ ও বৈরিতার পর সন্ত্রাসী তৎপরতা ও মাদক পাচার রোধে ঐতিহাসিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ইরানী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল ওয়াহিদ মসাভী লারাই এবং সফররত সঊদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ বিন আব্দুল আযীয গত ১৭ এপ্রিল মঙ্গলবার তেহরানে নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদারের ক্ষেত্রে এই চুক্তি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত দু'বছর ধরে আলোচনার পর দু'দেশের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে ইরানকে আবার যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে

-ইরাক

ইরাক এ মর্মে ইরানকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, ইরাকের পূর্বাঞ্চলে ইরান ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালালে ১৯৮০ থেকে '৮৮ সাল পর্যন্ত বিরাজমান যুদ্ধ পরিস্থিতি পুনরায় ফিরিয়ে আনার ঝুঁকি নিতে হবে। গত ১৮ই এপ্রিল সকালে ইরানী সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহী 'মুজাহেদীনে খাল্ক'-এর ঘাঁটিতে হামলার পর ইরাক এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত হামলায় ৩ জন নিহত ও ২৩ জন আহত হয়েছে। তবে ইরানী সরকারী দৈনিক আস-সাওর জানায় ইরানী হামলায় দু'জন মহিলা নিহত ও অপর ২৩ জন আহত হয়েছে। বাগদাদ থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত জালাওলায় ৩ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। বসরা শহরে ৩ জন ও কুট শহরে ১ জন আহত হয়। পত্রিকাটি আরো জানায়, হামলায় ১০টি ঘর-বাড়ি, একটি কারিগরি ইনষ্টিটিউট, একটি স্কুল ও একটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিদ্রোহী ঘাঁটিগুলি ইরাক সীমান্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বেনজীর ভুট্টোর দণ্ড রদ ॥ অভিযোগ পুনঃতদন্তের আদেশ

পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট গত ৬ই এপ্রিল শুক্রবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো ও তাঁর স্বামী আসিফ আলী জারদারির দণ্ড বাতিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পুনঃতদন্তের আদেশ দিয়েছে।

'বিশেষ জবাবদিহি আদালত' ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে বেনজীর ভুট্টো ও তাঁর স্বামীকে দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেয়। উভয়কেই সাত বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। বেনজীর ভুট্টো এখন সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ব্রিটেনে আত্মনির্বাসনে রয়েছেন। আসিফ আলী জারদারি ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে তাঁর স্ত্রীর সরকার বাতিল হবার পর হ'তে পাকিস্তানে কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করছেন।

উল্লেখ্য যে, বেনজীর ভুট্টোর পক্ষ হ'তে এ দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করা হ'লে সুপ্রীম কোর্ট গত ৬ই এপ্রিল এক সংক্ষিপ্ত আদেশে তাঁদের দু'জনের দণ্ড বাতিল করেন এবং নতুন বিচারের আদেশ দেন। নতুন বিচারের জন্য অবশ্য কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

এদিকে দুই বৎসরাধিককাল আত্মনির্বাসনে থাকার পর বেনজীর এখন স্বদেশে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত রায়ের ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বেনজীর বলেন, পাকিস্তান এখনও ফওজী শাসনাধীনে থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের একটি রায় ঘোষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এতে পাকিস্তানের বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই উচ্চকিত হয়েছে। তিনি শীঘ্রই স্বদেশে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ও আদালতের রায়ে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দুবাই স্যাটেলাইট ইসলাম প্রচার করবে

প্রাচুর্যময় উপসাগরীয় দেশ দুবাই-আমীরাত আগামী জানুয়ারী থেকে ইসলাম ও এর মূল্যবোধ প্রচারের লক্ষ্যে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমীরাতের যুবরাজ শেখ মুহাম্মাদ বিন রশীদ আল-মাকতূম 'তিবাহ' নামে এ চ্যানেলটি দুবাইর সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে ইথারে চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওয়েবসাইটে এর সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ চ্যানেলে দৈনিক ১২ ঘন্টা করে আরবীতে শিক্ষা দেয়া হবে। এক বছর পর এর প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা হবে এবং ইংরেজীকে যুক্ত করা হবে। দুবাই বর্তমান যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সম্প্রচার কেন্দ্রে পরিগণিত হবার প্রয়াস চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে তারা এ প্রকল্পে দেদারসে অর্থ বিনিয়োগ করে যাচ্ছে।

মসজিদ ও গির্জায় অগ্নিসংযোগ

ইন্দোনেশিয়ায় আরেক দফা খ্রিস্টান-মুসলমান দাঙ্গার আশংকা

ইন্দোনেশিয়ার মধ্য সুলাবেসী প্রদেশের পোসোতে কয়েকটি মসজিদ ও গির্জায় অগ্নিসংযোগের পর সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জার্কাতা পোস্টের খবরে একথা বলা হয়েছে। গত ১৩ই এপ্রিল উত্তেজিত জনতা পোসোর পেসিসির যেলার পাদাংলেম্বারা গ্রামে আল-ইখওয়ান মসজিদটি জ্বালিয়ে দেয়। মসজিদের কাছে ৫০০ গজ দূরে অবস্থানরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আগুন নিভাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রের অপ্রতুলতা ও প্রবল বাতাসের কারণে আগুন নিভানো সম্ভব হয়নি। পোসোর সামরিক প্রধান লেঃ কর্ণেল দেদে, কে, আতমবিজারা এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। এই মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলে পোসোতে আরেক দফা খ্রীস্টান-মুসলমান দাঙ্গা দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসায় নতুন আশার আলো

হার্ট অ্যাটাকের কারণে মানুষের শারীরিক যেসব ক্ষতি হয় চিকিৎসকরা আগামীতে তা পুষিয়ে দিতে পারবেন বলে আশা করছেন। গবেষকরা এক পরীক্ষায় ইঁদুরের মজ্জার মৌলিক কোষ প্রাণীটির ক্ষতিগ্রস্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়ে দেখছেন ওইসব কোষ ইঁদুরের হৃৎপিণ্ডে পেশীর কোষ হিসাবে কাজ করতে সক্ষম। আরো দেখা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের কারণে যেসব পেশী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সেগুলি মৌলিক কোষের সহায়তায় আবার কর্মক্ষম করে তোলা যায়। এটি মানুষের হার্ট অ্যাটাক চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে বলে আশা করেন মার্কিন গবেষক ডঃ পিয়েরো আনাভরসা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইর্য়ক মেডিকেল কলেজের এই চিকিৎসক এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার

জাপানী বিজ্ঞানীরা এন্টিবায়োটিক ঔষধ প্রতিরোধে সক্ষম দুইটি ব্যাকটেরিয়ার সম্পূর্ণ জেনেটিক সংকেত উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে একটি ব্যাকটেরিয়া বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ব্যাকটেরিয়াগুলির অন্যতম। বিবিসি জানায়, জাপানী বিজ্ঞানীরা ষ্টেফাইলোককাস অরেউস নামে এমন একটি ব্যাকটেরিয়ার জেনেটিক সংকেত উদ্ধার করেছেন, যে ব্যাকটেরিয়া বিশ্বের অসংখ্য হাসপাতালে রোগীদের শরীরে এক ধরনের ক্ষত সৃষ্টি করে থাকে এবং এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্যমান এন্টিবায়োটিকগুলির কোনটিই কাজ করে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারকে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসাবে বিবেচনা করছেন। কারণ তারা এখন এই ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের জন্য কার্যকর নতুন ঔষধ অথবা ভ্যাকসিন তৈরী করতে পারবেন।

ব্লাড ক্যান্সার রোগীদের জন্য সুখবর!

ব্লাড ক্যান্সার (ক্রনিক মায়লয়েড নিউকিমিয়া) রোগের চিকিৎসায় 'গ্লিভেক' নামক একটি যুগান্তকারী ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী নোভারটিস এই ঔষধটি আবিষ্কার করেছে। ইন্টারনেট হ'তে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বিশেষজ্ঞগণ অন্তত ৫ হাযার রোগীর উপর ঔষধটি প্রয়োগ করেছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। আবিষ্কারক কোম্পানী আশা করছে চলতি বছরের মাঝামাঝি ঔষধটি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ব্লাড ক্যান্সার রোগীর নিকট পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বিশ্বব্যাপী সচরাচর যে চার ধরনের ব্লাড ক্যান্সার পাওয়া যায় তন্মধ্যে সিএমএল একটি। প্রতি বছর প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হারে উপরোক্ত ধরনের ব্লাড ক্যান্সার পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশও অচিরে ঔষধটি বাজারজাত করবে।

নতুন ধান 'নিরাইকা' ॥ সার লাগবে নাঃ ফলন বেশী

পশ্চিম আফ্রিকায় উদ্ভাবিত নতুন জাতের ধান শীঘ্রই আফ্রিকা ও এশিয়ার চাষীদের অনেক কম সময়ে ৫০ ভাগ আবাদে অধিক ধান ফলাতে সহায়তা করবে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) বলেছে, অধিক ফলনশীল এশীয় জাতের সাথে শক্ত জাতের আফ্রিকান ধানের মিলিত রূপ এই 'নিউ রাইস ফর আফ্রিকা', সংক্ষেপে 'নিরাইকা'।

গত ৪ঠা এপ্রিল ইউএনডিপি কর্মকর্তারা বলেছেন, পশ্চিম আফ্রিকার গিনি ও আইভরিকোষ্টে তিন বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, নতুন ধান 'নিরাইকা' ফলাতে সার লাগে না। এটি প্রোটিন সমৃদ্ধ। চালু বিভিন্ন জাতের ধানের চাইতে এটির রোগ-বালাই, খরা ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। 'নিরাইকা' ধান পাকেও ৩০ থেকে ৫০ দিন আগে। এর চওড়া পাতা এত দ্রুত বাড়ে যে আগাছা ঢাকা পড়ে যায়। ফলে আগাছা পরিষ্কার করতে খরচেও কম হয়।

ইউএনডিপির সহায়তায় 'নিরাইকা' উদ্ভাবন করেছেন 'ওয়েষ্ট আফ্রিকান রাইস ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'। উল্লেখ্য যে, এই বিস্ময়ধানের প্রথম উদ্ভাবন হয় ১৯৬০-এর দশকে।

পাঠকের মতামত

উপদেশ দানের পরিধি আরও ব্যাপক হৌক

শ্রদ্ধেয় ভাইজান,

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আশা করি আল্লাহ্র রহমতে সবাই ভাল আছেন। খবরের কাগজে (ইনকিলাব ১৩.০৪.০১, ১/১ কলাম) আপনার বিবৃতি (হে পুলিশ! আল্লাহকে ভয় কর) দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। শুধু আমি নই। এক শ্রেণীর বিপথগামী সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আপনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা শুধু তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়, এই অধঃপতিত জাতির প্রতিটি স্তরের বিপথগামী মানুষের জন্য তা প্রযোজ্য। বিশেষ করে যারা ক্ষমতাসীন হয়ে বা ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থান নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ও মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ দেশ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য বাতিল শক্তি আজ দুর্জয় বেগে অভিযান শুরু করেছে। আল্লাহ্র শোকর তিনি এদেশে ঘুমন্ত ইসলামী শক্তির মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন। আজ চারদিকে যে কারবালা সৃষ্টি হচ্ছে তার মোকাবিলায় তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী লক্ষ কোটি জনতা জিহাদের ময়দানে পদচারণা করার জন্য নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে শুরু করেছে। নিদ্রার আবেশটুকু দূর করে যদি তারা ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়, তাহ'লে তাদের বজ্রমুষ্টি বাতিলকে ধ্বংস করার শক্তি প্রদর্শন করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ সময় শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় নিজেদেরকে দেখব এ অবস্থা আদৌ মেনে নিতে পারছিনা। তাওহীদী জনতার এই মিছিলে কোন না কোনভাবে শরীক হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বাতিল যখন মারমুখী হয়ে আল্লাহ্র দ্বীনকে এ দেশ থেকে মুছে দিতে চাচ্ছে, তখন তা প্রতিরোধের জন্যও জিহাদী কাফেলায় শরীক হওয়া প্রয়োজন। আপনার 'উপদেশ' প্রদানের ক্ষেত্র ও পরিধি আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। এসব প্রশ্নে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়া যরূরী। আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিবেন।

❑ *সা'দ আহমাদ*
সিনিয়র এ্যাডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।

ছহীহ আক্বীদা ও আমল ব্যতীত কিছুই গ্রহণীয় হবে না

মুহতারাম আমীরে জামা'আত, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আশা করি সুস্থ থেকে দ্বীনে হক্ব -এর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। দো'আ করি আল্লাহ আপনাকে আরো তাওফীক্ব দিন -আমীন!

পরকথা হ'লঃ আমার স্বামী সঊদী আরবের জুবাইল শহরে কর্মরত আছেন। তাঁর পরামর্শে আপনাদের প্রকাশিত মাসিক **'আত-তাহরীক'** আমি এবং আমার দু'ননদ নিয়মিত পড়ে থাকি। এই পত্রিকার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে আমরা অনেক অজানা বিষয় জানতে পারছি। বিশেষ করে আক্বীদাগত বিষয়

http://islaminonesite.wordpress.com

এবং প্রচলিত শিরক-বিদ'আত সম্পর্কিত আলোচনাগুলি আমাদের কাছে অত্যন্ত ভাল লাগে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল 'প্রশ্নোত্তর' পর্ব। এসব কিছু পড়ে আমাদের কাছে যেটা স্পষ্ট হয়েছে, তাহ'ল ছহীহ আক্বীদা ছাড়া কোন আমল বিশুদ্ধ হবে না। আর আমলের ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

এই ছহীহ আক্বীদাহ ও ছহীহ আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক হক প্রত্যাশীর উপর যরূরী। তাই আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন মহিলা সংস্থা'-র কর্মী বা সদস্যা হয়ে আমাদের উক্ত আশা যথাসাধ্য পূরণ করতে চাই। এ ব্যাপারে আমরা একান্ত আগ্রহী। আমাদের সবিনয় অনুরোধ, কিভাবে আমরা মহিলা সংস্থায় যোগ দিতে পারি, আর এর জন্য কি কি শর্ত আছে- এককথায় আমাদের করণীয় কি, তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

❑ *কুমকুম আখতার খানম*
প্রযত্নেঃ মনসুর আলী
গ্রামঃ খুরমা (বড়বাড়ী), পোঃ খুরমা
ছাতক, সুনামগঞ্জ-৩০৮৫।

বৃহত্তর ঐক্য চাই

আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্কে সর্বদা ঐক্যবদ্ধভাবে সার্বিক জীবন পরিচালনার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সাথে সাথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ও অনৈক্যের পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক থাকার কথা বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, মুসলিম উম্মাহ উপরোক্ত নির্দেশ ও হুঁশিয়ারীকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে উপহাসের পাত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। দিকে দিকে মুসলিম জাতির আদর্শ বিজয় কেতন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে তাদের উপরে নেমে এসেছে নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টিম রোলার। বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, কসোভো, ফিলিস্তীন ও কাশ্মীর সহ পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশ গুলিতে ইহুদী-খৃষ্টানচক্র মুসলমানের রক্তে হোলি খেলছে। তাদের চোখ ধাঁধানো বিভিন্ন মতবাদে তথা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্রসহ বর্তমানে আলোচিত মতবাদ বিশ্বায়নতত্ত্বের বেস্টনীতে মুসলিম বিশ্ব আজ দিশেহারা। সর্বোপরি মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলীয় শাসন ক্রমেই যেন মুসলিম উম্মাহ্কে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে। এমতবস্থায় মুসলিম উম্মাহ্কে তাদের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের অবসান, দলীয় শাসন উচ্ছেদ ও ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের আবেষ্টনী হ'তে নিজেদের পরিত্রাণের সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে মুসলিম 'কমনমার্কেট' গঠন ও ইসলামী জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী। এ বিষয়ে ইসলামী দলগুলিকে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হবে! নতুবা ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের সামগ্রিক আগ্রাসনে পৃথিবীর মানচিত্র হ'তে হারিয়ে যাবে।

❑ *মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান*
জলঢাকা, নীলফামারী

***

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলামী সম্মেলন

বাছিয়াপাড়া, তাহেরপুর, রাজশাহীঃ গত ১০ই মার্চ ২০০১ শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাছিয়াপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মিল্লাতে মুসলিমার পিতা ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় যুগের মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারীদের মোকাবিলা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য জানমাল কুরবানী দিয়েছিলেন। স্বীয় পিতা, দেশবাসী ও শাসনকর্তা নমরূদের চক্ষুশূল হ'য়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সকলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি একাই তাওহীদের উপরে দৃঢ় ছিলেন। জীবনে বহু পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়েছে। আজও যদি কেউ আল্লাহ প্রেরিত সত্য অহি-র বিধান তথা সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তবে আবার ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী কুরবানী প্রয়োজন হবে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া-র অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি গবেষণারত মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (রাজশাহী) প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (তাহেরপুর)।

বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহীঃ গত ১৯শে মার্চ ২০০১ রোজ সোমবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার উদ্যোগে বাউসা মাঝপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, একটি সমাজকে সুন্দর ও সুশীল সমাজে পরিণত করতে হ'লে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তিনি ছালাতের প্রশিক্ষণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। বক্তব্য শেষে তিনি বাউসা হেদাতীপাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র এলাকা অফিস পরিদর্শন করেন ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বাউসা হেদাতীপাড়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমরান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, **মাসিক আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ, স্থানীয় প্রবীন আলেম মাওলানা আযহারুল ইসলাম, আন্দোলনের

http://islaminonesite.wordpress.com

কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ আতাউর রহমান (রাজশাহী) প্রমুখ। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর এলাকা সভাপতি মাওলানা আবু সুফিয়ান ও ইসলামী জাগরণী পেশ করে নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র 'সোনামণি' সদস্য আবদুল্লাহ আল-মামূন।

দীঘিরপারিলা, রাজশাহীঃ গত ২৭ শে মার্চ ২০০১ রোজ মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার পারিলা এলাকার উদ্যোগে দীঘিরপারিলা উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর বলেন, জাহেলিয়াতে ভরপুর বর্তমান সমাজে জান্নাত পাগল প্রত্যেক মুমিনকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে। তিনি বলেন, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই কেবল জান্নাত পাওয়া সম্ভব।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সেশনের প্রধান উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম আযাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম,আব্দুল লতীফ, মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, দীঘিরপারিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার সভাপতি জনাব আব্দুর রশীদ তালুকদার সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উপরবিল্লী, রাজশাহীঃ গত ২৮শে মার্চ ২০০১ বুধবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার মুহাম্মাদপুর এলাকার উদ্যোগে 'তাওহীদ ট্রাষ্ট' (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নির্মিত উপরবিল্লী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সেশনের প্রধান উপদেষ্টা জনাব আবুল কালাম আযাদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে দেশে মূলতঃ দু'ধরনের আন্দোলন চলছে (১) ধর্মনিরপেক্ষ ও (২) ইসলামী। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক- ব্যক্তি জীবনে আস্তিক বা ধর্মভীরু, কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। তারা ব্যক্তি জীবনে ধর্মের অনুসারী হ'লেও বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। এদের অন্য ভাগটি ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে নাস্তিক। অর্থাৎ উভয় জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী।

ইসলামী দলগুলিও দু'ভাগে বিভক্ত। একদল তাক্বলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা চান। আর একদল তাক্বলীদমুক্তভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে জাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান, তারাই প্রকৃত অর্থে 'আহলেহাদীছ'।

পরিশেষে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, আহলেহাদীছ যুবসংঘের রাজশাহী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও স্থানীয় বক্তা মাওলানা মুহাম্মাদ মমতাযুদ্দীন প্রমুখ।

সুধী ও যুব সমাবেশেঃ বাদ মাগরিব যেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুজীবুর রহমানের সভাপতিত্বে উপরবেল্লী জামে মসজিদে এক সুধী ও যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তরুণ ছাত্র ও যুবসমাজকে এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় সুধী সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর আলোকে জীবন গড়ার কঠিন আন্দোলনে শরীক হ'য়ে জান্নাত লাভের উদগ্র বাসনা নিয়ে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্য হাছিলে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

শাহনগর, বগুড়াঃ গত ৫ ও ৬ই এপ্রিল ২০০১ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দক্ষিণ বগুড়া সাংগঠনিক এলাকার উদ্যোগে শাহনগর হাসপাতাল ময়দানে দু'দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশের চলমান ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট আজ থেকে দেড় হাযার বৎসর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) যে যুগে আগমন করেছিলেন সে যুগের চাইতে কোন অংশে কম নয়। বরং বর্তমান যুগ আরও ভয়াবহ। সমাজ সংশোধনে রাসূল (ছাঃ) সে যুগে যে মেডিসিন প্রয়োগ করেছিলেন, বর্তমানেও সমাজের কল্যাণে ও মানবতার মুক্তির জন্য সেই মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানোর জন্য দা'ওয়াত ও জিহাদের বলিষ্ঠ কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছে। তিনি আপামর জনসাধারণকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ মুহাম্মাদ শামসুযযোহা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, ঢাকা যেলা আন্দোলনের সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, বগুড়া যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা ছানাউল্লাহ, শাহনগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রাযযাক, মাওলানা কফিলুদ্দীন (গাজীপুর), মাওলানা আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা ওমর আলী, 'নট্রাসম'-এর কমপিউটার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মুহাম্মাদ শামসুল ইসলাম, চোপিনগর ইউ,পি চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ ফযলুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনছার আলী মাষ্টার। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও শাব্বির আহমাদ প্রমুখ।

জামালপুর যেলা সম্মেলন ২০০১

আরামনগর, সরিষাবাড়ী, জামালপুরঃ গত ৬ই এপ্রিল ২০০১ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর সাংগঠনিক

http://islaminonesite.wordpress.com

যেলার উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী আরামনগর আলিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে 'ইসলামী সম্মেলন ২০০১' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলন আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্য অহি-র বিধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ আন্দোলন মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানায়। তিনি বলেন, একমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানবতার কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব। তিনি উপস্থিত সকলকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে 'অহি' ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল কুরবানী করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম (বগুড়া), প্রচার সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (টাঙ্গাইল), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন (কুষ্টিয়া), 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), আরামনগর আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জলীল, সহ-অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়যুল আমীন, অধ্যাপক মুহাম্মাদ সেকান্দার আলী প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জামালপুর যেলা যুবসংঘের সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুল আমীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

উল্লেখ্য যে, যেলার বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি টাঙ্গাইল যেলা থেকেও হ'তে জনগণ মিছিল সহকারে সম্মেলন প্যাণ্ডেলে সমবেত হ'তে থাকে এবং রিজার্ভ বাস ও টেম্পু সহকারে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও শ্রোতা মণ্ডলীর আগমনে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্মেলন প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে উঠে। ইতিপূর্বে সুদূর তারাকান্দি যমুনা সার কারখানার নিকট হ'তে ১৩টি হোণ্ডার বহর শ্লোগান দিতে দিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। জনতার মুখে মুহুর্মুহু শ্লোগানে উচ্চারিত হচ্ছিল 'আমীরে জামা'আতের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম, সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর, মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ ইত্যাদি। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত আরামনগর আলিয়া মাদরাসার জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর ও কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

যুবসংঘ

দুইদিন ব্যাপীকর্মী প্রশিক্ষণ

যেলাঃ কুমিল্লা

গত ১৪ ও ১৫ই মার্চ ২০০১ রোজ বুধ ও বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বুড়িচং যেলা কার্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী প্রশিক্ষণে নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আহমাদ শরীফ, সহ-সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, আন্দোলনের যেলা দফতর সম্পাদক মাওলানা শামসুল হক প্রমুখ।

কর্মী ও সুধী সমাবেশঃ প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন ২০০১-২০০৩ সেশনের যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, মানব রচিত থিওরীর অত্যাচারে পৃথিবীর মানুষ আজ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অতিষ্ঠ মানবতাকে শান্তি ও মুক্তির রাজপথে নিয়ে আসতে হ'লে মানব রচিত থিওরী ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র বিধানের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে ঢেলে সাজাতে হবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' অহি ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দা'ওয়াত ও জিহাদের বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি যুবসমাজকে এই জান্নাতী কাফেলায় যোগদান করে অহি ভিত্তিক আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান। যুবসংঘের যেলা সভাপতি আহমাদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রুহুমত আলী, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুর রহমান, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন যেলা যুবসংঘের নব মনোনীত সভাপতি আবু তাহের।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

ঢাকাঃ গত ১৬ই মার্চ ২০০১ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ২২০ বংশাল যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অমুসলিম পণ্ডিতগণও এই আন্দোলনকে সঠিক ও নির্ভেজাল আন্দোলন বলে স্বীকার করেছেন। অতএব আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই আন্দোলনের দা'ওয়াত দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া। তিনি কর্মীদেরকে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে'র কাজ জোরদার করার আহ্বান জানান। ঢাকা যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখন ঢাকা যেলা আন্দোলনের তাবলীগ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আযীযুর রহমান, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয শামসুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা যুবসংঘের তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলম।

নরসিংদীঃ গত ১৭ই মার্চ শনিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের নরসিংদী যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইকবাল কবীর ও মুহাম্মাদ যাকারিয়া খান প্রমুখ।

গাজীপুরঃ গত ১৮ই মার্চ রবিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাজীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শরীফপুর যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি কাজী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ

http://islaminonesite.wordpress.com

আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর যেলা আন্দোলনের সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন সরকার।

ময়মনসিংহঃ গত ২০ শে মার্চ ২০০১ রোজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ত্রিশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত দ্বীন। সুতরাং মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলা। আহলেহাদীছ আন্দোলন মানুষকে ভিন্ন পথ ও মত পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

জামালপুরঃ গত ২১ শে মার্চ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, দেশের অধিকাংশ যুবকই আজ বস্তুবাদী দর্শনের দিকে ঝুকে পড়েছে। আর বস্তুবাদ যুবকদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে সমাজ জীবনে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা যদি সুশীল ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহ'লে যুবকদেরকে আদর্শবান ও চরিত্রবাণ করে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ চর্চার মাধ্যমে এদেশের যুবসমাজকে আদর্শবান ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। আর একদল আদর্শবান যুবকের মাধ্যমে সমাজের আমূল পরিবর্তন করে একটি সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তিনি কর্মীদের যুব অঙ্গনে যুবসংঘের কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও জামালপুর যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা লুৎফর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ রূহুল আমীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোলাইমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জঃ গত ২৩শে মার্চ ২০০১ রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আব্দুল মতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ।

আমাদের প্রিয় শহীদুল্লাহ আর নেই

এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। স্বভাবতই বাড়ী যাওয়ার আনন্দ। পরদিন ভোরেই স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সুদূর লালমণিরহাটের সদর থানার ইটাপোতা-বনগ্রাম নিজ বাড়ীতে যাওয়ার সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। ছোট-খাট দোকান বাকীও চুকিয়ে ফেলা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে বিদায়ের পালাও শেষ। কিন্তু না, ঘাতক প্রাইভেটকার তার সকল আশা ধূলিস্যাৎ করে দিল। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অফিস পিয়ন ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র নৈশ প্রহরী নিবেদিতপ্রাণ পরহেযগার কর্মী মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (৩৮) গত ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ শনিবার বিকাল পৌনে ৬টায় মারকায থেকে সাইকেল যোগে বাসায় ফেরার পথে নওদাপাড়া মাদরাসা থেকে উত্তর দিকে অনতিদূরে 'কিসমত পেট্রোল পাম্পে'র সামনে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার শাহাদাত হোসাইন শাহু-র প্রাইভেট কারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। সাথে সাথে পুলিশের ভ্যানে করে রাজশাহী মেডিকেলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

*উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ঘটনার দিন বগুড়া যেলার নশিপুরু ইসলামী সম্মেলনে ছিলেন। টেলিফোনে রাতে মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে পরদিন সকাল ৮ টায় তাঁরা মারকাযে এসে পৌঁছেন এবং মরহুমের বাসায় গিয়ে তার পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। অতঃপর পোষ্ট মর্টেমের ঝক্কি-ঝামেলা শেষে পরদিন দুপুর ১টায় তার লাশ মারকাযে আনা হয়। বাদ যোহর পৌনে তিনটায় তার প্রথম ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় জনসাধারণ এবং 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ পাঁচ শতাধিক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। তার ব্যবহারের মুগ্ধ সকলেই তার জন্য আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন। জানাযায় ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।*

অতঃপর বিকাল পৌনে চারটায় তার কফিনবদ্ধ লাশ মাইক্রো যোগে লালমণিরহাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ১০-৫০ মিনিটে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছলে রাত ১২ টায় সেখানে দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, নাবালক দু'পুত্র ও ৪ মাসের এক কন্যা সন্তান রেখে যান।

[আমরা ভাই শহীদুল্লাহ্র মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দো'আ করি আল্লাহ যেন তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। আমীন! । -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৪৬)ঃ মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর ঐ মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি?

-সুলতান আহমাদ
তুর নীড়, পবাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর ঐ মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে। আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) আগমন করল এমতাবস্থায় যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় শেষ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কেউ এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে কি? অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং ঐ লোকটির সাথে ছালাত আদায় করল' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬ 'মুক্তাদীর উপর দায়িত্ব ও মাসবূক -এর হুকুম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩৬০ পৃঃ, উক্ত হাদীছের টীকা নং ৩)*।

প্রশ্ন (২/২৪৭)ঃ কোন কোন আলেম মে'রাজের রাত্রিকে ২৭ বছরের সমান বলে থাকেন। আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূলের আগমনে ২৭ বছরের জন্য চন্দ্র ও সূর্যের গতি রোধ করেছিলেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
সত্যজিৎপুর, পাংশা
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয় এবং এর প্রমাণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, মে'রাজের তারিখ নিয়েও আলেমদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কারু মতে, নবুঅত ও মে'রাজ একসাথে হয়েছে। কারু মতে, নবুঅতের পাঁচ বছর পর, কারু মতে ১০, কারু মতে ১২, কারু মতে ১৩তম বছরে, আবার কারু মতে ১৩তম বছরের রবী'উল আওয়াল মাসে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ২১৯)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৮)ঃ আত্মহত্যাকারীর লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা যায় কি?

-তাসলীম
দীঘিরপারিলা
রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর লাশ যেকোন গোরস্থানে দাফন করা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) আত্মহত্যাকারীকে ধর্মত্যাগী বলেননি। তবে তিনি তাদের জানাযা নিজে না পড়িয়ে ছাহাবাদের দ্বারা পড়িয়েছেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সংশোধনের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত আদায় করেননি *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১২৪৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৯)ঃ স্বামী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-আবুল হাসান
নোয়াপাড়া, যশোর।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার অধীনে বসবাস করতে কষ্ট মনে করলে স্বামীর পক্ষ থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নিয়ে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। যাকে শরীয়তে 'খোলা তালাক' বলা হয়। হযরত ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল যে, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস-এর ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি মুসলমান অবস্থায় স্বামীর অবাধ্যতা পসন্দ করি না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার অধীনে বসবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি মোহর বাবদ বাগান ফেরৎ দিতে চাও'? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তার স্বামীকে বললেন, 'তুমি মোহর ফেরৎ নাও এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/২৫০)ঃ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বৈধ কি?

-আব্দুল আযীয
সুখানদীঘি, আক্কেলপুর
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক লাভ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ আগরবাতি জ্বালালে তা অবশ্যই শিরক হবে। তবে দোকান বা নিজেকে সুগন্ধিময় করার লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোতে কোন দোষ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার তিনটি বস্তু রাসূল (ছাঃ)-এর পসন্দ ছিল। যার দু'টি তিনি পেয়েছিলেন, একটি পাননি। তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

নারী ও সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু খাদ্য অর্জন করতে পারেননি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দরিদ্রের ফযীলত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান)*। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, জনৈকা মহিলা ভিতরে সুগন্ধি দিয়ে একটি সোনার আংটি তৈরি করলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইহা সবচেয়ে ভাল সুগন্ধি *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৫১৩৪ 'সাজসজ্জা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/২৫১)ঃ আমরা জানি হালাল ও হারাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু 'মাকরূহ' সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে, তাহ'লে 'মাকরূহ' শব্দটির উৎস কোথায় এবং এর হুকুম কি?

-মুঈনুদ্দীন
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মাকরূহ' শব্দটি 'কুরহুন' (كُرْهٌ) 'কারহুন' (كَرْهٌ), 'কারা-হাতুন' (كَرَاهَةٌ) ও 'কারা-হিয়াতুন' (كَرَاهِيَةٌ) শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ- অপসন্দ করা, ঘৃণা করা, মন্দ মনে করা ইত্যাদি। 'মাকরূহ' শব্দটি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ 'এসবের মধ্যে যেগুলি মন্দকাজ সেগুলি তোমার রবের নিকট অপসন্দনীয়' *(বণী ইসরাঈল ৩৮)*। তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন, 'আল্লাহপাক সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন, যদিও অপরাধীরা তা অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮)*। হাদীছে এসেছে- كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا 'রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলাকে অপসন্দ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭ 'জলদি ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ; বুলূগুল মারাম হা/১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) ঘুমানো অবস্থায় শিকল পরা অপসন্দ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। যেসব কথা ও কর্মের প্রতি রাসূল (ছাঃ) 'কারাহাত' (অপসন্দ) শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলি শরীয়তে জায়েয নয়। শরীয়তে 'মাকরূহ' বলে নাজায়েয কথা ও কর্মকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'মাকরূহ' ভেবে শরীয়তের হুকুমকে সাধারণ মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৭/২৫২)ঃ 'ইয়াজূজ'-'মাজূজ'-এর বংশপরিচয় কি? তারা কি আদম সন্তান, না সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ 'ইয়াজূজ'-'মাজূজ'-কে আল্লাহ তা'আলা বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০ 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালের আলামত ও দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ)*। তারা পৃথিবীতে কখন, কিভাবে আগমন করেছে, এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল। যদিও সরাসরি মা হাওয়ার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি; বরং হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাতহুল বারী ১৩/১৩১ পৃঃ; 'ইয়াজূজ মাজূজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৮/২৫৩)ঃ স্ত্রী বিনা দোষে স্বামীকে 'খোলা তালাক' প্রদান করতে পারে কি?

-আব্দুল্লাহ
বাররোসিয়া, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নির্দোষ স্বামীর নিকট থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নেওয়া কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন স্ত্রী তার নির্দোষ স্বামীর নিকট তালাক চাইলে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে *(তিরমিযী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২২৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫ সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/২০৩৫)*।

প্রশ্ন (৯/২৫৪)ঃ আমাদের জামে মসজিদে মহিলাদের ছালাতের স্থান পুরুষের ছালাতের স্থান থেকে ২০ হাত দূরে। শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে খুৎবা ও তাকবীর শুনানো হয়। এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ফাহীম মুন্তাছির ও ফারুক আহমাদ
গ্রামঃ জগতপুর (দালাল বাড়ী)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পুরুষ ও মহিলার ছালাতের স্থানের মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে ছালাত আদায় করা যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘরের মধ্যে ছালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা তাঁর ঘরের পিছন থেকে ছালাতের এক্তেদা করত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১০/২৫৫)ঃ রুকূ' ও সিজদাতে যদি কেউ পিঠ সোজা না করে তাহ'লে তার ছালাত শুদ্ধ হবে কি-না ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ কেউ যদি ছালাতে রুকূ' ও সিজদাতে পিঠ সোজাভাবে না রাখে তাহ'লে তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে। আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ হবে না, যে ছালাতে রুকূ' ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৮৭৮ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১১৩-১১৪ পৃঃ)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (১১/২৫৬)ঃ জনৈক বিদেশী মুফতী ছাহেব ফৎওয়া দিয়েছেন যে, তালাকের নিয়তে অস্থায়ীভাবে বিবাহ করলে বিবাহ জায়েয হবে। এর সত্যতা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তালাকের নিয়তে অস্থায়ী বিবাহ শরীয়তে জায়েয নয়। একে "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" বা অস্থায়ী বিবাহ বলে। এ ধরনের অস্থায়ী বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বে জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৭-৪৮ 'বিবাহের প্রস্তাব, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ; যাদুল মা'আদ ৩/৪৬০ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মুফতীর ন্যায় অনেকেই ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী এ ধরনের বিবাহকে জায়েয বলে থাকেন, যা আদৌ ঠিক নয়। কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজেই এই ফৎওয়া প্রত্যাহার করেছেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৬১ পৃঃ)*। তাছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে এই বিবাহকে হারাম করেছেন তার ছহীহ দলীল বিদ্যমান *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, বলূগুল মারাম হা/৯৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/২৫৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি ইয়াতীম মেয়েকে ছোট থেকেই লালন-পালনসহ লেখাপড়া ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে। এক্ষণে মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হ'লে ঐ ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চায়। এই বিবাহ শরীয়তে জায়েয হবে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহাতাব আলী
গ্রাম ও পোঃ গোলমুন্ড
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ যদি পালক মেয়েটি দুই বছর বয়সের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর দুধ পান না করে থাকে, তাহ'লে তাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে। কেননা মেয়েটি মুহরিমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ শরীয়তে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১১-১২ 'ওয়ালীমাহ' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, পালক ছেলে-মেয়ে নিজ সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালক ছেলে যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রীকে বিবাহ করতেন না।

প্রশ্ন (১৩/২৫৮)ঃ অনেক সময় সফরে হিন্দু লোকের সাথে সিট পড়ে। হিন্দুদের সাথে বসলে অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মেহেরুন নেসা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তরঃ মুসলমানদের পার্শ্বে হিন্দু বা মুশরিকরা বসলে অপবিত্র হয়ে যাবে কথাটি আদৌ ঠিক নয়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুমামাহ ইবনে উসালকে মুশরিক অবস্থায় মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে তিনদিন বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং রাসূল (ছাঃ) তিনদিনই তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। এক সফরে রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মুশরিক মহিলার মশক বা পাত্র হ'তে পানি নিয়েছিলে এবং ছাহাবাগণকেও নিতে বলেছিলেন ও তাদের পশুগুলিকেও পানি পান করাতে বলেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৩৩, হা/৫৮৮৪ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবাগণ একজন মুশরিকা মহিলার মশকে ওযূ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২০ 'পাত্রের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছত্রয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু বা মুশরিকদের শরীর ও আসবাবপত্র নাপাক নয়। সুতরাং তাদের পার্শ্বে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে না। তবে মুশরিকরা যে পাত্রে হারাম খাদ্য রান্না করে বা রাখে, সেসব পাত্র মুসলমানগণ ব্যবহার করতে চাইলে ভালভাবে ধৌত করে ব্যবহার করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৮৬ 'শিকার করা ও যবেহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবার ২৮ নং আয়াতে মুশরিকদেরকে যে নাপাক বা অপবিত্র বলা হয়েছে, তার অর্থ হ'ল, তাদের আক্বীদা নাপাক *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩৬০ পৃঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৯)ঃ প্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়েকে তার অসম্মতিতে অভিভাবকরা জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে হোক অথবা বিবাহিতা স্বামীহীন মহিলা হোক উভয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি শর্ত। কেননা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়ালী বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ হবে না *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, দারেমী, আলবানী, মিশকাত হা/৩১৩০ 'বিবাহতে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। সেই সাথে অভিভাবকদেরকেও মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহিতাস্বামীহীন মহিলাকে পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ের অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ

http://islaminonesite.wordpress.com

থাকাই তার অনুমতি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহিতা স্বামীহীন মহিলার অনুমতি বিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮)*। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের অসম্মতিতে জোর-জবরদস্তি করে বিবাহ দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৫/২৬০)ঃ আমি ছোটকাল থেকে শুনে আসছি যে, 'যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করতে শুরু করে, তখন চারজন ফেরেশতা একটি চাদরের চারকোণা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। এমতাবস্থায় ওযূকারী পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতা চারজন চাদর ছেড়ে চলে যান'। উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমামুদ্দীন
গ্রামঃ আখীলা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওযূ করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সালাম বিনিময় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮ 'দুই মোজার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ, বুলূগুল মারাম হা/৫৫)*।

প্রশ্ন (১৬/২৬১)ঃ হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে কি?

-আব্দুল মতীন
আইচপাড়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। জনৈক ছাহাবী আরাফার মাঠে এহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার শরীরে সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭ 'মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/২৬২)ঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী বা স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি? ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাবীবুল বাশার
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে, যেমনিভাবে মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ) তাঁকে চুম্বন করেছিলেন' *(বুখারী, তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/১৬২৪, 'মৃত্যুর প্রাক্কালে যা বলা হয়' অনুচ্ছেদ সনদ হাসান)*। উল্লেখিত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা যায়। অতএব স্বামী-স্ত্রীও পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, 'স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পক্ষে তাকে দেখা হারাম' প্রচলিত এ কথাটি কুসংস্কার মাত্র। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে মৃত্যুর পর গোসল করাতে পারবে *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১২০৫-৬, 'জানাযা' অধ্যায়; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩ সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৭০০)*।

প্রশ্ন (১৮/২৬৩)ঃ জনৈক মাযহাবী ভাই 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা'কে একই জিনিস বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা' ভিন্ন অর্থবোধক দু'টি শব্দ। এ দুইয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ 'কোন ব্যক্তির প্রদত্ত শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ'। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لاَحُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ وَالْإِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ 'কোন ব্যক্তির শারঈ বিষয়ক কথার দিকে বিনা দলীলে ফিরে যাওয়ার নাম 'তাক্বলীদ'। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা' *(আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৫০-৫১, ১৭৩)*। অতএব 'ইত্তেবা' ও 'তাক্বলীদ'-এর পার্থক্যে বলা যাবে, اَلْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ دَلِيْلٍ وَالتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ অর্থাৎ 'ইত্তেবা' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা এবং 'তাক্বলীদ' হ'ল কারু কোন শারঈ সিদ্ধান্ত বিনা দলীলে গ্রহণ করা'। সুতরাং দলীলসহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ করাই হ'ল 'ইত্তেবা'।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُجْمِعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ– 'জেনে রেখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৫২ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৫৭, ১৭৫)*।

প্রশ্ন (১৯/২৬৪)ঃ কাউকে মাধ্যম করে দো'আ করলে

http://islaminonesite.wordpress.com

শিরক হবে কি?

-হাবীবুর রহমান শহীদ
খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীবিত ব্যক্তিকে মাধ্যম করে দো'আ করা যায় এবং অতীতের ভাল আমল পেশ করেও দো'আ করা যায়। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম করে দো'আ করা শিরক। তাছাড়া মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ 'কবরস্থ কোন ব্যক্তিকে আপনি কিছুই শুনাতে পারবেন না' *(ফাত্বির ২২)*। নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার পর ছাহাবীগণ আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫০৯ 'ইস্তিস্কার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। তিন ব্যক্তি গর্তে আটকা পড়লে তারা উদ্ধার পাওয়ার প্রত্যাশায় তাদের ভাল আমলগুলি আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'আদব' অধ্যায় 'সুসম্পর্ক ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/২৬৫)ঃ আমরা শুনেছি ছেলেদের খাৎনা ইবরাহীম (আঃ) থেকে চালু হয়েছে। এক্ষণে জানতে চাই, ইবরাহীম (আঃ)-এর খাৎনা কখন হয়েছিল এবং কে করেছিল? হাসপাতালে বাচ্চাদের খাৎনা করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
ঝাউতলী, দাউকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে নিজ হাতে সুতারের অস্ত্র দ্বারা খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ১/১১১ পৃঃ)*। নিজ হাতে অথবা যেকোন ব্যক্তির মাধ্যমে যেকোন স্থানে খাৎনা করা যায়। খাৎনা করা সুন্নাত। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে এবং কোন নির্ধারিত স্থানে খাৎনা করা সুন্নাত, এমনটি নয়।

প্রশ্ন (২১/২৬৬)ঃ পীরের মাযারে ও অন্যায় কাজে মানত করলে ঐ মানত পূরণ করতে হবে কি-না ছহীহ দলীলের মাধ্যমে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন
হাটশ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে মানত, নযর-নিয়ায করা বা যবেহ করা শিরক। আর শিরককারীর উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন *(মায়েদা ৭২)*। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোস্ত, আর যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং তীর্থকেন্দ্রে যে সব পশু যবেহ করা হয়'.. *(মায়েদা ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ رواه مسلم 'গুনাহের কর্মে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে না এবং ঐ মানত পূরণ করতে হবে না, যা তার সাধ্যের বাইরে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮ 'নযর' অধ্যায়)*।

সুতরাং মাযারে বা অন্য কোন তীর্থস্থানে মানত করা যাবে না। যদি কেউ করেই ফেলে তাহ'লে তা পূরণ করতে হবে না।

প্রশ্ন (২২/২৬৭)ঃ চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তার মধ্যে চাচাত বোন বা তার মেয়ে অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। বিবাহ করা হারাম এমন সব মহিলাদের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ 'এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (মোহরের) বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য' *(নিসা ২৪)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৮)ঃ সঊদী আরব সহ অন্যান্য দেশের বিভিন্ন রংবেরংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়, যাতে ছালাত আদায়কালে একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। এ সমস্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ ফেরদাউস
নাচোল বাজার
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যেকোন দেশের জায়নামায হোক না কেন যদি ছালাতের সময় একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে তাতে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা কারুকার্য খচিত চাদরে ছালাত আদায়কালে নকশার দিকে নযর পড়লে ছালাত শেষে তিনি বললেন, চাদরখানা আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং পরিবর্তন করে 'আম্বেজানিয়া' কাপড় নিয়ে এসো। কেননা এ চাদর আমাকে আমার ছালাত থেকে অমনোযোগী করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৭২)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করে ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমার চাদরটি সরিয়ে রাখ।

http://islaminonesite.wordpress.com

কেননা ছালাতের সময় নকশাগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ পৃঃ ৭২)*।

অতএব যে জায়নামায মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে এমন নকশাযুক্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন (২৪/২৬৯)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মে'রাজে গিয়ে আল্লাহ্র আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আবু মুহাম্মাদ মু'তাছিম রেযা
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্বশরীরে মে'রাজে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত' *(বণী ইসরাঈল ১)*। অত্র আয়াতটি মে'রাজ সংক্রান্ত। তাছাড়া মে'রাজের প্রমাণে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ)*।

তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করেছেন, আবুবকর (রাঃ) গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সতর্ক করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ছালাত আদায় করছেন, এসমস্ত ঘটনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যার কোন প্রমাণ নেই।

তাছাড়া আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন, এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। আবুবকর (রাঃ) কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও গায়েব জানতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলে দিন, আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর রাখে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ৬৫, আন'আম ৫৯)*। তাছাড়া আমরা ছালাত আদায় করি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য; কিন্তু আল্লাহ কার জন্য ছালাত আদায় করবেন? সুতরাং প্রত্যেকের উচিত দলীল ভিত্তিক কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৫/২৭০)ঃ ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ নিরুপায় হয়ে ও যরূরী ভিত্তিতে যেমন হজ্জ, সফর, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছবি তোলা এবং সেগুলি সাথে রাখা শরীয়তে যেমন জায়েয, তেমনি ছবি সম্বলিত টাকাও নিরুপায় হয়ে সাথে রেখে ছালাত আদায় করলে ইনশাআল্লাহ ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। যেমন হারাম বস্তু ভক্ষণ করা যায় না, তবে নিরুপায় হয়ে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য ভক্ষণ করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে উৎসর্গ করা হয়। তবে যে নিরুপায় হয়ে পড়বে তার জন্য কোন গোনাহ নেই, যদি সীমালংঘন না করে' *(বাক্বারাহ ১৪৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর সাধ্যমত' *(তাগাবুন ১৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কারু উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। নবী করীম (ছাঃ) ছবি সম্বলিত কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পর কাপড়টি সরিয়ে নিতে বলেছিলেন, কিন্তু ঐ ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করেননি *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (২৬/২৭১)ঃ আমি একজন দোকানদার, আমার দোকানে হালাল-হারাম সবধরনের জিনিস আছে। যেমন বিড়ি, সিগারেট, চাল, আটা ইত্যাদি। এরূপভাবে হালাল-হারাম সবধরনের বস্তু দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
জামতলা বাজার
গ্রামঃ ইটাংরা, সামটা
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ হালাল-হারাম সবধরনের বস্তু দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়। শুধুমাত্র হালাল বস্তুর ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে 'আল্লাহপাক তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*। প্রশ্নে বর্ণিত বিড়ি, সিগারেট সহ গুল, জর্দা আলাপাতা ইত্যাদি বস্তুগুলি হারাম। কেননা এগুলি মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'মদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭২)ঃ ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। ইমাম যদি ৪/৫ মিনিট দেরী করে উপস্থিত হন, তাহ'লে অন্য কেউ নির্ধারিত সময়ে ইমামতী করতে পারেন কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

http://islaminonesite.wordpress.com

মেহেরচণ্ডি (চকপাড়া)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ে ইমাম যদি উপস্থিত হ'তে না পারেন তাহ'লে ইমামের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে ইমামকে জামা'আতী শৃংখলা রক্ষার্থে যথাসম্ভব নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্যই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদীর করণীয় ও মাসবূক্বের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করলে ছালাতের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, জনগণ কি ছালাত আদায় করেছে'? আমরা বললাম, না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল (ছাঃ) তখন ওযূর জন্য পানি চাইলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪৭)*।

প্রশ্ন (২৮/২৭৩)ঃ আমাদের গ্রামে একটি ছোট মসজিদ আছে। গ্রামের ৯৫% লোক নিম্নোক্ত কারণে আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে। (১) ওয়াক্বফকারীর বংশধররা মসজিদটিকে নিজস্ব মসজিদ বলে দাবী করে। (২) মসজিদের যাবতীয় কার্যক্রম তাদের নির্দেশে চলবে বলে দাবী করে। (৩) মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় অন্যের জমি দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতে হয়। এতে জমির মালিক বাধার সৃষ্টি করে। (৪) জনসংখ্যার তুলনায় মসজিদের জায়গা একেবারে সংকীর্ণ। মসজিদ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের লোকের কাছে জমি চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করে। এমতবস্থায় আমরা কোন মসজিদে ছালাত আদায় করব?

-আলতাফ ও আব্বাস
যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া
নাটোর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি, মসজিদ এবং মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত বিষয়াবলীর উপর কারু আইনসঙ্গত দাবী থাকলে তা কখনও মসজিদ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেক না' *(জিন ১৮)*। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত কারণগুলি সঠিক হ'লে পুরাতন মসজিদ মসজিদ হিসাবে গণ্য হয়নি। অতএব সকল মুছল্লীর নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা উচিত। *-বিস্তারিত দেখুনঃ ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়া ৩১/২১৬-১৭ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৯/২৭৪)ঃ মেয়েরা ই'তেকাফ করতে পারে কি? তাদের ই'তেকাফের নিয়ম কি? বাড়ীতে ই'তেকাফ করা যায় কি?

-কুমকুম আক্তার
খুরমা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

উত্তরঃ মেয়েরা ই'তেকাফ করতে পারে। নারী ও পুরুষের ই'তেকাফের নিয়ম একই এবং পুরুষের মত তাদেরকেও জামে মসজিদে ই'তেকাফ করতে হবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযানের শেষ ১০ দিন ই'তেকাফ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তেকাফ' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা না করা, জানাযায় শরীক না হওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং স্ত্রীসহবাস না করা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না গিয়ে শুধু ছালাত আদায়, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির-আযকারে রত থাকাই হ'ল ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত। ছিয়াম ও জামে মসজিদ ছাড়া ই'তেকাফ হবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১০৬)*। মসজিদে নিরাপত্তা না থাকলে স্ত্রী স্বামীকে সাথে নিয়ে ই'তেকাফ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে মসজিদে ই'তেকাফ করতেন *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১৪৪৬)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭৫)ঃ উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উঠ যবেহ করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ হারিছুদ্দীন
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উট যবেহ করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, উট দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা উটের হাত পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে ধারালো ছুরি চালিয়ে রক্ত ঝরানো। আর গরু-ছাগল যবেহ করার নিয়ম হচ্ছে, হাত-পা বেঁধে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে কণ্ঠনালীতে ছুরি চালানো। তবে উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবেহ করলে নাজায়েয হবে না।

উল্লেখ্য যে, উটের বক্ষে ছুরি মেরে যবেহ করাই সুন্নাত। বনু হারেছা গোত্রের এক ব্যক্তি ওহোদের পাহাড়ী এলাকায় উট চরাচ্ছিল। একটি মাদী উট হঠাৎ মুমূর্ষু হয়ে পড়লে তার বুকে লাঠি মেরে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে এ সংবাদ প্রদান করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবেহ করা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭৬)ঃ মসজিদের ছাদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় কি? যেমন ছাদের উপর মরিচ শুকানো, ধান শুকানো ইত্যাদি।

-শাহাজাহান
গান্ধাইল, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী করার স্থান। একে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়; বরং ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধ বস্তু থেকে পবিত্র রাখা যরূরী।

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং উহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে বলেছেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সব আমল আমার সামনে পেশ করা হ'ল। তাতে আমি দেখলাম যে, ভাল আমলের মধ্যে রয়েছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাটা প্রভৃতি) সরানো এবং মন্দ আমলের মধ্যে রয়েছে, মসজিদে শিকনি বা নাকের পোঁটা ফেলা, যা পরিষ্কার করা হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৯)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মসজিদে পেশাব করা ও আবর্জনা ফেলা জায়েয নয়; বরং মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ, 'মসজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসব কাজ না করাই ভাল।

প্রশ্ন (৩২/২৭৭)ঃ সঊদী আরবের লোকেরা টিকটিকি দেখলেই মেরে ফেলে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা মারে না। টিকটিকি মারা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাবুদ্দীন
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সঊদী আরবের লোকদের মত আমাদের দেশের লোকদেরও টিকটিকি মারা উচিৎ। উম্মে শারীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯ 'কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) টিকটিকি মারার আদেশ দিয়েছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথমবারে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয়বারে তার চেয়ে কম, তৃতীয় বারে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغ) শব্দের উর্দূ অনুবাদ 'ছিপকলী' *(মিছবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ অভিধান), পৃঃ ৯৪৩; আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) পৃঃ ১০৮২)*। যার বাংলা অর্থ টিকটিকি *(ফ'রহঙ্গ-ই-রাব্বানী; পৃঃ ২৬০; ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দূ-বাংলা অভিধান), পৃঃ ৩৫৬)*। আর 'আল-হিরবাউ' (اَلْحِرْبَاءُ)-এর উর্দূ অর্থ গিরগিট্ *(মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১৪৪; আল-মুনজিদ পৃঃ ১৯৮)*। যার বাংলা গিরগিটি বা কাকলাস ব্যবহৃত হয় *(ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, পৃঃ ৬৯১; ফ'রহঙ্গ-ই-রাব্বানী, পৃঃ ৫০৭-৮)*। গিরগিটি মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু টিকটিকি তা পারে না। ফলে গিরগিটির গায়ের পরিবর্তিত রং দেখেই আমাদের দেশের লোকজন মারতে বেশী উদ্যত হয়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ আল-ক্বামূস; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ১০২৯; আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫৪)*। উল্লেখ্য যে, ভারতের কতিপয় লেখক স্ব স্ব লেখনীতে এবং এ দেশের বাংলা অনুবাদ মিশকাতে ও 'আল-কাওছার' আরবী-বাংলা অভিধানে 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغ) অর্থ গিরগিটি লেখা হয়েছে, যা ভুল।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৮)ঃ মাদরাসায় অধ্যয়নরত মেয়েদের পরীক্ষার সময় ঋতুস্রাব হ'লে কুরআন পড়তে পারবে কি?

-যীবুন নেসা
হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির-আযকার করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। ঋতুবতী মহিলা কুরআন পড়তে পারে তার প্রমাণে ইমাম বুখারী কয়েকটি আছার পেশ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, لا بأس ان تقرأ الاية 'ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, إنه لم ير بالقراءة للجنب بأسًا 'অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, كان يقرأ ورده وهو جنب 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়তেন' *(ইরওয়া ২/৪৫ পৃঃ)*।

উপরোক্ত হাদীছ ও আছার সমূহের আলোকে ইমাম বুখারী, ইবনু মুনযির ও অন্যান্যরা ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন *(ইরওয়াউল গালীল ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ *(ইরওয়া হা/১২২, ১/১৫৮-৬১ পৃঃ, আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

উল্লেখ্য যে, যে হাদীছ সমূহে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদীছগুলি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা ও তার জন্য যা বৈধ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৯)ঃ আমি কিছু জমি মসজিদের নামে ওয়াক্বফ করেছি। ঐ জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দিয়ে ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা মসজিদ তহবিলে জমা করে আসছি। ওয়াক্বফকৃত জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দেওয়া যাবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-ফয়েযুদ্দীন
ব্রহ্মপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওয়াক্বফকৃত জমি নিকটাত্মীয় বা অন্যের মাঝে বর্গা দেওয়া যায় এবং ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা মসজিদ তহবিলে জমা করা যায়। ওমর (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে প্রাপ্ত মূল্যবান জমি ওয়াক্বফ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি জমির মালিকানা হাতে রাখ এবং তার ফসল ফকীর, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্ত, পথিক ও দুর্বলদের মাঝে বন্টন করে দাও। আর যে ব্যক্তি জমি চাষ করবে সে বৈধ পন্থায় জমির ফসল ভোগ করবে। তবে বেশী ভোগ করার চেষ্টা করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৮০)ঃ আমাদের গ্রামে জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয়-স্বজন ছাদাক্বা হিসাবে ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে চায়। এরূপ করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
উত্তর চাষাড়া
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ যেকোন সময় ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানো যায়। তবে কোন দিন নির্ধারণ এবং আনুষ্ঠানিকতা করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। কোন অছিয়ত করে যাননি। আমার ধারনা তিনি কথা বলতে পারলে ছাদাক্বা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তার নেকী হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭২, হা/১৯৫০ 'স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীদের ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাদাক্বা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে যে মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা ও খানা পিনার অনুষ্ঠান হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের অনুকরণে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ফকীর-মিসকীন খাওয়ানোর নামে এই সব খানার অনুষ্ঠান না করে বরং মৃতের নামে কোন স্থায়ী ছাদাক্বা করা উচিৎ, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য নেকীর কারণ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩, 'ইলম' অধ্যায়)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহঃ
☞ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
☞ মাদকাসক্তি নিরাময়
☞ সাইকোথেরাপি
☞ বিহেভিয়ার থেরাপি
শার আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী-৬০০০
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।

http://islaminonesite.wordpress.com